BANGLA POST Year: 20 ◆ Issue: 960 ◆ Friday 24 March - Thursday 30 March 2023

FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

APG "Your Property Partner"

# RAMADAN

## TIME TABLE 2023

(Timings are in accordance with the East London Mosque & London Muslim Centre)

| | DATE | RAMADAN | FAJR BEGINS SEHRI ENDS | FAJRI JAM'AH | ZUHR JAM'AH | ASR JAM'AH | MAGHRIB BEGINS IFTARI | ISHA JAM'AH TARAWEEH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Days of Mercy (Rahmah) | Thu 23 - Mar | 01 | 04:19 | 04:39 | 12:45 | 04:45 | 06:21 | 08:06 |
| | **Fri 24 - Mar** | **02** | **04:17** | **04:37** | **01:00** | **04:45** | **06:23** | **08:08** |
| | Sat 25 - Mar | 03 | 04:15 | 04:35 | 12:45 | 04:45 | 06:25 | 08:10 |
| | Sun 26 - Mar | 04 | 05:13 | 05:33 | 01:30 | 05:45 | 07:26 | 09:11 |
| | Mon 27 - Mar | 05 | 05:11 | 05:31 | 01:30 | 05:45 | 07:28 | 09:13 |
| | Tue 28 - Mar | 06 | 05:10 | 05:30 | 01:30 | 05:45 | 07:30 | 09:15 |
| | Wed 29 - Mar | 07 | 05:08 | 05:28 | 01:30 | 05:45 | 07:31 | 09:16 |
| | Thu 30 - Mar | 08 | 05:05 | 05:25 | 01:30 | 05:45 | 07:33 | 09:18 |
| | **Fri 31 - Mar** | **09** | **05:04** | **05:24** | **01:45** | **05:45** | **07:35** | **09:20** |
| | Sat 01 - Apr | 10 | 05:02 | 05:22 | 01:30 | 06:00 | 07:36 | 09:21 |
| Days of Forgiveness (Magfirah) | Sun 02 - Apr | 11 | 05:00 | 05:20 | 01:30 | 06:00 | 07:38 | 09:23 |
| | Mon 03 - Apr | 12 | 04:57 | 05:17 | 01:30 | 06:00 | 07:40 | 09:25 |
| | Tue 04 - Apr | 13 | 04:55 | 05:15 | 01:30 | 06:00 | 07:41 | 09:26 |
| | Wed 05 - Apr | 14 | 04:53 | 05:13 | 01:30 | 06:00 | 07:43 | 09:28 |
| | Thu 06 - Apr | 15 | 04:51 | 05:11 | 01:30 | 06:00 | 07:45 | 09:30 |
| | **Fri 07 - Apr** | **16** | **04:48** | **05:08** | **01:45** | **06:00** | **07:46** | **09:31** |
| | Sat 08 - Apr | 17 | 04:46 | 05:06 | 01:30 | 06:00 | 07:48 | 09:33 |
| | Sun 09 - Apr | 18 | 04:44 | 05:04 | 01:30 | 06:00 | 07:50 | 09:35 |
| | Mon 10 - Apr | 19 | 04:42 | 05:02 | 01:30 | 06:00 | 07:51 | 09:36 |
| | Tue 11 - Apr | 20 | 04:39 | 04:59 | 01:30 | 06:00 | 07:53 | 09:38 |
| Days of Salvation (Nijaat) | Wed 12 - Apr | 21 | 04:37 | 04:57 | 01:30 | 06:15 | 07:55 | 09:40 |
| | Thu 13 - Apr | 22 | 04:35 | 04:55 | 01:30 | 06:15 | 07:56 | 09:41 |
| | **Fri 14 - Apr** | **23** | **04:33** | **04:53** | **01:45** | **06:15** | **07:58** | **09:43** |
| | Sat 15 - Apr | 24 | 04:31 | 04:51 | 01:30 | 06:15 | 08:00 | 09:45 |
| | Sun 16 - Apr | 25 | 04:29 | 04:49 | 01:30 | 06:15 | 08:02 | 09:47 |
| | Mon 17 - Apr | 26 | 04:26 | 04:46 | 01:30 | 06:15 | 08:03 | 09:48 |
| | Tue 18 - Apr | 27 | 04:23 | 04:43 | 01:30 | 06:15 | 08:05 | 09:50 |
| | Wed 19 - Apr | 28 | 04:21 | 04:41 | 01:30 | 06:15 | 08:07 | 09:52 |
| | Thu 20 - Apr | 29 | 04:19 | 04:39 | 01:30 | 06:15 | 08:08 | 09:45 |
| | **Fri 21 - Apr** | **30** | **04:16** | **04:36** | **01:45** | **06:15** | **08:10** | **09:45** |

03
11 AH, Madinah
Passing away of Hazrat Bibi Fatimah

10
3 BH, Makkah
Passing away of Hazrat Bibi Khadijha

17
2 AH, Badr
Battle of Badr victory

2 AH, Madinah
Passing away of Hazrat Bibi Ruqayyah

58 AH, Madinah
Passing away of Hazrat Bibi Aisha

20
I'tikaf (after Asr)
8 AH, Makkah
Conquest of Makkah

21
40 AH, Kufa
Martyrdom of Hazrat Ali

21 23 25 27 29
Night of Power (Qadr)

**Sehri Intention (niyyah) at the beginning of the Fast**

وَبِصَوْمِ غَدٍ نَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

I intend to keep the fast for tomorrow in the month of Ramadan

**Iftar Prayer (du'aa) after breaking the Fast**

اللَّهُمَّ إِنِّي لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ
وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

O Allah! I have fasted for You, and I believe in You and have put my trust in You, and I break the fast with what You have bestowed

**Prayer (du'aa) of forgiveness**

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

O Allah, you are the Forgiver, You love to forgive, so forgive me

Note: beginning and end of Ramadan are subject to sighting of the new moon

PRS Property Redress Scheme | DPS The Deposit Protection Service | CMP Client Money Protect | ico. Information Commissioner's Office

APG House, 4 Thames Rd, Barking IG11 0HZ

0330 088 8666 | info@arii.co.uk | www.arii.co.uk | Arii Property Group

BANGLA POST Year: 20 ♦ Issue: 960 ♦ Friday 24 March - Thursday 30 March 2023 FREE

# বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

## আহলান সাহলান মাহে রমজান

**পোস্ট ডেস্ক :** লাখো কল্যাণ আর মুক্তির সওগাত নিয়ে বছর ঘুরে আবারো আমাদের মাঝে সমাগত মাহে মোবারক, মাহে রামাযান। মুমিন হৃদয় তাই আনন্দ হিল্লোলে বিমোহিত, রবের সান্নিধ্য লাভের উন্মাদনায় শিহরিত, জান্নাত লাভের বাসনায় আনন্দিত, উদ্বেলিত রামাযানের পুণ্যলাভের আকাঙ্ক্ষায়। প্রকৃত অর্থেই রামাযান মাস একজন মুসলিম বান্দার জন্য আল্লাহর নেয়ামত ও করুণা লাভের এক মহাকল্যাণকর মওসুম। --২৪ পৃষ্ঠায়

# মেট্রোপলিটান পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযোগ

**পোস্ট ডেস্ক :** সম্প্রতি প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ বাহিনীর মধ্যে চরম ব্যর্থতার নানা দিক উঠে এসেছে। সেখানে পুলিশের কর্মসংস্কৃতি ও মানের ব্যাপক সমালোচনা করা হয়েছে। লন্ডন পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে এত ব্যাপক ব্যর্থতার চিত্র এর আগে কখনও সামনে আসেনি। এই বাহিনীতে পুলিশ কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৪৩ হাজার।

মেট্রোপলিটান পুলিশ বাহিনী নিয়ে ব্যারোনেস লুইস কেসি তার পর্যালোচনামূলক প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন পুলিশ বাহিনীর মধ্যে বৈষম্যের সংস্কৃতি, নারী ও শিশুদের রক্ষায় তাদের ব্যর্থতা, নিজেদের বাহিনীর ওপর নজরদারিতে অক্ষমতা এবং পুলিশের ওপর সাধারণ জনগণের আস্থাভঙ্গের ভয়াবহ চিত্র। ৩৬৩ পৃষ্ঠার ওই রিপোর্টে বেরিয়ে আসা ব্যর্থতা ও বৈষম্যের এরকম পাঁচটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ভাঙা ফ্রিজারের কারণে ধর্ষণের মামলা বাতিল :

এ পর্যালোচনায় বলা হয়েছে: শিশুদের সুরক্ষাদান, ধর্ষণ এবং গুরুতর যৌন অপরাধের মত জনগণকে রক্ষা করার ক্ষেত্রগুলোকে "অগ্রাধিকার না দেয়া এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ না নেয়ার" কারণে নারী ও শিশুদের আরও ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়া হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে ধর্ষণ ও গুরুতর যৌন অপরাধের ঘটনাগুলো তদন্তের সময় অফিসারদের ভাঙা, অকেজো বা জিনিসপত্রে ঠাসা ফ্রিজ ও ফ্রিজার নিয়ে ব্যাপক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে, যার ফলে তাদের তদন্তকাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এসব ফ্রিজে অপরাধের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ রাখা হয়। অনেকসময় অতিরিক্ত নমুনা সেখানে মজুদ রাখায় পরীক্ষার ফলাফলের জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্যপ্রমাণ অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে।

যেমন, ২০২২ সালে প্রচণ্ড দাবদাহের কারণে একটি ফ্রিজার অকেজো হয়ে গেলে সেখানে রাখা যৌন নিগ্রহের শিকার এক নারীর রক্ত ও অন্যান্য নমুনা এবং তার অন্তর্বাস থেকে সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ধর্ষণের যে অভিযোগ তদন্তাধীন ছিল সেই অভিযোগের মামলা প্রমাণের অভাবে বাতিল করে দিতে হয় বলে পর্যালোচনা প্যানেলকে নাম পরিচয় প্রকাশ না করে জানিয়েছেন পুলিশ বাহিনীর একজন অফিসার।

ওই ফ্রিজারের ভেতর এত বিপুল পরিমাণে ফরেনসিক নমুনা সংরক্ষিত ছিল যে ফ্রিজারের দরজা বন্ধ করার জন্য তিনজন অফিসারকে একসাথে শক্তি প্রয়োগ --২৪ পৃষ্ঠায়

## বার্মিংহামে মসজিদ থেকে ফেরার পথে মুসল্লির গায়ে আগুন

**স্টাফ রিপোর্টার :** বার্মিংহামে একটি মসজিদ থেকে নিজের বাড়ি ফেরার পথে এক মুসল্লির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ বলছে, হামলাটি হয়েছে সোমবার (২২ মার্চ) গ্রিনিচ মান সময় ১৯টায় এজবাস্টনের ব্রিস্টল রোডে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড পুলিশ বলেছে, হামলার শিকার মুসল্লি ডুডলি রোডের একটি মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে এক ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে আসে এবং সংক্ষিপ্ত আলাপ করে। পরে ওই ব্যক্তি তার গায়ে একটি অজ্ঞাত বস্তু ছিটিয়ে জ্যাকেটে আগুন ধরিয়ে দেয়।

হামলার মোটিভ এখনও জানা যায়নি বলে উল্লেখ করেছে পুলিশ। আহত ব্যক্তিকে মুখে দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক নয়।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্তের অংশ হিসেবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটিও খতিয়ে দেখা হবে। ওই ভিডিওতে দেখা গেছে, এক ব্যক্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

স্থানীয় কমিউনিটির মানুষের সঙ্গে কথা বলতে এবং আশ্বস্ত করতে এলাকাটিতে অতিরিক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা জেমস স্পেন্সার বলেন, আমাদের কর্মকর্তারা রাত থেকে কাজ করে যাচ্ছেন। তারা কী ঘটেছে এবং কে দায়ী তা নির্ধারণের চেষ্টা করছেন। দায়ী ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব আমরা খুঁজে বের করব। কমিউনিটির প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি জল্পনা এড়াতে আমাদের কাজে সহযোগিতার জন্য।

এক যৌথ বিবৃতিতে সিটি কাউন্সিলের নেতা ইয়ান ওয়ার্ড, কমিউনিটির নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ক্যাবিনেট সদস্য জন কটন এবং দুই ওয়ার্ড কাউন্সিলর এই হামলাকে 'ভয়ঙ্কর আক্রমণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

## দেশে হঠাৎ আলোচনায় আরাভ দুবাইয়ে জুয়েলার্সে তালা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশে হঠাৎ করে আলোচনায় এসেছেন দুবাইয়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ী আরাভ। ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি নতুন করে আলোচনায় আসেন। আর তার বিরুদ্ধে পুলিশ কর্মকর্তা হত্যা মামলা থাকায় তাকে ফিরিয়ে আনতে প্রশাসন তৎপরতা শুরু করে এবং ইন্টারপোলের মাধ্যমে নোটিশ জারী করে।

এদিকে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির পর দুবাইয়ে ব্যবসাপাতি গুটিয়ে নেওয়ার পাঁয়তারা করছেন পুলিশ হত্যা

মামলার আসামি রবিউল ইসলাম আরাভ। গত মঙ্গলবার তাঁর মালিকানাধীন আরাভ জুয়েলার্স বন্ধ দেখা গেছে। এর আগে দোকান থেকে গহনাপাতি সরিয়ে নেন তাঁর লোকজন। তবে তিনি পুলিশের নজরদারিতে রয়েছেন বলে জানিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত দূতাবাস।

এদিকে, ইন্টারপোলের কাছ থেকে বার্তা পাওয়ার পর দুবাই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করছে। দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকলেও বিতর্কিত এই ব্যবসায়ীকে ফেরাতে কোনো সমস্যা হবে না। তাঁকে ফেরাতে দুবাই যাওয়ার কথা ভাবছে পুলিশের একটি দল। মঙ্গলবার দুপুর থেকে গুঞ্জন --২৪ পৃষ্ঠায়

## সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

**পোস্ট ডেস্ক :** সুখী দেশের তালিকা করার ক্ষেত্রে মানুষের সুখের নিজস্ব মূল্যায়ন, সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শূন্য থেকে ১০ সূচকে নম্বর পরিমাপ করা হয়। পাশাপাশি প্রতিটি দেশের মানুষের ব্যক্তিগত সুস্থতার অনুভূতি, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, জিডিপি ও দুর্নীতির মাত্রা বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রতিবছর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৩৭টি সদস্যরাষ্ট্রের ওপর চালানো হয় এ জরিপ। --২৪ পৃষ্ঠায়

## দেশে দেশে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা

**পোস্ট ডেস্ক :** খালিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিং-কে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়েছে খালিস্তান সমর্থকরা। হামলার মুখে পড়েছেন রাষ্ট্রদূতেরাও। --২৪ পৃষ্ঠায়

## দেশের পাঁচ সিটিতে ইভিএমে ভোট, থাকবে সিসি ক্যামেরা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** 'আগামী মে ও জুনে অনুষ্ঠেয় দেশের পাঁচটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনে ক্লোজড সার্কিট (সিসি) ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হবে।'

বুধবার বিকালে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান নির্বাচন কমিশনার (ইসি) বেগম রাশেদা সুলতানা।

ইসি রাশেদা বলেন, পাঁচ সিটি নির্বাচনে আমরা সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করব। ভোট গ্রহণ করা হবে ইভিএমে। জাতীয় নির্বাচনে সিসি ক্যামেরা ব্যবহারের সিদ্ধান্ত --২৫ পৃষ্ঠায়

## দেশে কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না-শেখ হাসিনা

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঈদের আগে গৃহহীনদের হাতে বিনামূল্যে আরও ৩৯,৩৬৫টি আধাপাকা বাড়ি হস্তান্তর করার পাশাপাশি সারাদেশে আরও ৭টি জেলা ও ১৫৯টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেছেন।

তিনি বুধবার তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের চতুর্থ ধাপে বাড়ি হস্তান্তরের সময় বলেন, 'আমি আরও সাতটি জেলা ও ১৫৯টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত

ঘোষণা করেছি।'

প্রধানমন্ত্রী মাদারীপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, জয়পুরহাট, রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও চুয়াডাঙ্গা এই সাত জেলার সব উপজেলাসহ ১৫৯টি উপজেলাকে গৃহহীন ও ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন।

এর আগে তিনি পঞ্চগড় ও মাগুরা জেলার সব উপজেলাসহ ৫২টি উপজেলাকে গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত ঘোষণা করেন। তিনি আজ মোট নয়টি জেলা এবং ২১১টি উপজেলা গৃহহীন-ভূমিহীনমুক্ত --২৫ পৃষ্ঠায়

# জতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরাম যুক্তরাজ্য শাখা কর্তৃক প্রেস ব্রিফিং

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবি সমিতির নির্বাচনে পুলিশী হামলা, পুলিশবাহিনী কর্তৃক সিনিয়র আইনজীবি, মহিলা আইনজীবি ও সাংবাদিক ভাইদের উপর নিস্ঠুর, পাশবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে পুলিশ বাহিনীকে ব্যাবহার করে, নির্লজ্জ ভাবে ভোট চুরি করার যে নজিরবিহীন দৃস্টান্ত স্থাপন করেছে এবং একতরফা ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে আওয়ামি প্যানেলকে বিজয়ী দেখানোর প্রতিবাদে জতীয়তাবাদী আইনজীবি ফোরাম যুক্তরাজ্য শাখা কর্তৃক প্রেস ব্রিফিং করেছে। এতে পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার হামিদুল হক আফিন্দী লিটন ও প্রেস নোট পাঠ করেন সভাপতি ব্যারিস্টার আবুল মনসুর শাহজাহান আরো উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেস্টা সলিসিটর ইকরামুল হক মজুমদার, সহসভাপতি এডভোকেট নাসরিন আক্তার, ব্যারিস্টার নজরুল হোসাইন, ব্যারিস্টার সোহরাব হোসেন, ব্যারিস্টার জাহান্গীর আলম, ব্যারিস্টার নাসের খান অপু, এডভোকেট আবুল হাসনাত, সলিসিটর ইমতিয়াজ হোসেন, এডভোকেট এনাম আজগর, এডভোকেট সৈয়দ আব্দুল মতিন প্রমুখ।

বাংলাদেশের জনগণ বর্তমানে কঠিন নৈরাজ্য, চরম আর্থিক দুর্নীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধি একটি কঠিন সময় পার করছে। বর্তমান সরকার পূর্বের চরম বিতর্কিত প্রহসনের নির্বাচন ও গত নির্বাচনে অর্থাৎ মধ্যরাতে গায়ের জোরে নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, মানবাধিকার, ভোটের ও ভাতের অধিকার নিশ্চিত, স্বাস্থ্য সেবা, বাকস্বাধীনতা সহ সর্বোপরি দেশ বিনির্মাণের স্বার্থে বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান সহ সকল বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, বেগম জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি, অবিলম্বে বিদেশে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ প্রদান ও একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ উপহার দেওয়া সম্ভব বলে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ভাবে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর আদর্শ বুকে ধারণ করে ও এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, অবৈধ ও অনির্বাচিত সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত সকলকে ঐক্যবদ্ধ থেকে আন্দোলন চালিয়ে এবং দেশনেত্রীর মুক্তির লক্ষ্যে জীবন মরণ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকার অনুরোধ জানাচ্ছি। একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে একটি অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ ও গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকল দেশ প্রেমিক ও মুক্তিকামী জনগণকে দেশ নায়ক তারেক রহমানের আহবান "টেইক ব্যাক বাংলাদেশ" এই স্লোগানকে বুকে ধারণ করে সবাইকে এগিয়ে আসার ও কাজ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হয়।

# গোলাপগঞ্জে দু প্রবাসীর উদ্যোগে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

**গোলাপগঞ্জ প্রতিনিধি:** গোলাপগঞ্জের ফুলবাড়ি ইউনিয়নে যুক্তরাজ্য প্রবাসী, আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান মো: দিলওয়ার হোসেন ও রেজিয়া-রহিম মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারলের অর্থায়নে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আয়োজনে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোলাপগঞ্জ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির শাফি চৌধুরী এলিম।

আজিজ ও কনাই বিবি মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উপদেষ্টা মোহাম্মদ কাওছার খানের সভাপতিত্বে ও মাসুদ আহমদের পরিচালনায় প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট আব্দুল হানিফ খান, গোলাপগঞ্জ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো: রুহেল আহমদ।

কামরুজ্জামান মাসুদের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সূচিত অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য হেতিমগঞ্জ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি জাফরান জামিল, বক্তব্য রাখেন আব্দুল মুমিন।

শুক্রবার বিকেল ৩টায় কিছমত মাইজভাগ দক্ষিণপাড়ায় আব্দুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ও রেজিয়া-রহিম মেমোরিয়াল ট্রাস্টের আইনজীবী ও লেখক এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন দিলু, বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াই শতাধিক অসহায় ও দু:স্থ মানুষের হাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর পেকেট তুলে দেওয়া হয়।

# যুক্তরাজ্যে দেওকলস দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের পুণমিলনী অনুষ্ঠান ইউকে ২০২৩, উপলক্ষ্যে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

দেওকলস দ্বিপাক্ষিক উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী লগ্নে ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের সাবেক ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্যোগে ৬ই মার্চ রোজ সোমবার স্থানীয় ষ্টীফোর্ড সেন্টারে এক বিশেষ পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সামসুন নূর চৌধুরী। সভার প্রারম্ভে প্রধান উদ্যোক্তা প্রফেসর শাহানুর আহমদ খান পুনর্মিলনী সম্পর্কে এক ডিজিটাল ব্রিফিং প্রদান করেন এবং তৎপর উপস্থিত সবাই পর্যালোচনায় অংশ গ্রহন করেন।

সভায় প্রাসঙ্গিক বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সাপেক্ষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের নিয়ে লন্ডনে এক মনোজ্ঞ পূর্নমিলনীর আয়োজন করা হবে। উপস্থিত সবাই এ মহতী অনুষ্ঠানের সফল আয়োজন ও সমাপন করনে যতার্থ প্রদক্ষেপ গ্রহনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। উক্ত সভায় এ কাঙ্খিত পূর্ণমিলনী বাস্তবায়নে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় । আর অনেকেই দূরাফলনীর মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোতে ঐক্যমত পোষন করেন। এমনকি প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের যোগসূত্র বৃদ্ধিকল্পে শীঘ্রই বৃহতাকারে আরেকটি বর্ধিত সভার আয়োজন করা হবে।

উক্ত শুভানুষ্ঠানের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে ০৭৫৩৪ ৭৮৪৯৭৫, ০৭৯৬১ ৮৪০০৫০ নম্বরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, উক্ত স্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে সর্বপ্রথমে স্কুল থেকে এস এস সি তে কৃতার্থ ছাত্রছাত্রীরা দেশবিদেশে অবস্থানরত সাবেক ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে লন্ডনে এক অপূর্ব মিলনমেলা করার প্রত্যাশায় দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা ও পরামর্শ করে আসছেন তন্মধ্যে প্রফেসর শাহানুর আহমদ খান এবং মিঃ আবুল লেইছের নাম উল্লেখযোগ্য।

আর এ মহতী উদ্যোগকে পূর্ণাঙ্গভাবে সফল করার দায়িত্ব আপনার, আমার এবং সবার। এতে সর্বপ্রকার দল-মত-পথ ও স্বীয় স্বার্থ পরিহার করে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উক্ত পুনমিলনী অনুষ্ঠানকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

উপরন্ত এ সভায় ঘোষনা করা হয় যে, এ অপূর্ব মিলনমেলার দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। তাই "আসুন আমরা সবাই মিলে পুষ্প কুড়াই মিলনমেলার দূর্গ বানাই।

উক্ত সভার আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন: প্রফেসর শাহানুর আহমদ খান, মিঃ আবুল লেইছ, মোঃ সাইফুল ইসলাম সায়েক, মোঃ জামান(এমরান), মোঃ মজাহিদ আহমদ লিটন, মোঃ নজরুল ইসলাম, মোঃ আব্দুল জালাল, আব্দুল মালিক, আব্দাল হোসেন, জুনেদ আহমদ প্রমুখ।


SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE

UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare
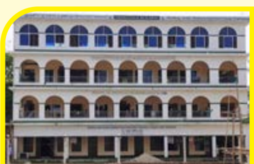
Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra
Fidya Kaffara Qurbani

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

*Excludes some accounts, such as the HSBC Basic Bank Account. For mobile banking app users only. Non-HSBC fees may apply.
Issued by HSBC UK Bank plc, 1 Centenary Square, Birmingham, B1 1HQ, United Kingdom. ©HSBC Group 2023. All Rights Reserved. AC60011.

# কাউন্সিলর মোঃ আয়াছ মিয়ার জীবন ও কর্মশীর্ষক স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উম্মোচন অনুষ্ঠান

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার এবং তিনবারের নির্বাচিত কাউন্সিলর বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং মানবাধিকার কর্মী একাউন্টেন্ট মোঃ আয়াছ মিয়ার জীবন ও কর্মশীর্ষক বইয়ের মোড়ক উম্মোচন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

গতকাল (২১ শে মার্চ ২০২৩) ইং লন্ডনের বাংলা টাউনে মাইক্রো বিজনিস পার্কে এক জাকজমকপূর্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এটা সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে রেকর্ড সংখ্যক বর্তমান ও সাবেক স্পিকার/ মেয়র, কাউন্সিলর, লেখক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, নবীন- প্রবীনদের এক মিলন মেলায় পরিনত হয়।

টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক স্পিকার এবং সাবেক কাউন্সিলর, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আহবাব হোসেনের সভাপতিত্বে এবং টাওয়ার হ্যামলেটস কেয়ারার এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও জকিগঞ্জ এসোসিয়েশনের সাধারন সম্পাদক আবুল হোসেনের পরিচালনায় এবং হাফিজ মাহবুবুর রহমানের পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের বর্তমান স্পিকার কাউন্সিলর শাফি আহমদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বার্কিং ও ডাগেনহাম কাউন্সিলের মেয়র ফারুক আহমেদ, গ্রেটার লন্ডন এসেম্বলি মেম্বার উমেশ দেশাই, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র, কাউন্সিলর পারভেস চৌধুরী, ক্রয়েডন কাউন্সিলের সাবেক মেয়র, কাউন্সিলর শেরওয়ান চৌধুরী, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পিকার আব্দুল মুকিত চুনু এমবিই, সাবেক স্পিকার খালেস উদ্দিন আহমেদ, সাবেক স্পিকার মিজান চৌধুরী, সাবেক স্পিকার রাজীব আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক লিডার হেলাল উদ্দিন আব্বাস, বর্তমান লেবার লিডার এবং বিরোধী দলীয় নেতা কাউন্সিলর সিরাজুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব ও আপাসেনের প্রধান মাহমুদ হাসান, বার্কিং ও ডাগেনহাম কাউন্সিলের কেবিনেট মেম্বার কাউন্সিলর সৈয়দ ফিরুজ গনি, টাওয়ার হ্যামলেটেসের কাউন্সিলর সাবিনা খাঁন, কাউন্সিলর শাহবির হুসেন শুভ, সাবেক কাউন্সিলর - কাহার চৌধুরী, তারেক খাঁন, ওয়াইস ইসলাম, বিশ্বনাথ এডোকেশন ট্রাষ্টের ট্রেজরার আজম খাঁন, বাইতুল আমান মসজিদের চেয়ারম্যন সুপান আলী বারী, খতীব ও ওয়ান পাউন্ড হসপিটেলের ট্রেজারার মৌলানা সিরাজুল ইসলাম সাদ, চ্যানেল এস টেলিভিশনের হেড অব প্রোডাকশন ফারহান মাসুদ খাঁন, যুক্তরাজ্য জাতীয় পার্টির সভাপতি এডভোকেট এবাদ হোসাইন, সিলেট জেলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারন সম্পাদক সামীর মাহমুদ, গ্লোবাল জালালাবাদ এসোসিয়েশনের আব্দুল বাসিত, রফিক হায়দার, মাসকুরা ফারহান, সাংবাদিক - আহাদ চৌধুরী বাবু, হেফাজুল করিম রাকীব, এনাম আহমাদ, খালেদ মাসুদ রনি, আব্বাস-উজ জামান, সিহাব্বুজ্জামান কামাল, জহুরুল হক, শাহীন আহমদ, রেজাউল করিম মৃধা, বিশ্বনাথ এইডের সাধারন সম্পাদক সাংবাদিক জাকির হুসেন কয়েছ, বিশ্বনাথ উন্নয়ন সামাজিক ট্রাস্ট ইউ.কের সভাপতি মাহফুজুর রহমান রিপন, সাধারণ সম্পাদক মোঃ জিয়াউল হক জিয়া।

এছাড়া আরও উপস্তিত ছিলেন, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মিসবা কামাল, স্থানীয় লেবার পার্টিক মহিলা নেত্রী নাজমা বেগম, হামিদা ইদ্রিস, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মৌলানা আজমল আলী, মৌলানা রফিক আহমদ, আসিকুর রহমান, কাজী খালেদ, আব্দুল হালীম, আব্দুর রব রাজু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সুনু মিয়া, তাজ উদ্দিন, জায়েদুর রহমান চৌধুরী, ফারহান আহমদ, আব্দুল মুকিত, কামাল আহমদ, রেদওয়ান আহমদ, দিলু মিয়া, আনোয়ার মিয়া, আসহাদ আহমদ, রুহুল আমীন, মাহতাব আহমদ, মাসুম আহমেদসহ আরও অনেকেই উপস্তিত ছিলেন।

---

BRICK LANE JAMME MASJID

# রামাদ্বানে ব্রিকলেন জামে মসজিদের নানা আয়োজন

আসন্ন রামাদ্বানে ঐতিহ্যবাহী ব্রিকলেন জামে মসজিদে দুইটি তারাবীহ জামাতের আয়োজন করা হয়েছে। অভিজ্ঞ হাফেজদের সুমধুর কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াতে প্রথম জামাত হবে ৮টা ১৫ মিনিটে। দ্বিতীয় জামাত হবে মধ্যরাত ১২টায়। এছাড়াও প্রতিবারের মতো এবারও থাকবে ফ্রি ইফতার। সেই সাথে ১৩ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভিতে অনুষ্ঠিত হবে লাইভ ফান্ড রেইজিং অ্যাপিল। মসজিদের এসব আয়োজনে সকলের অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে।

## দুই জামাতে তারাবীহ

প্রথম জামাত: ৮.১৫ মিনিট

দ্বিতীয় জামাত : রাত ১২টা

## ফ্রি ইফতার

মাগরিবের নামাজে আগত মুসল্লিদের জন্য থাকছে ফ্রি ইফতারের আয়োজন। এতে সর্বস্তরের মুসল্লিকে ইফতারে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ।

## ই'তেক্বাফ

প্রতি বছরের মতো এবারও ইতেক্বাফের সুব্যবস্থা থাকবে। ই'তেক্বাফে অংশগ্রহণে আগ্রহীদেরকে ১৫ রামাদ্বানের আগে মসজিদের অফিস থেকে ফরম সংগ্রহ করে তা পুরন করে জমা দিতে হবে।

## লাইভ ফান্ডরেইজিং

১৩ রামাদ্বান বিকেল ৫টা থেকে ফজর পর্যন্ত এনটিভি ইউরোপে চলবে ফান্ডরেইজিং। এতে আল্লাহর ঘরের জন্য মুক্তহস্তে দান করার আহবান।

# লন্ডন হাই কমিশনের অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার মূল্যবোধে গড়ে তোলার আহ্বান

ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক ও মানবিকতার আদর্শে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৩তম জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উদযাপন করেছে।

এ উপলক্ষে পূর্ব লন্ডন আয়োজিত "স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্নে বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন

শিশুদের চোখ সমৃদ্ধির স্বপ্নে রঙিন" শীর্ষক এক বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "দেশ বিভাগের আগে থেকেই বঙ্গবন্ধু বাঙ্গালি জাতিসত্তার ভিত্তিতে বাঙ্গালি জাতির জন্য একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন।"

ড. গওহর রিজভী বলেন, "বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন লাহোর প্রস্তাবে ধর্ম-ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা দেয়া হয়েছিলো তার মাধ্যমে বাঙ্গালি জাতির মুক্তি ও উন্নতি সম্ভব নয়। তাই তিনি দীর্ঘ ও আপোষহীন সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বিশ্বে বাঙ্গালি জাতিকে একটি স্বাধীন জাতি ও বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।"

ড. গওহর রিজভী আরো বলেন, "বঙ্গবন্ধুর প্রগতিশীল ও অন্তর্ভুক্তিমূলক আদর্শকে ক্ষুণ্ন করার জন্য বিভিন্ন অপচেষ্টা চালানো হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বাস্তবায়নে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও সাফল্য অর্জন করে চলেছেন।"

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম তাঁর স্বাগত বক্তব্যে বলেন, "বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে বলেছিলেন সাত কোটি বাঙ্গালিকে কেউ কোনো দিন দাবিয়ে রাখেত পারবে না। তিনি আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে সব বাঁধা অতিক্রম করে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা যায়। একইভাবে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন কীভাবে কারো কাছে মাথা নত না করে আত্মমর্যাদার সাথে বিশ্বে সম্মানের আসনে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালি জাতিকে প্রতিষ্ঠা করা যায়।"

হাইকমিশনার ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের উদ্দেশে বলেন, "বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। তাঁর মহান নীতি ও আদর্শে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণীত ও গড়ে তুলতে হবে।" তিনি ব্রিটিশ-বাংলাদেশি শিশু-কিশোরদের বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধে এবং বাঙালির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে উজ্জীবিত করে গড়ে তোলার জন্য প্রবাসি বাংলাদেশি মা-বাবাদের প্রতি আহ্বান জানান।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ তাঁর বক্তব্যে ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটিশ-বাংলাদেশিদের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে বলেন, "আজো তাঁরা একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত রয়েছেন।"

আলোচনা অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহ এনামুল হক ও টাওয়ার হ্যামলেটস-এর স্পীকার শফি আহমেদ বঙ্গবন্ধুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে ড. গওহর রিজভী ও হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বাংলাদেশ হাইকমিশন, লন্ডনের উদ্যোগে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের আইরিশ, স্কটিশ ও ওয়েলস ভাষায় অনুবাদের একটি বিশেষ প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করেন এবং লন্ডন মিশন আয়োজিত "বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ" বিষয়ক বিশেষ চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ী শিশু-কিশোরদের সার্টিফিকেট প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধুর ওপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। এদিনের বিশেষ আকর্ষণ ছিলো বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করে মিশনের কর্মকর্তা, ব্রিটিশ-বাংলাদেশী বিশিষ্ট শিল্পী ও শিশু-কিশোরদের একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক ও ব্রিটিশ-বাংলাদেশী সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে হাইকমিশনার মিশনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু করেন। এ উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর দেয়া বাণী পাঠ করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী সকল শহীদদের জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের শান্তি ও অব্যাহত অগ্রগতির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।

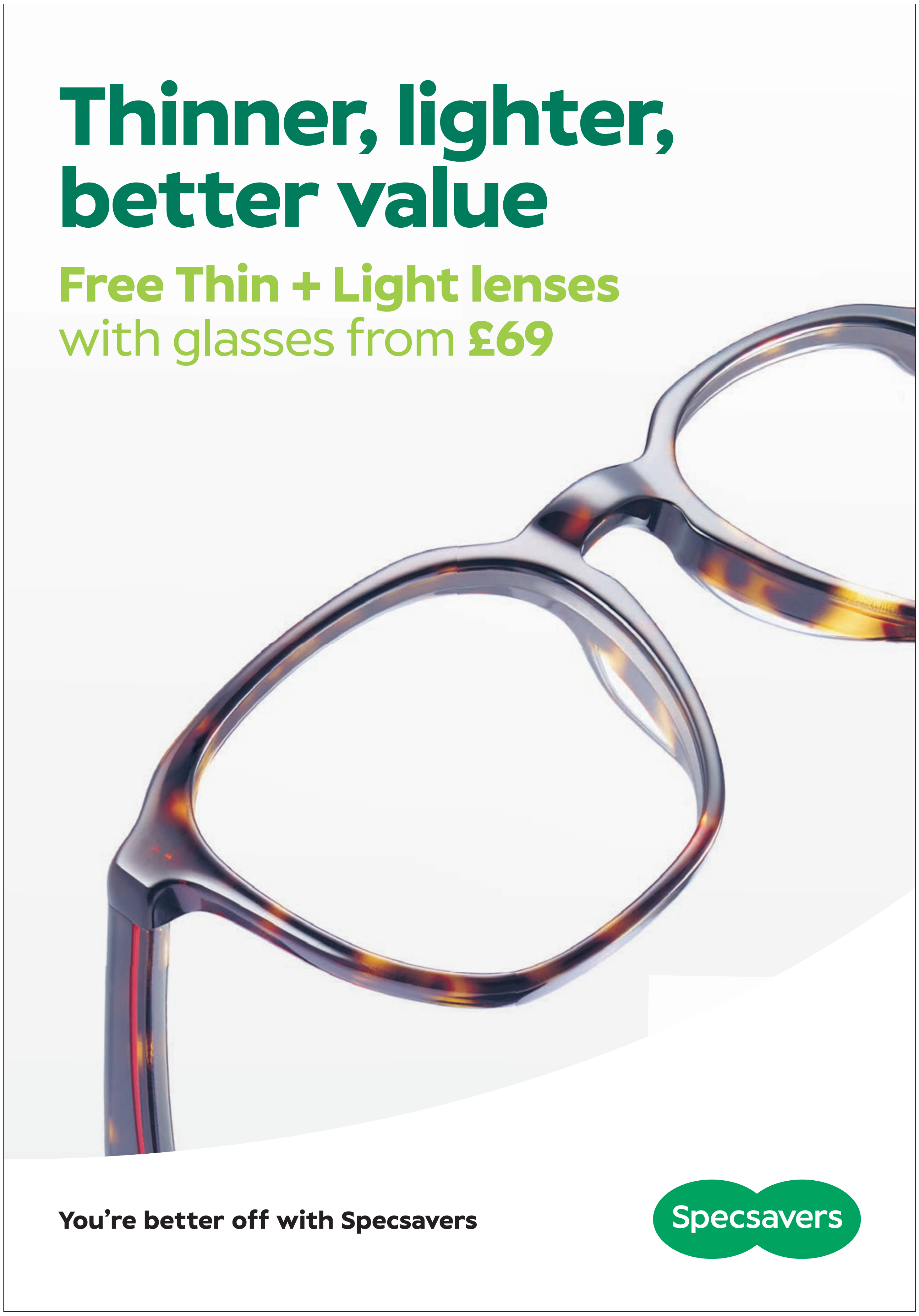

Cannot be combined or used with any other offers. Single-vision lenses, UltraClear SuperClean and scratch-resistant treatment included. Additional charge – Extra Options. Subject to suitability. Excludes Rimless.

# নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির মতবিনিময়

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আলোচনা ও ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার, ২০ মার্চ ২০২৩, ওল্ডহামের একটি রেস্টুরেন্টে এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাজি জিয়াউল হাসান, বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার, ম্যানচেস্টার, ইউকে। পৃথক দুটি পর্বের এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন এর সভাপতি শেখ সুরত মিয়া এবং সভা পরিচালনা করেন ৭১ নিউজের সম্পাদক সৈয়দ সাদেক আহমদ।

লন্ডন থেকে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির পক্ষে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি আনসার আহমদ উল্লাহ, সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান, ২৬ শে টেলিভিশনের সিইও জামাল খান ও এসিসটেন্ট সেক্রেটারী আমিনুল হক ওয়েছ।

এ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে সহকারী হাইকমিশনার কাজি জিয়াউল হাসান বলেন বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, এবং মুক্তিযুদ্ধ এ তিনটি বিষয় সার্বজনীন। এ বিষয়গুলো নিয়ে বির্তকের কোন অবকাশ নেই। মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির সবচেয়ে গৌরবময় ঘটনা। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। এ দর্পণে আমাদের সমাজটাকে, দেশটাকে সুন্দরভাবে দেখতে হবে। এরজন্য বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রেরণের মাধ্যমে সাংবাদিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

বিলেতে প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সংগঠনকে স্বীকৃতির ব্যাপারে সাংবাদিক আনসার আহমদ উল্লাহ এর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সরকার এব্যাপারে খুবই আন্তরিক। বিলেতে প্রবাসী মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ও সংগঠন নিয়ে নিরপেক্ষ স্টোরি তৈরী করে প্রচার করার জন্য তিনি সাংবাদিকদের আহ্বান জানান। এতে করে আমাদের কাজও অধিকতর সহজ হবে।

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন এবং ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির উদ্যোগে ম্যানচেস্টারে যেকোন জনহিতকর কাজে বাংলাদেশ হাইকমিশন ম্যানচেস্টার সহযোগী হতে চায়। আপনারা উদ্যোগ নিন হাইকমিশন ভূমিকা রাখবে। জামাল খান তখন তার বক্তব্যে ম্যানচেস্টারে ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির একটি প্রীতি ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিলে সহকারী হাইকমিশনার কাজি জিয়াউল হাসান সমর্থন করে বলেন এ খেলাটি সম্পন্ন করতে ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ সহ যাবতীয় সহযোগীতা অব্যাহত থাকবে।

পরে এদুটি সাংবাদিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দের প্রীতি বৈঠকে নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ সুরত মিয়া, সৈয়দ সাদেক, আমিনুল হক ওয়েছে ও জামাল খান সহ অন্যান্যরা আলোচনায় অংশ নেন। ইউকে বাংলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি মুহাম্মদ শাহেদ রাহমান এ সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান এ সংগঠন বাংলাদেশে সাংবাদিক পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি ২০২২ এবং ২০২৩ ইং ইতিমধ্যে প্রদান করেছে। সাংবাদিকদের কাজের স্বীকৃতি এ সম্মান জানাতে ইউকে বিআর ইউ মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড এবং বেস্ট রিপোর্টার অব দ্যা ইয়ার শুরু করেছে। রিপোর্টার্সদের জন্য প্রশিক্ষণ, খেলাধুলা, ব্যাডমিন্টন টুনামেন্টের আয়োজন এবং বিনোদন ট্যুর নিয়মিত হচ্ছে। মানবিক কাজে নিয়মিত সাধ্যমত হাত বাড়াচ্ছে।

এ বৈঠকে সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রেরণের পাশাপাশি, কমিউনিটির উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আলোচনা সভায় অন্যান্যদের আরো বক্তব্য রাখেন - কাউন্সিলার হাসান খান, আহমদ হোসেন হেলাল, সৈয়দ মাহমুদুর রহমান, রুহুল আমিন রুহেল, রুহুল আমিন চৌধুরী মামুন, মদরিস আলী, শাহ সোহেল আহমদ, রুপচাঁদ দাশ রুপক, সৈয়দ রাসেল, মোশাহীদ আলী,আসক আলী, মুজিবুর রহমান, আব্দুল হক, সাব্বির চৌধুরী ও সমসের উদ্দিন প্রমুখ।

# বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখার মাহে রমজানের তাৎপর্য ও করণীয় শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

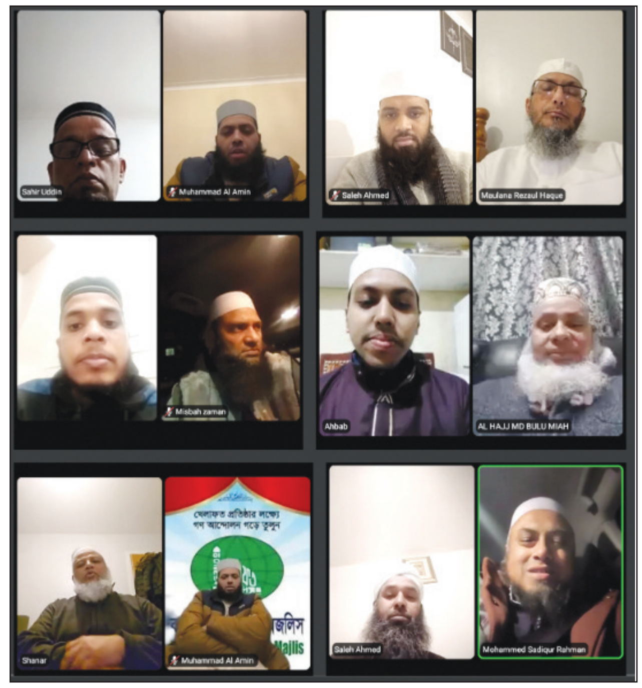


মাহে রমজানের তাৎপর্য ও করণীয় শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা। গতকাল ২০ মার্চ সোমবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও যুক্তরাজ্য শাখার সভাপতি শায়খুল হাদীস প্রিন্সিপাল মাওলানা রেজাউল হকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুফতি ছালেহ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় সংগঠনের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীল ও জনশক্তিরা অংশ গ্রহণ করেন। সভায় কোরআন নাজিলের মাস মাহে রমজানে কোরআন শিক্ষার গুরুত্ব ও তিলাওয়াত এর ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করেন সংগঠনের যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি ও ব্রাডফোর্ড শাখার সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুস সালাম। মাহে রমজানে আমাদের করণীয় ও বর্জনীয় উপর আলোচনা পেশ করেন যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি হাফিজ মাওলানা শায়খ ছালেহ আহমদ। সভায় বক্তব্য রাখেন ও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহসভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান, সহ সাধারণ সম্পাদক ও লীডস শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা সাদিকুর রহমান, যুক্তরাজ্য শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মিছবাহুজ্জামান হেলালী, প্রচার সম্পাদক ও লন্ডন মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আল আমিন, নির্বাহী পরিষদ সদস্য মাওলানা বুরহান উদ্দিন,মিডল্যান্ড শাখার সভাপতি হাফিজ মনসুর রাজা, লন্ডন মহানগর শাখার সহসভাপতি হাফিজ শহীর উদ্দিন, লীডস শাখার মাওলানা মারুফ আহমদ, মাওলানা আব্দুর রহমান, মিডল্যান্ড শাখার হাফিজ মাওলানা মুশফিকুর রহমান মামুন, মাওলানা মাহবুবুর আলম, মাওলানা আহবাবুর রহমান, লন্ডন মহানগর শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ বুলু মিয়া, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ, মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, কেমব্রিজ শাখার মুহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান, প্রমুখ।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের মহিমান্বিত মাস মাহে রমজানের প্রতিটি মূহুর্ত কে ইবাদত বন্দেগীর মধ্যে কাজে লাগাতে হবে।সকল প্রকার গুনাহ এর কাজ পরিহার করে সব সময় নেক কাজের মাঝে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখার চেষ্টা করতে হবে। সিয়াম সাধনা ও ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজেকে তাকওয়া ওয়ালা মুত্তাকি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

# বিশ্বনাথ রামপাশা ইউনিয়ন সমিতি ইউকের অভিষেক অনুষ্টিত

সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার রামপাশা ইউনিয়ন সমিতির ইউকের নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার(২০,০৩,২০১৩)সন্ধ্যা ৭ টার সময় লন্ডন শহরের হোয়াইচ্যাপলের একটি রেস্টুরেন্টে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে সফরত রামপাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এডভোকেট মোহাম্মদ আলমগীর। নবগঠিত রামপাশা ইউনিয়ন সমিতির ইউকের চেয়ারম্যান এস আই খাঁনের সভাপতিত্ব ও সাবেক কাউন্সিলার এবং সংগঠনের সেক্রেটারী কবি শাহ সোহেল আমিনের পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার তারেক খাঁন, ব্যারিস্টার ইমরান চৌধুরী,মুমিনুল ইসলাম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস সুবহান,মোহাম্দ আলী,সংগঠনের সহ-সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান,জামাল উদ্দিন,বাবুল আহমদ, আব্দুস সুবহান ফারুক।সভায় যুক্তরাজ্যে সফরত রামপাশা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এডভোকেট মোহাম্মদ আলমগীরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। সভায় বক্তারা সংগঠনের বিভিন্ন পরিকল্পনা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন এবং আগামি দিনে এলাকার সমস্যায় কাজ করার জন্য সকলকে এগিয়ে আসার আহবান জানান।

# টাওয়ার হ্যামলেটস জমিয়তের অভিষেক ও রমজানের গুরুত্ব শীর্ষক আলোচনা সভা

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার উদ্যোগে গত ১৯ মার্চ রবিবার পূর্ব লন্ডনের এশা'আতুল ইসলাম ফোর্ডস্কয়ার মিলনায়তনে রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা ও অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়।

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সভাপতি হাফিজ মাওলানা ইলিয়াছ এর সভাপতিত্বে ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে টাওয়ার হ্যামলেটস শাখার সেক্রেটারী মাওলানা নাজমুল হাসান এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথির আলোচনা পেশ করেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সভাপতি মাওলানা শুয়াইব আহমদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সিনিয়র সহ সভাপতি মুফতি আবদুল মুনতাকিম, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার শাফী আহমদ, মাজাহিরুল উলুম লন্ডনের প্রিন্সিপাল শায়েখ মাওলানা ইমদাদুর রহমান আল মাদানী, ইউকে জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, লন্ডন মহানগর জমিয়তের সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ।

ইউকে জমিয়তের তাফসিরুল কুরআন বিষয়ক সম্পাদক হাফিজ মাওলানা মোশতাক আহমদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়।

আলোচনা সভা ও অভিষেক অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্যে রাখেন কাউন্সিলার মোহাম্মদ চৌধুরী, সিলেটের কানাইঘাট থানা জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা আলীম উদ্দিন, কুলাউড়া থানা জমিয়তের সাবেক অর্থ সম্পাদক মাওলানা কামাল উদ্দিন।

ইউকে জমিয়তের বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীল দের মধ্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইউকে জমিয়তের যুব বিষয়ক সম্পাদক মুফতি সৈয়দ রিয়াজ আহমদ, নিউহ্যাম জমিয়তের সভাপতি হাফিজ জিয়া উদ্দিন, হ্যাকনী জমিয়তের সেক্রেটারি হাফিজ মাওলানা রশিদ আহমদ,ওয়েস্ট লন্ডন জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা শামছুল ইসলাম, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকের উপদেষ্টা আলহাজ্ব খালিস মিয়া, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউকে হেকনী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ আহমেদ, ইউকে জমিয়তের সদস্য সাদেক আহমদ, তাওহীদ আহমদ,

টাওয়ার হামলেটস জমিয়তের সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারী হাফেজ মাওলানা সৈয়দ ফাহিম উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা তারেক চৌধুর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মামুন হুসাইন,সদস্য রফিক আহমেদ প্রমুখ।

আলোচনায় বক্তারা বলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির অন্যতম ও অপরিহার্য মাধ্যমই হচ্ছে সিয়াম সাধনা। মূলত রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির মহান বারতা নিয়ে প্রতি বছরই আমাদের মাঝে ফিরে আসে পবিত্র মাহে রমজান।

Produced in partnership with UK Government
যুক্তরাজ্য সরকারের সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে সম্পাদিত

# প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে

## জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করতে ৪০টির বেশি স্কীম রয়েছে আপনার সাহায্যার্থে

জীবনযাত্রার ব্যয় ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির কারণে আমাদের অনেকেই নিজেদের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন রয়েছেন এবং কীভাবে তারা ইউটিলিটি, জ্বালানি এবং খাবারের ব্যয় বহন করবেন তা অনিশ্চিত।
আমাদের পাঠকরা নিশ্চিত হতে পারেন যে, যুক্তরাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তা রয়েছে। সহায়তা পাওয়ার মত উপযোগী হলে আমাদের জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম আছে, এগুলোর মধ্যে রয়েছে এনার্জি বিল, চাইল্ডকেয়ার, এছাড়াও রয়েছে সাধারণ হাউজহোল্ড বিল। আপনি কোনটি পাওয়ার যোগ্য তা জানতে ভিজিট করুন **gov.uk/helpforhouseholds**

## এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম

এই শীতে এনার্জি বিলের জন্য সহায়তা রয়েছে। প্রতিটি পরিবার তাদের বিলের জন্য ৪০০ পাউন্ড পাবে। এই অটোমেটিক, অফেরতযোগ্য ডিসকাউন্টটি শীতকালে পরিবারগুলোকে সাহায্য করার জন্য অক্টোবর ২০২২ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত ছয়টি কিস্তিতে দেয়া হচ্ছে। আপনার যদি ট্রাডিশনাল প্রিপেমেন্ট মিটার হয়ে থাকে, তাহলে আপনি প্রতি মাসে সরবরাহকারীদের কাছ থেকে ডিসকাউন্ট ভাউচার পাবেন এবং আপনার সরবরাহকারীর নির্দেশ অনুসারে পোস্ট অফিস শাখায় বা পেপয়েন্ট শপে এ ভাউচারগুলো রিডিম করা যাবে।

## স্কাম সতর্কতা

আপনাকে এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীমের জন্য আবেদন করার দরকার নেই এবং এর জন্য কখনই আপনার ব্যাংক একাউন্টের তথ্য চাওয়া হবে না। gov.uk/helpforhouseholds-এ ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

## চাইল্ডকেয়ার

আপনি প্রত্যেক শিশুর জন্যে বছরে ২০০০ পাউন্ড পর্যন্ত ট্যাক্স-ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন (বা ৪০০০ পাউন্ড যদি ডিসএবল্ড চাইল্ড হয়) অথবা ইউনিভার্সেল ক্রেডিটের সাথে আপনার চাইল্ডকেয়ার খরচের ৮৫% পর্যন্ত সহায়তা পেতে পারেন, সেইসাথে ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী কর্মজীবী পরিবার হলে ৩ এবং ৪ বছর বয়সীদের জন্য ৩০ ঘন্টা ফ্রি চাইল্ডকেয়ার সাপোর্ট পেতে পারেন। যোগ্যতার মানদণ্ড বা এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া প্রযোগ্য। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে আরও জেনে নিন।

## সহায়ক বিল

অনেক প্রোভাইডার নির্দিষ্ট কিছু বেনিফিট গ্রহণকারীদের স্বল্পমূল্যের ব্রডব্যান্ড এবং মোবাইল ডিল অফার করছে। যারা বিল পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছেন তাদের জন্য ওয়াটার কোম্পানীগুলো হার্ডশিপ স্কীমের অফার দিচ্ছে। এবং সরকারী অনুদানপ্রাপ্ত 'পারিবারিক সহায়তা তহবিল' বা 'হাউজহোল্ড সাপোর্ট ফান্ড' অত্যাবশ্যক খরচের জন্য সহায়ক হতে পারে - আরও জানতে আপনার স্থানীয় কাউন্সিলের সাথে কথা বলুন। অথবা ভিজিট করুন - www.gov.uk/helpforhouseholds

*কে এম আবু তাহের চৌধুরী*

বাংলা পোস্ট-এর পক্ষ থেকে ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটির একজন সুপরিচিত ও সম্মানিত কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং কানেক্টিং কমিউনিটিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ করা হয়। জনাব চৌধুরী ইস্ট লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল এলাকায় বসবাস করেন। জনাব চৌধুরী বলেন, "জনসাধারণ যখন বর্ধিত বিল পরিশোধ নিয়ে খুব চিন্তিত তখন সরকারের তরফ থেকে এনার্জি বিলের জন্য এই সহায়তা প্রশংসনীয়। আমাদের সকলের জানা দরকার যে, সরকার প্রদত্ত এই সহায়তা সবাই পেতে পারে। এই ক্ষেত্রে, শুধুমাত্র ইউনিভার্সেল ক্রেডিটভুক্ত লোকেরাই নয়, যে কোনও পেশার লোকেরা এই সহায়তা পাবেন।"

UK Government

**প্রতিটি পরিবারের জন্য এখন সাপোর্টের ব্যবস্থা রয়েছে। জীবনযাত্রার খরচে সাহায্য করার জন্য ৪০টিও বেশি স্কীম রয়েছে। gov.uk/helpforhouseholds - ভিজিট করে কোনটির জন্য আপনি যোগ্য তা জেনে নিন।**

*মিস্টার এন্ড মিসেস নোমান*

বাংলা পোস্টের পক্ষ থেকে পূর্ব লন্ডনের মেনর পার্ক এলাকার মি. এবং মিসেস নোমানের সাথেও যোগাযোগ করা হয়। মি. এবং মিসেস নোমান বলেন, "আমরা পূর্ব লন্ডনে একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্বত্ত্বাধিকারী। তাই, আমরা ইউনিভার্সেল ক্রেডিট পাওয়ার যোগ্যতা রাখি না। আমাদের উপার্জনের অর্থ দিয়ে আমাদের পরিবারের সকল খরচ মেটাতে হয়। এই স্বল্প আয় থেকে আমাদের জন্য অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা কঠিন ছিল।
এনার্জি সাপোর্ট চালু করাটা অবশ্যই একটি মহতি উদ্যোগ। এনার্জি বিল সাপোর্ট স্কীম থেকে আমরা অক্টোবর ও নভেম্বরে ৬৬ পাউন্ড এবং ডিসেম্বরে ৬৭ পাউন্ড পেয়েছি। যুক্তরাজ্য সরকারের এই উদ্যোগে আমরা এখন সত্যিই স্বস্তি পেয়েছি।"

# HELP IS AVAILABLE NOW FOR EVERY HOUSEHOLD

There are over 40 schemes available to help you tackle the costs of living.

Find out more gov.uk/HelpForHouseholds

Help for Households

বাংলা পোস্ট

**Bangla Post**
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
**Tel: News - 0203 674 7112**
**Sales - 0203 633 2545**
Email: info@banglapost.co.uk
**Web: www.banglapost.co.uk**

**Honorary Chairman**
Sheikh Md. Mofizur Rahman
**Founder & Managing Director**
Taz Choudhury
**Marketing Director**
Sayantan Das Adhikari

**Board of Director**
Kamruz Zaman Shuheb

**Advisers**
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

**Editor in Chief**
Taz Choudhury
**Editor**
Barrister Tareq Chowdhury
**News Editor**
Hasan Muhammad Mahadi
**Head of Production**
Shaleh Ahmed
**Sub Editor**
Md Joynal Abedin
**Marketing Manager**
Mahfuzur Choudhury

**Sylhet Bureau Chief**
Hasanul Hoque Uzzal
**Birmingham**
H M Ashraf Ahmed

**Sylhet Office**
Abdul Aziz Zafran
**Dhaka Office**
Md Zakir Hossen

# স্বাগতম মাহে রমজান : আসুন অসহায়দের প্রতি সহানুভূতিশীল হই

স্বাগতম মাহে রমজান. বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি এবং জীবন যাত্রার ব্যায় বৃদ্ধির কালে পবিত্র রমজান সমাগত। রহমাত, বরকত ও মাগফিরাতের মাস রমজানুল মোবারক ফিরে এসেছে। এ মাস সিয়াম সাধনার। আত্মসংযমের। ধৈর্য, ত্যাগ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা অর্জনের। মানবিক গুণাবলী অনুশীলনের। এ জন্য এ মাস অতি পবিত্র। মুসলিম জাতির জন্য তো বটেই অন্যান্য জাতির নিকটও এ মাসটি অতি পবিত্র, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এ মাসে মানব জাতিকে সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্য যেমন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাজিল হয়েছে, তেমনি অন্যান্য আসমানী কিতাবও নাজিল হয়েছে এ পবিত্র মাসেই। এ মাসের মধ্যে অবস্থিত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম কুরআনের নুজুল, তেমনি হযরত ইব্রাহীমের ছহিফা এ মাসের প্রথম কিংবা তৃতীয় তারিখে অবতীর্ণ হয়। অষ্টাদশ কিংবা দ্বাদশ তারিখে জবুর প্রাপ্ত হন হযরত দাউদ (আ.) ৬ষ্ঠ দিবসে তৌরাত পান হযরত মুসা (আ.)। দ্বাদশ কিংবা ত্রোয়দশ তারিখে ইঞ্জিল প্রাপ্ত হন হযরত ঈসা (আ.)। এরূপ সব আসমানী কিতাব এ মাসে নাজিল হওয়ায় সব জাতির নিকট এ মাস যেমন পবিত্র, তেমনি এর পবিত্রতা রক্ষার জন্য যত্নবান হওয়া উচিত প্রত্যেককেই। পবিত্রতা বা সম্মান রক্ষার অর্থ যার ওপর রোজা রাখা ফরজ তার রোজা রাখা, অধীনস্ত অন্যান্যের রোজা রাখানো। সব রকমের অন্যায়, অশ্লীলতা, বেলেল্লাপনা, নোংরামী, চরিত্রবিধ্বংসী ও নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকা ও অন্যান্যেরও বিরত রাখার চেষ্টা করা, রাস্তা-ঘাটে প্রকাশ্য দিবালোকে ধূমপানসহ সর্বপ্রকার পানাহার বন্ধ রাখা। ঝগড়া-ঝাটি, ফ্যাসাদ, কলহ-কোন্দল এড়িয়ে থাকা এবং তা যাতে সৃষ্টি হতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো। সব ব্যাপারে সংযমশীলতার পরিচয় দেয়া। কুরআন তিলাওয়াত, চরিত্র গঠনমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান, ইবাদত-বন্দেগি ইত্যাদির মাধ্যমে মুত্তাকী হওয়ার জন্য সৎ ও ভালো হওয়ার সাধনায় ব্রতী হওয়াই এ মাসের দাবি। যত্নের সাথে দীর্ঘ একটি মাস যদি গোটা জাতি এই সাধনায় আত্মনিয়োগ করে তবে তার মনমানসিকতার পরিবর্তন সম্ভব। রমজানের উদ্দেশ্য যাতে সফল হয়, এ জন্য সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা চালানো উচিত প্রতিটি লোকের। বিশেষ করে, সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এ ব্যাপারে পালন করা উচিত বিশেষ ভূমিকা। কারণ, আমাদের আর্থিক অভাব, অনটন আছে একথা সত্য, কিন্তু আজকে সবচেয়ে বড় অভাব হচ্ছে সততার, ন্যায়নিষ্ঠার, দায়িত্ববোধের, সৎ চরিত্রের, যার অভাবে একটা জাতি কখনও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না, আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। আমাদের জনগণ, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় সকলেই রমজানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এজন্য চেষ্টাও চালায়। কিন্তু একশ্রেণির অসৎ অতিলোভী ব্যবসায়ী, কিছু দায়িত্বহীন উচ্ছৃংখল, বখাটে যুবক এর পবিত্রতা বিনষ্টের জন্য যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তৎপর হয়। এ ধরনের হীন মানসিকতাসম্পন্ন ব্যবসায়ীদের কথা অবশ্য আলাদা।

# সৌদি আরব ও ইরানের পুনর্মিলনে অস্বস্তিতে যুক্তরাষ্ট্র

**একেএম শামসুদ্দিন**

১০ মার্চ সৌদি আরব ও ইরান আবারও কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করার ঘোষণায় নড়েচড়ে বসেছে পুরো বিশ্ব। ২০১৬ সালে, সৌদি আরবে শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু শেখ নিমর আল নিমরের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পর এ দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। একপর্যায়ে তেহরানে সৌদি আরবের দূতাবাসে হামলা চালায় ইরানিরা। অতঃপর এ ঘটনায় নিজেদের মধ্যে সৃষ্ট ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে এরা পুনর্মিলিত হলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের ভেতর অস্বস্তি শুরু হয়। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের এ অস্বস্তির অন্য একটি কারণও আছে। এ দুটি দেশের ভেতর সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে চীনের মধ্যস্থতা করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরও বেশি অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম ধর্মের মূল দুটি শাখার অনুসারী ইরান, শিয়া মুসলিম বিশ্ব এবং অপরদিকে সৌদি আরব সুন্নি মুসলিম বিশ্বাসের অনুসারী। ধর্মীয় এ বিভাজনকে কাজে লাগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব ও ইরানকে পারস্পরিক শত্রুভাবাপন্ন সম্পর্কের দোরগোড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়ে এতদিন যে ফায়দা লুটে আসছিল, তা বুঝি এবার বাধার মুখে পড়ল। সৌদি আরব ও ইরানের এ সম্পর্ক স্থাপনে চীনের যুক্ত থাকার বিষয়টি ওয়াশিংটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করে। বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে চীন যে ভূমিকা রেখেছে, তা প্রশংসার দাবিও রাখে বটে। অপরদিকে ইরান প্রশ্নে এ মধ্যস্থতা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো হলো কিনা, তা পরিষ্কার নয়। যুক্তরাষ্ট্রের অস্বস্তির দিকটি হলো, ইরানের সঙ্গে সৌদি আরবের এ সম্পর্ক এমন সময় পুনঃস্থাপিত হলো, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা মিত্ররা দেশটির ওপর চাপ বাড়াচ্ছিল। ইরান এখন ভাবতে পারবে, তাদের একঘরে করে দেওয়ার চেষ্টা থেকে ইরান এখন বেরিয়ে যেতে পারবে। ভবিষ্যতে বড় শক্তিধর দেশকে তাদের পাশে পাবে। ওদিকে ইরান-সৌদি আরবের এক হওয়ার বিষয়টি নিয়ে ইসরাইলে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতাও।

এজন্য ইসরাইলের বিরোধী দল ও বেশ কয়েকজন সাবেক প্রধানমন্ত্রী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে দোষারোপ করছেন। তারা বলছেন, নেতানিয়াহু ইসরাইলের স্বার্থরক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সৌদি আরব ও ইরান যখন চীনের মধ্যস্থতায় পুনরায় কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে কাজ করে যাচ্ছিল, তখন নিজে স্বার্থ হাসিলের জন্য বিচার বিভাগ সংস্কার নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। ইসরাইলের রাজনৈতিক মহলে এতই অস্থিরতা দেখা দিয়েছে যে, তারা ইরান ও সৌদির এ পুনর্মিলনকে সহজে মেনে নিতে পারছে না। বিরোধী নেতারা আরও বলেছে, ইসরাইলের বর্তমান সরকার কূটনৈতিক ইস্যুগুলোকে গুরুত্ব না দিয়ে অবহেলা করে আসছিল। ইরান ও সৌদি আরবের এক হওয়ার বিষয়টি ইসরাইলের পররাষ্ট্রনীতির জন্য শোচনীয় ও ঝুঁকিপূর্ণ পরাজয়। তবে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতনিয়াহু এ বিষয়টি নিয়ে পালটা দায় চাপিয়েছেন তার পূর্বতন সরকারের ওপর। তিনি অভিযোগ করেছেন, এক বছর আগে যখন রিয়াদ ও তেহরান আলোচনা শুরু করেছিল, তখন সেটি ঠেকাতে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন তারা। কীভাবে তাদের ক্ষমতায় থাকাকালীন এ বিষয়টি এগোলো। নেতানিয়াহু পশ্চিমা বিশ্বকেও এজন্য দায়ী করেছেন। তিনি বলেছেন, তৎকালীন ইসরাইল সরকার ও পশ্চিমাদের দুর্বলতার কারণে ইরানের স্বীকৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে। সৌদি আরব ও ইরানের পুনরায় সম্পর্ক স্থাপন ইসরাইলের জন্য একরকম ভয়াবহ বিষয়। এটি ইরানের জন্য একটি বিরাট বিজয়। ইসরাইল যে এতদিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় ইরানের বিরুদ্ধে জোট গঠনের গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা করে আসছিল, মধ্যপ্রাচ্যের এ রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ইসরাইলের ওপর নিঃসন্দেহে একটি বড় আঘাত।

ইরানের প্রতি বিদ্বেষভাব শুধু ইসরাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ইহুদি মানেই তিনি যে দেশেরই নাগরিক হন না কেন, ইরানের যে কোনো বিষয়, তাদের কাছে স্পর্শকাতর বিষয় দাঁড়ায়। এ ব্যাপারে আমি আমার নিজের একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বেশ কয়েক বছর আগে, ২০১১-২০১২ সালে আমি একটি উচ্চপর্যায়ের সামরিক প্রশিক্ষণের অংশ হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের পেনসেলভেনিয়ায় অবস্থিত আর্মি ওয়ার কলেজ কর্তৃক আয়োজিত সেমিনারে অংশগ্রহণ করি। সেমিনারে বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরাও ছিলেন। এর মধ্যে আমি ছাড়াও নাইজেরিয়া, মালে ও সৌদি আরবের ঊর্ধ্বতন মুসলিম সামরিক কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে যখন আলোচনা হচ্ছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের এক কর্নেল পদবির কর্মকর্তা ক্ষিপ্তভাবে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে সরাসরি মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে অভিযোগ করেন, মিথ্যা তথ্য ও গল্প বলে তাদের ইরাক আক্রমণে বাধ্য করে। এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সে তার প্রিয়তমা স্ত্রীকে হারিয়েছেন। মিথ্যা তথ্যের ওপর ভর করে ইরাকের ওপর ওই অমানবিক যুদ্ধে অংশ নেওয়ায় তার স্ত্রী তাকে ডিভোর্স দিয়ে চলে গেছেন। কর্মকর্তাটি বুশকে একজন ঠকবাজ, মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চক বলতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এরপর আলোচনার ফ্লোর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য আরেক কর্মকর্তা আলোচনা শুরু করেন। তিনি অবশ্য ইহুদি ধর্মের বিশ্বাসী ব্যক্তি। তিনি ফ্লোর নিয়েই ইরানের বিরুদ্ধে বক্তব্য দিতে শুরু করেন। সব পশ্চিমা বিশ্ব তখন ইরানের নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট নিয়ে সোচ্চার। কর্মকর্তাটি বলেন, ইরানকে যদি এক্ষুনি না থামানো যায়, তাহলে তা মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তি ডেকে আনবে। তার বিশ্বাস, ইরান নাকি ইতোমধ্যে পারমাণবিক বোমার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে; যা ইসরাইলের জন্য শুধু হুমকি নয়, বিশ্বের জন্য বিপজ্জনকও বটে। সুতরাং আর দেরি নয়, ইরানের ওপরও ইরাকের মতো ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ইহুদি কর্মকর্তার বক্তব্য শেষ হতেই ফ্লোর নিয়ে সেদিন ওই কর্মকর্তার উদ্দেশে বলেছিলাম, 'তুমি ইরান সম্পর্কে যে তথ্য উপস্থাপন করেছো, তার ভিত্তি কী? তুমি কি মনে করো, তোমরা যা বলো তা বাদ বাকি বিশ্ব, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের মানুষ বিশ্বাস করে? ইরাকে আক্রমণের আগেও কিন্তু তোমাদের তৎকালীন পররাষ্ট্র সেক্রেটারি জেনারেল কলিন পাওয়েল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দিয়ে বলেছিলেন, ইরাকে নাকি ব্যাপক 'ওয়াপন অব মাস ডেস্ট্রাকশন'-এর অস্তিত্ব আছে। তোমাদের স্যাটেলাইটে গৃহীত ফটোগ্রাফেও নাকি স্পষ্ট দেখা গেছে, এরূপ ডাহা মিথ্যা কথা বলে ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে লাখ লাখ মানুষ তোমরা হত্যা করেছো; দেশটিকে করেছো সম্পূর্ণ ধ্বংস। এ কথা কেবল তৃতীয় বিশ্বের মানুষই বলে না, কিছুক্ষণ আগে তোমাদেরই একজন কর্মকর্তা মিথ্যা তথ্যের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তোমাদের সাবেক প্রেসিডেন্টকে দোষারোপ করে গেলেন।' আমার এ বক্তব্যকে সাপোর্ট করে সেদিন নাইজেরিয়া ও মালের কর্মকর্তারও বক্তব্য রেখেছিলেন।

মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঐক্য স্থাপন হোক, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল শুধু নয়, অধিকাংশ পশ্চিমা দেশও চায় না। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল অনেক আগে থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে সম্পর্কের ফাটল ধরিয়ে রেখেছে। তাতে ইসরাইল যেমন নিজেদের নিরাপদ ভাবে, তেমনই অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি সরবরাহ করে বিপুল অঙ্কের ব্যবসা করছে যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের তেলের সুবিধা তো তারা ভোগ করে আসছে অনেক আগে থেকেই। মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ে সাধারণত যুক্তরাষ্ট্র ও সৌদি আরব একই ধরনের বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করে থাকে। তবে বর্তমান পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যেমন টানাপোড়েন দেখা দিয়েছে, অপরদিকে চীনের সঙ্গে দেশটির সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের এ টানাপোড়েনের অন্য আরেকটি কারণও আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ লাগার পর তেল উৎপাদন ও মূল্য নিয়ে সৌদি আরবের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাবের পরিবর্তনও এর জন্য দায়ী। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে সুরে হুমকি দিয়েছে, সৌদি আরব তা সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্রের এহেন আচরণও সৌদি আরবকে চীনের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য অনেকাংশে দায়ী। অপরদিকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চীন তাদের সঙ্গে ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের ক্রমেই বাড়তে থাকা ভূমিকাকে হুমকি হিসাবে দেখছেন। মার্কিন নীতিনির্ধারকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তাদের দুশ্চিন্তার বিষয় হলো, তাদেরই চোখের সামনে, কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক সহযোগীদের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়ে, যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকাকে দিনদিন ছোট করে দিয়ে, চীন শান্তির দূত হিসাবে অবতীর্ণ হচ্ছে।

এ বিষয়ে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন, 'চীনের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা এ অঞ্চলের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সহাবস্থান নিশ্চিত করবে এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি ও পারস্পরিক উন্নয়ন ঘটাবে। তবে সৌদি আরব ও ইরানের এ নতুন সম্পর্কোন্নয়নে যে অস্বস্তিতে পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল; তা কাটিয়ে উঠতে তারা কী পদক্ষেপ নেয়, তা এখন দেখার বিষয়।

# SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM MADRASAH & ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

This Project is run by our charity which is regulated by the People's Republic of Bangladesh NGO Affairs Bureau, (Registration Number 3052).
The Orphanage is registered and regulated by the Ministry of Social Welfare People's Republic of Bangladesh (Registration Number 1117/10).

# RAMADAN 2023

# LIVE FUNDRAISING APPEAL

## 1st, 5th, 17th & 25th Ramadan

বিকাল ৫:৩০টা থেকে ফজর পর্যন্ত From 5.30PM till Fajr

**জরুরী সাহায্যের আবেদন**

ntv

## on NTV Sky 780

**Studio Hotline** 0203 515 5838

**Donation Hotline** 0208 090 1224

**Donation Number: 0798 335 7324**

## You can participate:

**SEHRI AND IFTAR**
1day: £1 per person
30 days £30 per person
1day for 2000 person: £2000
30 day £60,000 for 2000 person

**HAFIZ SPONSOR**
1year £250, 3years £750
Per **STUDENT** annual cost £ 250

**MEAL** for 1 student per month £30
**1 COW** £500, **1 GOAT** £100

**FIDYA £150pp FITRAH £5**

1 Set CLOTHES for Orphan £20
1set KITAB £100

Your donations and support can bring smiles to the faces of these helpless poor orphan students at Shahbag orphanage

**www.shahbagjamia.com**

UK Charity No. 1126168

## SUPPORT PROJECT TO GENERATE PERMANENT INCOME FOR ORPHANAGE

Catel Farm £300,000
1 Cow £500, 1 Goat £100
Build 20 Shops £3000 per shop

**UK Bank Details:**
Shahbagh Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

**Donate Generously Lillah Zakat, Sadaqah, Fidya Fitra & Mannat**
এছাড়াও লিল্লাহ, জাকাত, সাদাক্বাহ, ফিদিয়া ও মান্নত সাধ্য মোতাবেক দান করতে পারেন।
**You can donate monthly by Direct Debt**

**For further information please contact:**
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com

MBWF MUHAMMAD BILAL WELFARE FOUNDATION
LIA Relief Trust
Peoples Needs

# ‘একজন মিছবাহ জামাল ও তার মিডিয়া জীবন’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন ও প্রকাশনা অনুষ্ঠিত

গত ১৩ মার্চ ২০২৩ সন্ধ্যা ৬টায়, পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় পামট্রি হলে অনুষ্ঠিত হলো রেডিও বাংলাদেশ বেতারের গীতিকার, কবি ও গবেষক আব্দুল মুকিত মুখতার কর্তৃক গ্রন্থিত বিলেতে মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামালের উপর আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ ‘একজন মিছবাহ জামাল ও তার মিডিয়া জীবন’। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনকৃত ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২৩’ শে প্রকাশিত গ্রন্থখানা প্রকাশ করেছেন ঐতিহ্যবাহী বাসিয়া প্রকাশনী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মারকাজুল উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল ড. মাওলানা শুয়েব আহমদের সুযোগ্য সন্তান হাফিজ খালেদ আহমদ।

ঐতিহাসিক এই অনুষ্ঠানটি শুরুর প্রাক্কালে উল্লিখিত গ্রন্থের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হাসপাতাল সিলেট-এর চেয়ারম্যান সদ্য প্রয়াত মরহুম মাহমাদুর রশিদ সাহেব স্মরণে বিশেষ দোয়া ও মুনাজাত পরিচালনা করেন বাংলাদেশ থেকে আগত মাওলানা আলিম উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সানরাইজ/স্পেকট্রাম বাংলা রেডিওর জন্মলগ্ন থেকে প্যাট্রন ও বিবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট সাইদুর রহমান রেনু। আমন্ত্রিত প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হামলেটস কাউন্সিল এর স্পীকার কাউন্সিলার শাফি আহমেদ। বিশেষ অতিথি যথাক্রমে বার্কিং ও ড্যাগেনহ্যাম কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, চ্যানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, চ্যানেল এস ফাউন্ডার চেয়ারম্যান মাহি ফেরদৌস জলিল, চ্যানেল এস এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তাজ চৌধুরী, মেয়র টু বি লন্ডন বরা অব রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলর জোসনা ইসলাম, বিবিসিসি’র সাবেক প্রেসিডেন্ট ও এডভাইজার প্রফেসর শাহাগীর বখত ফারুক, মিসেস শাহাগীর ফারুক, এটিএন বাংলা ইউকের সিইও হাফিজ আলম বকস, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনমত প্রধান সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এর সেক্রেটারি দেশ পত্রিকার সম্পাদক তাইছির মাহমুদ, বার্জেস হিল টাউন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র কাউন্সিলার তোফাজ্জল হোসেন, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ, উইন্সসর কাউন্সিলের কাউন্সিলার শামসুল ইসলাম সেলিম, সানরাইজ রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠান এর ইসলামি অনুষ্ঠানের উপদেষ্টা ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ, আবু মিয়া সেলিম, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও বিশিষ্ট প্রোপাটি ব্যবসায়ী আব্দুর রউফ, জাকির হোসেন, আব্দুল হামিদ শিকদার, বইয়ের লেখক গীতিকার কবি লেখক আব্দুল মুকিত মুখতার, ছাকিয়া মুকিত, হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মনসুর আহমদ খান, ভাইস চেয়ারম্যান মানিক মিয়া, এফএনএফএইচ ইউকে কমিটির ট্রেজারার আবদাল মিয়া, জয়েন্ট ট্রেজারার গোলাম রব্বানী রুহি আহাদ, মিডিয়া পারসোনালিটি আলি সাদেক শিপু, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ডের সাবেক মানেজার মোহাম্মদ আলী, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান ফারুক, কাউন্সিলর শামস ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব এর ফাউন্ডার সেক্রেটারি সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, বিশিষ্ট সাংবাদিক লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট মাহবুব রহমান, রেডব্রিজ কমিউনিটি ট্রাষ্ট এর চেয়ারম্যান ওহিদ উদ্দীন, সাবেক কাউন্সিলার রফিক উদ্দিন আহমেদ।

উপস্থিত ছিলেন, ফ্রেন্ডস অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন সিলেট ইউকে কমিটির যথাক্রমে আবু মিয়া সেলিম, ওহিদ আহমেদ, সুফিয়া খানম উদ্দিন, ইব্রাহিম আলি খন্দকার, এনায়েত খান, নিলুফার খান ডলি, নাহিদা মিছবাহ, শায়েকা মিছবাহ, হাফেজ নাহমাদ মিছবাহ, শাহিরা লাবিবা মিছবাহ, জুবেদুর রহমান (জুবায়ের), জাহাঙ্গীর চৌধুরী, নাসিমা খানম, হালিম চৌধুরী, ফারুক মিয়া, জনপ্রিয় শিল্পী সয়ফুল উদ্দিন, শিল্পী দিলরুবা চৌধুরী, শাহিন আহমেদ উজ্জ্বল, ফেরদৌস আলম, ইকবাল হাফিজুর রহমান মোহাম্মদ জিয়াউল ইসলাম শানুর।

আরো উপস্থিত ছিলেন অনুপম নিউজ ২৪ এর সম্পাদক মুহিব উদ্দিন চৌধুরী, গোলাম রসুল মুহি আহাদ, ইকবাল মোহাম্মদ হোসেন, ফারুক আহমেদ, এখলাছুর রহমান খান ফারুক, এখলাছুর রহমান পাক্কু, সোমা খান, সালমা আহমদ, শেলী রহমান, গোল্ডেন ড্রিম ইউকেঙ্ফর ফাউন্ডার শোভা মতিন, ওয়ারিছ আলী, তৈমুছ আলী, সেলেন আহমেদ, মহিউদ্দিন আহমেদ, মতিউর রহমান খোকন, রফিকুল হায়দার, ফখরুল মোহাম্মদ মিছবাহ, শাহ শাহিদুর রহমান, শামিম আহমেদ, টিভি সাংবাদিক আব্দুল কাদির মুরাদ, চ্যানেল এস’র সিনিয়র রিপোর্টার রেজাউল করিম মৃধা, বাংলাদেশ সেন্টার এর চীফ এক্সিকিউটিভ সৈয়দ মোস্তাফিজুর রহমান, রেডিও ও টিভির উপস্থাপক শাহাব আহমেদ বাচ্চু, টাওয়ার কাউন্সিলের সাবেক ডেপুটি লিডার ও কাউন্সিলার রাজন জালাল উদ্দীন, নিউহাম কাউন্সিলের কাউন্সিলার রহিমা বেগম, শাহজাহান আলী, মিসেস শাহজাহান, বাদল হোসেন, রেডিও টিভি প্রেজেন্টার শামসুল জাকি স্বপন, জাকারিয়া মুশেদ, তোফায়েল উদ্দিন, শ্রাবন, সুমেল চৌধুরী, জাকির হোসেন, দেলোয়ার হোসেন, হালিম চৌধুরী, কবি মোহাম্মদ ইকবাল, ফৌজিয়া খান, আজিজা খান, নাহিয়ান চৌধুরী, সালিমা চৌধুরী, আমিরা চৌধুরী, ডাঃ হালিমা বেগম আলম, ডঃ চন্দন আলম, আয়েশা খানম, মেহেরা সেলিনা তায়েবাহ, কবি সাওদা মুনিম প্রমুখ।

তিন পর্বের এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন যথাক্রমে মিছবাহ জামাল, ইকবাল হাফিজুর রহমান, ফেরদৌস আলম, তোফায়েল আহমদ, কণ্ঠশিল্পী রওশন আরা মণি ও বাংলাদেশ থেকে আগত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পি আতিক হাসান।

শুরুতে ঐতিহাসিক উক্ত বইয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন গ্রন্থকার কবি গীতিকার আবদুল মুকিত মুখতার। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, ‘একজন মিছবাহ জামাল ও তার মিডিয়া জীবন’ গ্রন্থের ভেতর কি আছে, তা আপনারা পড়লেই জানতে পারবেন। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে, এই বইয়ের ভেতর আছে সহস্রাধিক ছবিচিত্র। আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে উপস্থিতির প্রায় শতভাগ দর্শকের ছবি ও আলোচনা কোন না কোন ভাবে এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামালের সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেকেই একেকটি ইতিহাস। অতএব আপনারা প্রত্যেকে গ্রন্থখানা সংগ্রহ করবেন, পড়বেন এবং জানবেন।

‘একজন মিছবাহ জামাল ও তার মিডিয়া জীবন’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। তারপর মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামালের বর্ণাঢ্য জীবনের উপর বিভিন্নভাবে আলোচনায় অংশ নেন, চ্যানেল এস’র ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, ব্রেন্ট কাউন্সিলের সাবেক মেয়র কাউন্সিলর পারভেজ আহমেদ, চ্যানেল এস চেয়ারম্যান আহমেদ উস সামাদ চৌধুরী জেপি, কাউন্সিলার শামসুল ইসলাম সেলিম, প্রফেসর শাহাগীর বখত ফারুক, সৈয়দ নাহাস পাশা, কাউন্সিলার ফয়জুর রহমান ফারুক, কাউন্সিলর শামস ইসলাম, ডক্টর মাওলানা শুয়াইব আহমদ, কাউন্সিলর জোসনা ইসলাম, মেয়র কাউন্সিলার ফারুক চৌধুরী, কাউন্সিলার শাফি আহমেদ, মানিক মিয়া, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস ইউকে এন্ড আয়ারল্যান্ডের সাবেক মানেজার মোহাম্মদ আলী, আলি সাদেক শিপু, কাউন্সলার রহিমা বেগম, কাউন্সিলার তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ।

গ্রন্থের লেখক কবি আবদুল মুকিত মুখতার-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন কণ্ঠশিল্পি রওশন আরা মণি।

দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নৈশভোজ। বাংলাদেশ আগত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পি আতিক হাসান পরিচালিত এ পর্বে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট চিত্রনায়িকা সোনিয়া, দিলরুবা চৌধুরী ও সইফুল উদ্দিনসহ অনেকে।

উপ মহাদেশের কিংবদন্তী শিল্পি কিশোর কুমারের অমর সঙ্গীত নিয়ে একক সঙ্গীত পরিবেশন করেন এযুগের কিশোর কুমার নামে খ্যাত বাংলাদেশের চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান আতিক হাসান। কিংবন্তী শিল্পি কিশোর কুমারের গাওয়া আতিক হাসানের কণ্ঠের বাংলা ও হিন্দি গান শুনলে অবিকল কিশোর কুমারকেই উপভোগ করা যায়।

আতিক হাসান পরিচালিত পর্বে শিল্পি আতিক হাসানের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে গান পরিবেশন করেন রেডিও এবং গানের মানুষ মিছবাহ জামাল। গান পরিবেশন করেন বিলেতের স্বনামধন্য শিল্পি দিলরুবা চৌধুরি, রওশন আরা মণি।

বাদ্যযন্ত্রে ছিলেন মিউজিসিয়ান অমিত, হাসান, তানিম ও রেজওয়ান। মিউজিক্যাল সহযোগিতায় ছিলেন পিয়াস বড়ু-য়া।

নৈশভোজ পরিচালনা ও আথিতেয়তা নিশ্চিত করেন সমাজসেবক এনায়েত খান।

পরিশেষে বিবিসিসিআই-এর সাইদুর রহামন রেনু, কান্সিলার জাহাঙ্গির হক, ওয়ার্ক পারমিট ক্লাউড-এর ব্যারিস্টার লুৎফুর রহমান, এআরআইআই প্রোপার্টি গ্রুপের ডিরেক্টর আবু রুফিয়ান, আলী সাদেক শিপু, সেলেন মহি উদ্দীন, হার্ট ফাউন্ডেশনের ইউকে ভাইস চেয়ার মানিক মিয়া, এডভাইজারি কমিটির প্রেসিডেন্ট এম শামসউদদীন, গোলাম রব্বানী রুহি আহাদ, ইবরাহিম আলী খন্দকার, আবু মিয়া সেলিম, ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ রজিউর রহমান মর্তুজা, বশির রাজা চৌধুরী, খায়রুল আমিন বাবলা, নিয়াজমিন চৌধুরী, মোহাম্মদ আজিজর রহমান, এনায়েত খান, জাহাংগীর চৌধুরী, শাহ শাহিদুর রহমান, শাহিন আহমদ উজ্জল, ফখরুল ইসলাম মিছবাহ সহ অনেকে এই অনুষ্ঠানকে সফল করতে স্পনসর করে সহযোগীতা করেছেন বলে মিছবাহ জামাল ও তার ‘মিছবাহ নাহিদা প্রোডাকশনস’, সানরাইজ/ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও ও অন লাইন টিভির পক্ষে নাহিদা মিছবাহ অনুষ্ঠানে আগত সকল অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানের ফটোগ্রাফি তত্বাবধানে ছিলেন এখলাছুর রহমান পাক্কু।

# রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের নানা আয়োজন

প্রতি বছরের মতো এবারও রামাদ্বানে ইস্ট লন্ডন মসজিদে থাকছে নানা আয়োজন । মুসল্লিদের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে । তারাবিহের নামাজ পড়ানোর জন্য ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হাফিজ ও আলেমগন এসে পৌঁছেছেন। মাসজুড়ে মুসল্লীদের জন্য থাকছে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা, ফ্রি-ইফতারী, ইতেকাফ, ঈদুল ফেতরের জামাত ও ফিতরা প্রদানের ব্যবস্থাসহ নানা আয়োজন।

**তারাবিহ'র ইমামঃ**

শায়খ সাউদ নাফি আল-আনাজি: সৌদি আরব থেকে এসেছেন শায়খ সাউদ নাফি আল আনাজি। তিনি শারীয়াহ শাস্ত্রে রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সাউদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটি থেকে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করেন এবং চার ক্বেরাতে কুরআন পড়ার ইজাযাহ (সনদ) গ্রহণ করেন। ইতিপুর্বে তিনি সৌদি আরবের মসজিদে নববীর হিফজ-শিক্ষক ছিলেন।

মুহাম্মদ ফাতহী মোহাম্মদ আলী : মুহাম্মদ ফাতহীর জন্ম ১৯৯০ সালে। তিনি মিশরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ভাষা বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন এবং সাত ক্বেরাতে কুরআন তেলাওয়াতে সনদপ্রাপ্ত । তিনি দশ বছর যাবত মিশরের রজধানী কায়রোর একটি মসজিদে ইমাম ও হিফজ-শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন । তাছাড়া তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ শহরে দুই বছর কুরআন সুন্নাহ ফাউন্ডেশনের ইমাম, খতিব এবং হিফজ-শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

শায়খ হাজেম সাইফ : তিনি আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ক্বেরাতে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং দশ ক্বেরাতে কুরআন তেলাওয়াতে পারদর্শী । মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত একটি মাদ্রাসার হিফজ শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

শায়েখ সাঈদ আনিসুল হক: তিনি বর্তমানে ইস্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। আনিসুল হক যুক্তরাজ্যের ব্লাকবার্নের পার্ক লি মাদ্রাসায় হিফজ সম্পন্ন করে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে কুরআন ও ইসলামিক স্টাডিজে সনদ লাভ করেন। পরবর্তীতে সৌদি আরবের রিয়াদে ইমাম সাউদ ইউনিভার্সিটি থেকে শারিয়াহর ওপর ডিগ্রী লাভ করেন এবং লেস্টারের মার্কফিল্ড ইন্সটিটিউট থেকে মাস্টার ডিগ্রী সম্পন্ন করেন।

ইফতার আয়োজন: প্রতি বছরের মতো এবারও রামাদ্বানে প্রতিদিন প্রায় ৫ শতাধিক মানুষের ইফতারের ব্যবস্থা থাকবে । অনেকেই এই ইফতারি স্পনসর করে থাকেন। জনপ্রতি ৩ পাউন্ড করে দান করে যেকেউ ইফতারি আয়োজনে সহযোগিতা করে অশেষ পূণ্যের অংশীদার হতে পারেন। কেউ চাইলে এককালীন ১৫০০ পাউন্ড প্রদান করে ৫০০ রোজাদারকে একবেলা ইফতার খাওয়াতে পারেন।

**ইতেকাফ:**

রামাদ্বানের শেষ ১০ দিন ইতেকাফ করার জন্য মানুষের আগ্রহের শেষ নেই। যেহেতু প্রতি বছর ৮০ জনের বেশি জায়গা সংকুলান সম্ভব হয়না, তাই লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ দেওয়া হয়ে থাকে । ইস্ট লন্ডন মসজিদের রিসেপশনে ই'তেকাফ আবেদন ফরম পাওয়া যাচ্ছে । আগ্রহীদেরকে আগামী ২৬ মার্চের মধ্যে তা পুরণ করে জমা দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে । ৩১ মার্চ তারাবিহ নামাজের পর লটারির মাধ্যমে আসন বরাদ্দ দেয়া হবে।

কুরআনিক আলোচনা : প্রতিদিন বাদ আসর মসজিদের মেহরাবে কুরআনিক আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। মুলত: প্রতিরাতে তারাবিহের নামাজে যতটুকু কুরআন তেলাওয়াত করা হবে ততটুকুর সংক্ষিপ্ত অনুবাদসহ তাফসীর করা হবে । যাতে রাতে ইমামগণ কী তেলাওয়াত করছেন কিছুটা ধারনা পাওয়া যায়।

রামাদ্বান ক্যালেন্ডার : প্রতিবারের মতো এবারও রামাদ্বান ক্যালেণ্ডার বেরিয়েছে। ক্যালেণ্ডারের প্রিন্ট কপি মসজিদের রিপেসপশনে বিনামুল্যে পাওয়া যাচ্ছে । তাছাড়া ডিজিটাল কপি মসজিদের ওয়েবসাইট ভিজিট করে ডাউনলোড করা যাবে।

লাইভ চ্যারিটি অ্যাপিল : ৮ এপ্রিল (১৭ রামাদ্বান) চ্যানেল এস-এ লাইভ ফান্ডরেইজিংয়ে অংশ নেবে ইস্ট লন্ডন মসজিদ । বিকেল ৩টা থেকে ফজর পর্যন্ত চ্যারিটি অ্যাপিল অনুষ্ঠিত হবে।

চ্যারিটির জন্য ফান্ডরেইজিং : মাসজুড়ে বিভিন্ন চ্যারিটি সংগঠনের জন্য ফান্ডরেইজিংয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে । প্রতিদিন বাদ জোহর ও তারাবির নামাজের পর ফান্ডরেইজিং হবে।

ফিতরা: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ফিতরার অর্থ সংগ্রহ করে যথাযথভাবে গরীব মানষের মধ্যে বন্টন করে থাকে। এ বছর ফিতরার পরিমাণ ধার্য করা হয়েছে জনপ্রতি ৭ পাঁচ পাউন্ড। শিশুসহ পরিবারের সকল সদস্যের ফিতরা আদায় অপরিহার্য । ফিতরা রামাদ্বানের শুরুতেই প্রদান করা উত্তম। এতে করে গরীব মানুষ ঈদের আনন্দে শরীক হওয়ার সুযোগ পায়। তবে ২০ রামাদ্বানের মধ্যে ফিতরার অর্থ মসজিদে পৌঁছে দিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। মসজিদের রিসেপশনে অথবা ফিতরার নির্ধারিত দানবক্সে দেওয়া যাবে। তাছাড়া অনলাইনেও দেওয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে কেউ সময় মতো দিতে না পারলে ঈদের দিন নামাজের আগে অবশ্যই আদায় করতে হবে। ইস্ট লন্ডন মসজিদে ঈদের ৪টি জামাতেই ফিতরার অর্থ সংগ্রহ করা হয় এবং পরবর্তীতে তা গরীব মানুষের মধ্যে বণ্টন করে দেয়া হয়ে থাকে।

ঈদুল ফিতর: এবার ৪টি ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হবে । প্রথম জামাত সকাল ৭টায়, দ্বিতীয় জামাত সকাল ৮টা ৩০ মিনিটে, তৃতীয় জামাত সকাল ১০টায় এবং চতুর্থ জামাত সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে।

উল্লেখ্য, রামাদ্বানে তারাবিহ নামাজের সময় ফিল্ডগেইট স্ট্রিটসহ আশপাশের অন্যান্য রাস্তায় অহেতুক জটলা পাকানো থেকে বিরত থাকতে মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে । কারণ এতে পথচারী ও স্থানীয় বাসিন্দারা দুর্ভোগের শিকার হন।

## লণ্ডনে সুরমা সাহিত্য সাময়িকী আয়োজিত মতবিনিময় সভায় কেমুসাস সেক্রেটারি, কবি-গবেষক সৈয়দ মবনু

# কেমুসাসের মতো সচল প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে কোথাও নেই

**লণ্ডন, ২৪ মার্চ :** যুক্তরাজ্যে সফররত উপমহাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ(কেমুসাস) সিলেটের সাধারণ সম্পাদক কবি ও গবেষক সৈয়দ মবনুর বলেছেন, বাংলাদেশের প্রাচীন অনেক সংগঠন-প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেমুসাসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ইস্যুতে অগ্রণী ভূমিকা রাখার গৌরব রয়েছে। এরকম আরেকটি প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের আর কোথাও নেই– যা এখনো সচল ও সক্রিয় রয়েছে। সাপ্তাহিক সুরমা সাহিত্য সাময়িকীর উদ্যোগে আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। গত ২০ মার্চ, সোমবার সন্ধ্যায় লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সভায় লণ্ডনের বাংলা মিডিয়া সাংবাদিক নেতৃবৃন্দসহ কবি, সাহিত্যিক ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ অংশ নেন। এতে সভাপতিত্ব করেন সাপ্তাহিক সুরমা'র প্রধান সম্পাদক ফরিদ আহমেদ রেজা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত হতে না পেরে এপোলজি দেন সুরমা সম্পাদক শামসুল আলম লিটন।

কবি আহমেদ ময়েজ ও সাংবাদিক আমিমুল ইসলাম তানিমের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা, সাংবাদিক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট কে এম আবু তাহের চৌধুরী, লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, সুরমা সাবেক সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসন, লেখক ও গবেষক ফারুক আহমে, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব পীর আহমেদ কুতুব, রাজনৈতিক ও কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মওলানা অধ্যাপক আবদুল কাদির সালেহ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়রের উপদেষ্টা ও লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ জুবায়ের, লণ্ডন প্রেসক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাপ্তাহিক বাংলা পোস্ট সম্পাদক তারেক চৌধুরী, সাংবাদিক ও লেখক আবদুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, ইমাম ও টিভি প্রেজেন্টার শাইখ আবু সাইদ আনসারী, লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু, সাপ্তাহিক সুরমার ক্রীড়া সম্পাদক কবি মুহাম্মদ শরীফুজ্জামান, কবি ফয়জুর রহমান ফয়েজ, কবি মাজেদ বিশ্বাস, লেখক মাওলানা আবদুল আওয়াল হেলাল, সাংবাদিক আকবর হোসেন, সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, সাংবাদিক জামাল নুরুল ইসলাম খান, সাংবাদিক আবদুর রহীম রন্‌জু, সাংবাদিক আলাউর রহমান খান শাহীন, সাংবাদিক মাহবুব আলী খানশূর, সাংবাদিক হাসনাত আরিয়ান খান ও সৈয়দ মিছবাহ 'কেমুসাস' এর নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক কবি ও গবেষক সৈয়দ মবনুকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। একই সাথে তারা ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করেন। শুরুতে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সভার অতিথি সৈয়দ মবনুর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন সাপ্তাহিক সুরমা'র বার্তা সম্পাদক কবি কাইয়ুম আব্দুল্লাহ।

মতবিনিময়ে অংশ নিয়ে বক্তারা প্রাচীনতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হওয়ায় কবি ও গবেষক সৈয়দ মবনুকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুসমূহে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনকারী সিলেট তথা বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান কেমুসাসের অবদান তুলে ধরে সভায় প্রতিষ্ঠানটির ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় লণ্ডনে কেমুসাস'কে নিয়ে একটি বৃহত্তর আয়োজন করার জন্য আয়োজক প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক সুরমার পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়। এতে অন্যান্য গণমাধ্যম ও সংগঠনের পক্ষ থেকে ওই সম্ভাব্য আয়োজনে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতার কথা বলাহয়। বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা আগ্রহীদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ বৃদ্ধির জন্য লণ্ডনে একটি ব্যাপকভিত্তিক আয়োজনেরপ্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে কমিউনিটির সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহযোগিতার আহবান জানানো হয়।

মতবিনিময়কালে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সঙ্গে জড়িত নেতৃবৃন্দের অনেকে স্মৃতিচারণ করে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের উন্নয়নে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করেন ও নানান দিকনির্দেশনা দেন। বক্তারা ব্রিটিশ-বাংলাদেশী তরুণ প্রজন্মেও প্রতিনিধি হিসেবে নবনির্বাচিত সেক্রেটারি সৈয়দ মবনু তাঁর উভয় দেশে বসবাসের অভিজ্ঞতা ও চৌকষ নেতৃত্বের মাধ্যমে প্রচীনতম এই সংগঠনটিকে যাতে আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সাংবাদিক ও বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট কে এম আবু তাহের চৌধুরী বলেন- সৈয়দ মবনুকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। তিনি সিলেটের শত বছরের প্রাচীন একটা সংগঠনের সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ আমাদের গৌরব এবং গর্বের প্রতীক। প্রবাস থেকে যদি কোনো ধরণের সাহায্য লাগে আমরা করবো ইনশাআল্লাহ।'

লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাস পাশা বলেন- 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্যসংসদ থেকে আল ইসলাহ নামে একটা পত্রিকা বের হতো। এখন বের হয় কিনা জানিনা। পুরাতন জিনিসগুলার ডিজিটালাইজড করার একটা উদ্যোগ নেয়া উচিত। বইগুলোর মর্ডানাইজ করা উচিত। ব্রিটিশরা দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি সংরক্ষিত রাখে তাদেরপুরনো জিনিসগুলো। সৈয়দ মবনু এই যুগের মানুষ, এই যুগের সেক্রেটারি, কাজেই এই দিকে তাঁর দৃষ্টি দেয়া উচিত। সারাজীবনসে সেক্রেটারি থাকবে না, এমন একটা কাজ করে যাওয়া উচিত যা সে চলে যাওয়ার পরও মানুষ মনে রাখবে।

আমি এইজিনিসটি মবনুর কাছে দেখতে চাই। মবনু আমার ছোট ভাই। আমি মবনুর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।'

লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ বলেন- সৈয়দ মবনুকে প্রথমে আমি ওয়েলকাম জানাই। লণ্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে তিনি প্রথম এসেছেন। সৈয়দ মবনু ভাইকে আমি অভিনন্দন জানাই। তিনিআমাদের নতুন প্রজন্মের একজন সেক্রেটারি। ডিজিটাল যুগ এখন। কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে ডিজিটাল করা হলে ভালো হবে। আশাকরি কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সিলেটের সাহিত্য চর্চায় অবদান রাখবে।

লেখক ও গবেষক ফারুক আহমেদ বলেন- 'কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ (কেমুসাস) এর একটি সমৃদ্ধ আর্কাইভ করা উচিত। একইসাথে কেন্দ্রে সংরক্ষিত বইসহ এর সকল সেবা ডিজিটাল করা উচিত।'

বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাকটিভিস্ট মওলানা অধ্যাপক আবদুল কাদির সালেহ বলেন- আমি সৈয়দ মবনুর সফলতা কামনা করি।মবনু কর্মপাগল, আড্ডা পাগল, স্পষ্টভাষী মানুষ। উনি একজন বহুমাত্রিক মানুষ, তাঁর নিজস্ব একটা বিশ্বাস আছে, কমিটমেন্ট আছে। এটার উপর তিনি শতভাগ নিবিষ্ট। সেজন্য কেউ তাকে ভুল বুঝেন। তিনি কবিতার মধ্যে থাকুন, গবেষণার মধ্যে থাকুন, চিন্তার মধ্যে থাকুন কিন্তু তিনি যেনো বুদ্ধিজীবী হয়ে না ওঠেন। কারণ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আমরা খুবই বিরক্ত। এ সময়মিলনায়তনে হাসির রোল পড়ে যায়।

অতিথির বক্তব্যে কেমুসাস এর সাধারণ সম্পাদক কবি ও গবেষক সৈয়দ মবনু অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে নিজ বক্তব্য প্রদানকালে তিনি কেমুসাসের ঐতিহ্য ও গৌরবের উপর আলোকপাত করেন এবং এই ঐতিহ্যের ধারা অব্যাহত রাখতে তাদের প্রচেষ্টার কথা তুলে ধরেন।

কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদের সৃষ্টি ও ঐতিহাসিক পথচলার বর্ণনা দিয়ে তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সভাপতি ছিলেন কালজয়ী মরমী কবি দেওয়ান হাসন রাজার ছেলে একলামুর রাজা চৌধুরী, এছাড়া দার্শনিক দেওয়ান আজরফ ও ভাষা সৈনিক মতিন উদ্দিন আহমদের মতো ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন মেয়াদে সভাপতি ছিলেন। বদরুদ্দিন ওমর সাহেব এক মাস কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে থেকে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। এখনও বাংলা ভাষার ইতিহাস লিখতে হলে কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আসতে হয়। এত সমৃদ্ধ আর্কাইভ বাংলাদেশের আর কোথাও নাই। তিনি তাঁর বক্তব্যে প্রতিবছর ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযোদ্ধা সন্মাননা প্রদান ছাড়াও কেন্দ্রীয় মুসলিম সংসদের নানান কার্যক্রম তুলে ধরেন।

সবশেষে তিনি বলেন, 'আমাদের এখানে প্রতি দুই বছর পর পর সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা এবারের আমাদেও সাহিত্য মেলাতে আমরা ব্রিটেন, ভারত ও বাংলাদেশের সবাইকে দাওয়াত দেবো। ব্রিটিশ-বাংলাদেশীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে আমি তা জুলাই মাসে করার চিন্তা করছি। যাতে আপনাদের হলিডের মধ্যে হয় এবং আপনারা যেতে পারেন। এজন্য সংসদের পক্ষ থেকে আমরা লেখক তথ্য সংগ্রহ করছি।

সৈয়দ মবনু কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদকে একুশে পদক দেওয়ার দাবি করে বলেন, কেমুসাস বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে যে অবদান রেখেছে তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এখন তুলে ধরার সময় এসেছে। এব্যাপারে তিনি নিজেরা এবং ঢাকা থেকে যারা এখানে আসেন তাদেরকে একটু দৃষ্টি দানের অনুরোধ জানান।

সভাপতির বক্তব্যে ফরীদ আহমেদ রেজা বলেন, এটা সিলেটের মুসলিম সাহিত্য সংসদ হলেও সারা বাংলাদেশের গর্বের প্রতিষ্ঠানএটা। এর নামের মাঝে সিলেট আছে ঠিকই কিন্তু এর মানে এই নয় যে এটা সিলেট কেন্দ্রিক, একথা মনে রাখতে হবে আমাদের।আমরা গর্ব করে বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ উভয় অনচলের মধ্যে এরকম প্রাচীন কোন প্রতিষ্ঠান কেউ দেখাতেপারবে না। এটা এখনো চালু আছে, আল ইসলাহ এখনো চালু আছে, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। ১৯৬২ তে ১০ বছর বয়সেআমি আমার বাবার সাথে প্রথম সংসদে গিয়েছিলাম। ১৯৬৪ সালে আমার প্রথম গল্প ছাপা হয়েছে আল ইসলায়। আমাদের জন্য একটা আনন্দের বিষয় নতুন প্রজন্মের সৈয়দ মবনু এখানকার সেক্রেটারি এবং তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশাও বেশী। তিনি সৈয়দ নাহাস পাশার বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, মবনু যেন এমন কাজ করার চেষ্টা করেন যাতে আমরা বলতে পারি সৈয়দ মবনু এটা করেছেন। সবশেষে তিনি সবাই কষ্ট করে উপস্থিত হওয়ার জন্য সুরমার পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

সভার শুরুতে অতিথিকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান সাপ্তাহিক সুরমার ক্রীড়া সম্পাদক কবি শরীফুজ্জামান এবং স্পেশালকন্ট্রিবিউটর ও লেখক হাসনাত আরিয়ান খান। লণ্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে ক্লাবের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট তারেক চৌধুরী, সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ ও নির্বাহী সদস্য আহাদ চৌধুরী বাবু সৈয়দ মবনুর হাতে উপহার তুলে দেন। এছাড়া সাংবাদিক এনাম চৌধুরী নিজে হাতে তৈরী একটি উপহার তুলে দেন।

উল্লেখ্য, মুসলমান সমাজে সাহিত্য চর্চার ব্যাপক প্রচলন, বৃহত্তর সিলেটের বাংলা ভাষাভাষী অজ্ঞাতনামা কবি ও সাহিত্যিকগণের রচিত সাহিত্য সংকলন প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ এবং মুসলিম সাহিত্যসেবীবৃন্দের সাহিত্য চর্চার সুযোগ প্রদানের লক্ষে ১৯৩৬ সালের১৬ সেপ্টেম্বর প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক মুহাম্মদ নুরুল হক "কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনটি উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন সাহিত্য সংগঠন হিসেবেও পরিচিত। এটা বই, ম্যাগাজিন শিলালিপি ইত্যাদির সব থেকে বড় ও প্রাচীতম বেসরকারী সংগ্রহশালা; যার অনেক কিছুই ১৩শ শতাব্দীর। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কবি দিলওয়ার এবং চৌধুরী গোলাম আকবর সাহিত্যভূষণসহ সিলেট অঞ্চলের অনেক লেখক, সমালোচক এবং কবি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই সংগঠনের কার্যক্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

# SHAH JALAL MADRASA AND EATIM KHANA TRUST

## Sulemanpur, Sunamganj

www.shahjalalmadrasa.com

(UK Charity Reg: 1126912)

NTV

on NTV Sky 780

## Ramadan 2023 Live Appeal

**8th and 26th Ramadan (Laylat-al-Qadr night)**

From 5.30pm till Fajr

(বিকাল ৫.৩০টা থেকে ফজর পর্যন্ত)

**DONATION HOTLINE 0208 090 1224**

**STUDIO HOTLINE 0203 515 5838**

## শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

**আসসালামু আলাইকুম, সম্মানীত দানশীল ভাই ও বোনেরা** আপনাদের দান সাদাকাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুনামগঞ্জ এর ভাটি এলাকা সুলেমান পুরে বিশাল শাহজালাল (রহ:) মাদ্রাসা ও এতিম খানা। বর্তমানে অসংখ্য দরিদ্র এতিম ছাত্রদের থাকা ও লিখাপড়ার জায়গা সংকুলান না হওয়ায় নতুন একটি ছয়তলা ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। আল্লাহর ওয়াস্তে আপনার অথবা আপনার মা বাবার নামে একটি রুম দান করে এতিম ছেলে মেয়েদের কোরআনে হাফিজ ও আলিম হওয়ার জন্য আপনার সাহায্য কামনা করা হচ্ছে। আপনার দানের জন্য আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে এর ছোয়াব দান করবেন ইনশাআল্লাহ।

## The ways in which you can fulfil the needs of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana:

**Assalamu Alaikum**

**Respectable Brothers and Sisters –** Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana Trust, is an established UK based charitable organisation which provides and supports poor/ orphan student's education, free living accommodation, food and clothes through your kind donations.

Alhamdulillah, we have started construction of a new 6 story building for the students of Shah Jalal Madrasa and Eatim Khana, Sulemanpur, Sunamganj - we are appealing to all our well-wishers and donors to give Sadaqah Jariyah to complete this building.

May Allah (SWT) reward you in this life and hereafter. Ameen.

### The ways in which you can fulfil the needs of Shahjalal Madrasa and Eatim Khana:

- **£2500 - Towards a room in the Madrasa in your name or in the name of your parents**
- **£1000 - Life member**
- **£500 - Sponsor 1 poor/orphan student**
- **£250 - One Kear Land**
- **£150 - Bukhari Sharif, Muslim Sharif, Tafsir set (full title jamat set)**
- **£100 - 20 Bags of cement**
- **£90 - 1000 Bricks**
- **£25 - 5 Zil Quran**
- **£20 - 1 Bag rice**

### শাহজালাল মাদরাসা ও এতিম খানার প্রয়োজন মেটাতে আপনি যেভাবে সাহায্য করতে পারেন:

- ২৫০০ পাউন্ড একটি রুম
- ১০০০ পাউন্ড লাইফ মেম্বার
- ৫০০ পাউন্ড হাফিজ স্পন্সর
- ২৫০ পাউন্ড দিয়ে এক কেয়ার জমিন
- ১৫০ পাউন্ড দিয়ে ফুল টাইটেল জামাতের এক সেট কিতাব
- ১০০ পাউন্ড দিয়ে বিশ বস্তা সিমেন্ট
- ৯০ পাউন্ড দিয়ে এক হাজার ইট
- ২৫ পাউন্ড দিয়ে পাঁচ জিলদ কোরআন
- ২০ পাউন্ড দিয়ে এক বস্তা চাউল

**You can also become a life sponsor of poor/orphan student by donating £5, £10 or any amount by setting up monthly direct debit**

Bank Details : HSBC
Shah Jalal Madrasha and Eatim Khana Trust
Account No: 81419366, Sort Code: 40-11-43

www.justgiving.com/campaign/SMETRUST
Email: smszaman@hotmail.co.uk
Website: www.shahjalalmadrasa.com

**Contact: Founder Chairman, Syed Moulana Shamsuzzaman, Mobile: 07944 267 205**

You can make donations by PayPal by logging into our website

## আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টার (আইডিসি) মসজিদের সংবাদ সম্মেলন

# প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে আরোও ১ মিলিয়ন পাউন্ড লাগবে জরুরীভিত্তিতে ৩শ' হাজার পাউন্ডের প্রয়োজন

## ২ এপ্রিল রোববার চ্যানেল এস ফান্ড রেইজিং আপীল

ওয়েস্ট লন্ডনে অবস্থিত আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টার (আইডিসি) মসজিদের উদ্যোগে সোমবার ২০ মার্চ পূর্ব লন্ডনের ব্রিকলেনস্থ লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব অফিসে এক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লন্ডনের বাংলা প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সরব উপস্থিতিতে জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে আইডিসি ট্রাস্টি ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির কর্মকর্তা সহ হাউন্সলো ও রিচমন্ড বারা এলাকার মুরুব্বীরাও অংশগ্রহণ করেন। এতে আইডিসি প্রজেক্টের বর্তমান অবস্থা এবং সংস্কার কাজের অগ্রগতি তুলে ধরে পুরো প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে আরোও ১ মিলিয়ন পাউন্ড ও জরুরীভিত্তিতে ৩শ' হাজার পাউন্ড সংগ্রহে সহায়তা করতে কমিউনিটির প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়।

সাংবাদিক আকবর হোসেনের পরিচালনায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন আইডিসি চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান, ইমাম ও ট্রাস্টি শাইখ আবু সাঈদ আনসারী, ট্রাস্টি মইনুল ইসলাম, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব আতিকুর রহমান খান, আবুল লেইস, আব্দুল মনাফ, নুরুল হক, সলিসিটর খালিদ রহমান ও ট্রাস্টি আব্দুর রউফ মলিক প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের নভেম্বর মাসে প্রায় ১ মিলিয়ন পাউন্ড দামে একটি কমিউনিটি সেন্টার উইথ প্রেয়ার ফেসিলিটিজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইজলওয়ার্থ এ দ্যা জর্জ পাব ক্রয় করা হয়। তারপর দীর্ঘ তিন বছর নানা চেষ্টা তদবিরের পর ২০১৯ সালে হাউন্সলো কাউন্সিল এই সেন্টারকে প্লানিং পারমিশন দেয়। গেলো বছর এর মেরামত ও সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে। কাজ সম্পন্নের পর সেন্টারটি চালু করা সম্ভব হবে এবং ৫ ওয়াক্ত নামাজ ও অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, "আইজলওয়ার্থ দ্বীন সেন্টার ওয়েস্ট লন্ডনের হাউন্সলো বারায় অবস্থিত একটি মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার। ২০১০ সালে এই সেন্টারের যাত্রা শুরু হয়। উক্ত বারার আইজলওয়ার্থ, রিচমন্ড, টুইকেনহাম, উইটন, হ্যানওয়ার্থ ও ব্রেন্টফোর্ড এলাকায় কোন মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার নেই। দীর্ঘদিন ধরে অত্র এলাকায় বসবাসরত মুসলমানরা বিশেষ করে বাংলাদেশি কমিউনিটি বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় আইডিসি'র জন্ম হয়। অত্র এলাকার মুরুব্বীরা সব সময়েই একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাদের অনুপ্রেরণায় এবং কিছু উদ্যমী তরুণদের নিরলস প্রচেষ্ঠার মাধ্যমে আইডিসি আইজেলওয়ার্থ এলাকায় মসজিদ ও কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়ে নিয়েছে।

এতোদিন ধরে আইডিসি 'আইজলওয়ার্থ পাবলিক হল' (IPH) ভাড়া করে নিয়মিত জুমুআর নামাজ, তারাবীহ, মুসলিম ছেলেমেয়েদের জন্য দ্বীনি শিক্ষার জন্য সেটারডে স্কুল - আল ফাতিহা সহ নানা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। প্রতিনিয়তই জুমুআর নামাজে মুসুল্লী ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়ছে । কিন্তু একটি নিজস্ব স্থায়ী জায়গা না থাকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সহ অন্যান্য কার্যক্রম বিশেষ করে বাচ্চাদের দ্বীনি শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়বহুলও বটে। তাই সংগঠনের ট্রাষ্টি ও ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্যরা স্থায়ী ঠিকানা খুঁজতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে আইজলওয়ার্থে এই প্রোপার্টি কেনার সুযোগ আসে।

আসন্ন পবিত্র রামাদ্বানকে সামনে রেখে আমরা ফান্ড রেইজিংয়ের জন্য নানাবিধ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ফান্ড রেইজিং ইফতার গেদারিং এর আয়োজন করা হয়েছে। ছোট্ট ছেলেমেয়েরাও এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারাও বড়দের পাশাপাশি মসজিদের জন্য জাস্ট গিভিং পেইজ খুলে ফান্ড সংগ্রহে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। সবার কাছ থেকে খুবই ইতিবাচক ও আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে।

আইজেলওয়ার্থ পাবলিক হলে জুমুআ, তারাবীহ ও আল ফাতিহা সেটারডে ইসলামিক স্কুল, আলোচনা, সেমিনার, পেরেন্টিং সেশন, ছেলেমেয়েদের জন্য অনুষ্ঠান, ফেইথ গ্রুপের সাথে যৌথ অনুষ্ঠান, ফুড ব্যাংকসহ নানাবিধ কার্যক্রম চালু রয়েছে।

সেন্টারটি চালু হলে এখানে ৫ ওয়াক্ত নামাজ, ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষা, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান, ট্রেনিং ও দক্ষতাবৃদ্ধি কর্মসূচী থাকবে। ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এলাকার মানুষের কল্যাণে নানা সেবামূলক কার্যক্রম, সবার জন্য অপেন ডে, এক্সিভিশন সর্বোপরি আগামী প্রজন্মের জন্য তাদের বিশ্বাসের লালন, চারিত্রিক মাধুর্য এর বিকাশ ও সুনাগরিক তথা আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবার সুবিধাসহ একটি অত্যাধুনিক সেন্টারের প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য ।"

সবশেষে আইডিসির পক্ষ থেকে উপস্থিত সকল সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানানো হয়।

# ৮ বছর পর খুলে দেওয়া হলো যুক্তরাজ্যের বড় মসজিদ বায়তুল ফুতুহ

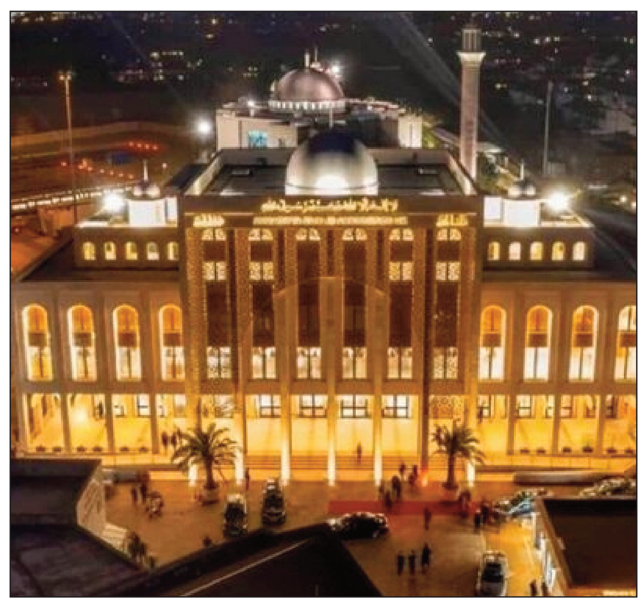

২০১৫ সালে অগ্নিকাণ্ডের পর বন্ধ হয়ে যায় যুক্তরাজ্যের বড় মসজিদ বায়তুল ফুতুহ। দীর্ঘ আট বছর বন্ধ থাকার পর মসজিদটি মুসল্লিদের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়েছে।

শনিবার জাতীয় শান্তি সিম্পোজিয়ামে একটি বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অগ্নিকাণ্ডের পর মসজিদে ব্যাপক ক্ষতি হয়। এর পর এটি পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এতে খবর হয় ১৯৬ কোটি ৬৮ লাখ ২৪ হাজার টাকা। পাঁচতলা বিশিষ্ট মসজিদটিতে রয়েছে দুটি হল রুম। এছাড়া অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে নির্মাণ করা হয়েছে অতিথি শালা।

মসজিদটি নির্মাণে যে পাথর ব্যবহার করা হয়েছে তা পর্তুগাল থেকে আনা হয়েছে। এর প্রতিটি কলাম ২০ মিটার লম্বা। এছাড়া মসজিদটিতে বিভিন্ন সুবিধা রাখা হয়েছে। যার মধ্যে শিশু কার্যক্রম পরিচালিত

একসঙ্গে ১৩ হাজার মুসল্লি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন মসজিদটি ২০০৩ সালে লন্ডনের দক্ষিণাঞ্চলের জেলা মর্ডানে নির্মাণ করা হয়। এটি নির্মাণ করেন আহমাদিয়া কমিউনিটি।

এর পর ২০১৫ সালে মসজিদটিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ৩০ ঘণ্টা ধরে এতে আগুন জ্বলতে থাকে। ফলে মসজিদটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

# নেত্রকোনায় খেলা নিয়ে মারামারি, দুই ব্যক্তি নিহত

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** ফুটবল ও কেরাম খেলাকে কেন্দ্র করে মারামারিতে নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলায় পৃথক স্থানে দুই ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।

মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার মাসকা ইউনিয়নের পিজাহাতী ও বলাইশিমুল ইউনিয়নের নোয়াদিয়া গ্রামে এসব ঘটনা ঘটে। নিহত দুই ব্যক্তি হলেন পিজাহাতী গ্রামের তাহের উদ্দিনের ছেলে কবির (৫০) এবং নোয়াদিয়া গ্রামের জালু মিয়ার ছেলে সোহেল মিয়া (২০)।

একই গ্রামের আমান মিয়ার ছেলে আলী হোসেন ও কামাল মিয়ার পূর্বশক্রুতা চলে আসছিল।

সোমবার সন্ধ্যায় স্থানীয় বাজারে মানিক মিয়ার দোকানে কেরাম খেলা নিয়ে দুপক্ষের লোকজনের মধ্যে বাগবিতণ্ডা হয়।

একপর্যায়ে দুপক্ষের লোকজন মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে প্রতিপক্ষের কুড়ালের আঘাতে গুরুতর আহত হয় সোহেল মিয়া। পরে তাকে প্রথমে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়দের বরাতে জানা গেছে, সোমবার পিজাহাতী গ্রামের পতিত জমিতে ফুটবল খেলার সময় দুইপক্ষের শিশুদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এ নিয়ে হামজা মিয়া ও আলিম উদ্দিনের লোকজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়।

এর জেরে মঙ্গলবার দুপুরে উভয়পক্ষের লোকজনের মধ্যে মারামারিতে হামজা মিয়ার চাচাতো ভাই কবির মিয়া আহত হন। পরে তাকে কেন্দুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

অপরদিকে নোয়াদিয়া গ্রামের সোহেল মিয়ার বড় ভাই আনিস মিয়ার সঙ্গে তার শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান চিকিৎসক। উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে রাতেই তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার দুপুরে সেখানে সোহেলের মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে কথা হলে কেন্দুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আলী হোসেন মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, আমি নিজে ঘটনাস্থল দুটি ঘুরে এসেছি। এসব ঘটনায় লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

# একনেকে ৯ প্রকল্প অনুমোদন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** উন্নয়ন প্রকল্পে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন পিডি (প্রকল্প পরিচালক) নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, মন্ত্রণালয়ের কোনো কর্মকর্তাকে পিডি হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া যাবে না। এক্ষেত্রে কোনো দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হয় না। সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের মাধ্যমে যাতে শুধু দালান তৈরি না হয়। সেদিকে নজর রাখতে হবে। কেননা বিল্ডিং তৈরির পর দেখা যায় লোকবল নেই, যন্ত্রপাতি নেই ফলে বিল্ডিং কোনো কাজে লাগে না। ভবিষ্যতে এসব কাজ করা যাবে না।

গ্রাম আদালত সক্রিয়করণসহ ৯ প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এগুলো বাস্তবায়নে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ হাজার ৭৩০ কোটি ৩৮ লাখ টাকা। এরমধ্যে সরকারি তহবিল থেকে ৬৩৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা, বৈদেশিক ঋণ সহায়তা থেকে ১ হাজার ৯৫ কোটি ৪২ লাখ টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থা থেকে ১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা ব্যয় করা হবে।

মঙ্গলবার অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর এসব নির্দেশনার কথা জানান পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান।

এর আগে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ও একনেক চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন পরিকল্পনামন্ত্রী এমএ মান্নান ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী ড. শামসুল আলম।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা সচিব সত্যজিত কর্মকার, আইএমইডির সচিব আবুল কাশেম মো. মহিউদ্দিন, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য ইমদাদউল্লাহ মিয়ান এবং পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব ড. শাহনাজ আরেফিন প্রমুখ।

পরিকল্পনামন্ত্রী জানান, বৈঠকে দেশীয় মাছ চাষে গুরুত্ব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি (প্রধানমন্ত্রী) বলেছেন, পিরানহা ও আফ্রিকান মাগুরের মতো মাছ চাষ বাদ দিয়ে দেশীয় পুঁটি, খলিসা, টেংরা ও চিংড়ি চাষ বাড়াতে হবে। সেই সঙ্গে চিংড়ি ঘেরে যদি বালু পড়ে যায় তাহলে বালু অপসারণ বা অন্য কোনো ফসল চাষ করা যায় কিনা- সে বিষয়ে চাষীদের পরামর্শ দিতে হবে। পাশাপাশি জমি পতিত ফেলে না রাখারও নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বলেছেন উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নিতে হবে।

‘এ ছাড়া উন্নয়ন প্রকল্পে বিদেশি গাড়ি না কিনে প্রগতির গাড়ি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রগতির জিপ ব্যবহার করলে দেশীয় কোম্পানি লাভবান হবে। এখন থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ না বলে বলতে হবে মানবসম্পদ উন্নয়ন। নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার বাদ দিতে হবে। প্রধানমন্ত্রী ডাল চাষ বাড়ানোরও নির্দেশ দিয়েছেন।’

ব্রিফিং এ পরিকল্পনামন্ত্রী বলেন, মূল্যস্ফীতি ফেব্রুয়ারিতে একটু বেড়েছে। মার্চেও বাড়বে। তবে তারপরে কমে যাবে। রোজার আগে অনেকে তেল, ডাল, পেঁয়াজ ও চিনি মজুত করে রাখে। যার কারণে দাম বাড়ে। এর প্রভাব পরে মূল্যস্ফীতিতে। তিনি বলেন, কার্তিক ও চৈত্র মাসে আমাদের দেশে খাবারের ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে একটু সংকট থাকে। তবে বোরো ধান যদি ভালোভাবে ঘরে তোলা যায় তাহলে সমস্যা থাকবে না। এ ছাড়া রেমিট্যান্স এবং রিজার্ভ ভালো থাকলে আমাদের আর কোনো চিন্তা নেই। এ সবই এখন ভালোর পথে।

একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প গুলো হচ্ছে, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রকল্প। এ ছাড়া ঢাকাস্থ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য ১১২টি আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প, পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা, দেশব্যাপী ভ্রাম্যমাণ লাইব্রেরি প্রকল্প, ঢাকা কারিগরি শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন, প্রি-পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন এবং গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (তৃতীয় পর্যায়) প্রকল্প।

# মাদারীপুরে চাঞ্চল্যকর রাজীব হত্যায় ২৩ জনের মৃত্যুদণ্ড

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** মাদারীপুরে চাঞ্চল্যকর রাজিব হত্যা মামলায় ২৩ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৬ জনের যাবজ্জীবন এবং ৪ জনকে খালাস দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২১ মার্চ) বিকালে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক লায়লাতুন ফেরদৌস এ রায় দেন।

তিনি বলেন, এ মামলায় মোট ৩৬ জন আসামি ছিলেন। রায় ঘোষণার সময় আদালতে ২২ আসামি উপস্থিত ছিলেন। বিচার চলাকালে তিন আসামি মারা গেছেন। যাবজ্জীবনপ্রাপ্ত ৬ আসামিকে ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করেছে বলেও জানান আইনজীবী।

মামলার বিবরণ ও আদালত সূত্র জানায়, ২০১২ সালের ১ সেপ্টেম্বর সকালে মামা আলী হাওলাদারের নার্সারিতে কাজ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন রাজিব সরদার। পথে পৌর শহরের হরিকুমারিয়া এলাকায় পৌঁছালে পূর্ব শক্রুতার জের ধরে কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে গুরুতর যখম করেন। এ অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে

প্রথমে মাদারীপুর সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানোর সময় পথেই তিনি মারা যান। এ ঘটনার তিনদিন পর নিহতের মামা আলী হাওলাদার বাদী হয়ে জামাল হাওলাদার, রহিম হাওলাদার, আছাদ হাওলাদারসহ ৪৭ জনকে আসামি করে মাদারীপুর সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

পরে সদর থানার তৎকালীন পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) রাজিব হোসেন তদন্তের পর ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ৩৬ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেন। আদালত মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাসহ নয়জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। যুক্তিতর্ক শেষে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে মঙ্গলবার এ আদেশ দেন বিচারিক আদালত।

# শওকত মাহমুদকে বিএনপি থেকে বহিষ্কার

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বিএনপির সব পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদকে। তিনি জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। এছাড়া বিএনপির সমর্থিত সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের আহ্বায়কও ছিলেন।

মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপির সহ-দফতর সম্পাদক মো. তাইফুল ইসলাম টিপুর পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারের তথ্য জানানো হয়। ২০১৬ সাল থেকে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শওকত মাহমুদ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘দলীয় শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে লিপ্ত থাকার সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে বিএনপি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিএনপি’র ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি’র প্রাথমিক সদস্য পদসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।’

এ বিষয়ে জানতে চাইলে শওকত মাহমুদ বলেন, ‘এটি দুঃখজনক। এর বাইরে এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে চাই না।’

এর আগে গত বছরের ৬ এপ্রিল দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ এনে তাকে একবার কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ওই বছরের ২৭ মার্চ জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে ‘পেশাজীবী সমাজ’ ব্যানারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিবাদে এক সমাবেশকে কেন্দ্র করে বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব স্বাক্ষরে শওকত মাহমুদকে নোটিশটি দেওয়া হয়।

তারও আগে ২০১৯ সালে ১৩ ডিসেম্বর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে শওকত মাহমুদকে কারণ দশানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। সেবার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে একটি সমাবেশকে কেন্দ্র করে তাকে এবং আরেক ভাইস চেয়ারম্যান হাফিজ উদ্দিন আহমেদকে ওই নোটিশ দেয়া হয়। তবে তারা শোকজের জবাব দেওয়ার পর তা সুরাহা হয়ে গিয়েছিল।

শওকত মাহমুদ বিএনপির পঞ্চম জাতীয় কাউন্সিলে বিএনপির চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা হিসেবে মনোনীত হন। পরে ৬ষ্ঠ কাউন্সিলে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছেন।

এছাড়া কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলা বিএনপির আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

# বাংলাদেশের দুর্নীতি দূরীকরণে কাজ করতে চায় যুক্তরাষ্ট্র : পিটার হাস

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** দুর্নীতি দূর করতে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী বলে জানান পিটার হাস। তিনি বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুর্নীতি দূর করতে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। যদি দুর্নীতি দূর করা যায় বাংলাদেশিরা যেমন মর্যাদা উপভোগ করতে পারবেন, তেমনি আরও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিদেশি বিনিয়োগের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে সক্ষম হবে।

দুর্নীতির প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বলেন, বিশ্বের প্রতিটি কোণায় দুর্নীতি রয়েছে। এটি এককে জায়গায় একেকভাবে বিদ্যমান। এখানে চালকের লাইসেন্স পেতে স্পিড মানি দিতে হচ্ছে। পাসপোর্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান, আপনার অতিরিক্ত খরচ হবে। আপনার কেনা জমির প্লট রেজিস্ট্রি করার জন্য কর্মকর্তাকে ঘুষ দিতে হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ঘটে যাওয়া দুর্নীতির প্রসঙ্গে উদাহরণ টেনে রাষ্ট্রদূত বলেন, দুঃখের বিষয়, আমার নিজের দেশেই কিছু বড় দুর্নীতির কেলেঙ্কারি ঘটেছে। দুঃখের বিষয়, আমার নিজের দেশে কিছু কুখ্যাত কেলেঙ্কারি ঘটেছে। তথাপি দুর্নীতির বহিঃপ্রকাশ এবং অপরাধীদের জবাবদিহিতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অনুঘটক করেছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্টতার কথা তুলে ধরেন পিটার হাস। তিনি জানান, ইউএস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট, ইউএসএআইডি, নতুন ব্যবসার জন্য

একটি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করতে বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানির সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। এটি নতুন ব্যবসা নিবন্ধনকে আরও স্বচ্ছ, দ্রুত এবং আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে।

তিনি বলেন, ইউএসএআইডি অনুমোদিত অর্থনৈতিক অপারেটর প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সঙ্গেও কাজ করেছে। এ প্রচেষ্টা বন্দরে চালান ছাড়ার জন্য সরকারের পরিবর্তে বেসরকারি খাতকে ক্ষমতায়ন করে। ফলে প্রক্রিয়াটি আরও স্বচ্ছ হয়েছে এবং বেসরকারি খাত ও সরকারের মধ্যে আস্থার মাত্রা বাড়িয়েছে।

পিটার হাস জানান, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব কমার্সের কমার্শিয়াল ল' ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (সিএলডিপি) বাংলাদেশের আইনি ও ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতির জন্য কর্মশালা পরিচালনার জন্য প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ অথরিটি বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করে। সিএলডিপি ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সঙ্গেও কাজ করে, যা আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়ে পৌরসভার শাসন ব্যবস্থাকে উন্নত করে।

রাষ্ট্রদূত আরও জানান, মার্কিন বিচার বিভাগ দুর্নীতি দমন কমিশনের তদন্তকারী এবং আইনজীবীদেরকে কীভাবে অর্থ পাচারের তদন্ত ও বিচার করতে হয়, কীভাবে ইলেকট্রনিক প্রমাণ ব্যবহার করতে হয় এবং কীভাবে আর্থিক অপরাধের তদন্ত করতে হয় সেগুলোর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। এটি বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট এবং আন্তর্জাতিক দুর্নীতি দমন সমন্বয় কেন্দ্রের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত বলেন, নাগরিকরা ইলেকট্রনিকভাবে বিল, জরিমানা এবং কর পরিশোধ করতে পারে। এই ধরনের প্রক্রিয়া আমলাদের জন্য তাদের নিজস্ব পকেটে পাবলিক তহবিল অতিরিক্ত চার্জ বা ভুল স্থানান্তর করার সুযোগ হ্রাস করবে।

দুর্নীতির দৃষ্টান্ত তদন্ত ও প্রকাশে সুশীল সমাজ এবং গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলে মনে করেন পিটার হাস।

# ইভিএম নিয়ে বিপাকে নির্বাচন কমিশন

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম) নিয়ে বিপাকে নির্বাচন কমিশন। ১ লাখ ১০ হাজার ইভিএম মেরামতের জন্য নির্বাচন কমিশন (ইসি) সরকারের কাছে, যে ১২শ ৬০ কোটি টাকা চেয়েছিল তা পাওয়ার নিশ্চয়তা এখনো মেলেনি। তাই জাতীয় নির্বাচনে কত আসনে ইভিএমে ভোট হবে সে সিদ্ধান্ত ইসি নিতে পারছে না। অন্যদিকে, আরপিও সংস্কারে আইন মন্ত্রণালয় ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার আনিছুর রহমান।

রাজধানীর নির্বাচন ভবনে গতকাল সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, গত ১৫ মার্চের কমিশন বৈঠকে আমরা অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটা চিঠি দেওয়ার জন্য বলেছি। এক লাখ ১০ হাজার ইভিএম মেরামতের জন্য এক হাজার ২৬০ কোটি টাকার মতো লাগবে। সেটা পাওয়া যাবে কি না, নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটা চিঠি দিতে বলেছি। সেটা রেডি হয়েছে। মঙ্গলবার যেতে পারে।

কেন এ চিঠি দিচ্ছেন-এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, টাকার নিশ্চয়তা আমরা এখনো পাইনি। কাজেই টাকার নিশ্চয়তা না হলে আমরা এ কাজ করবো, শেষ পর্যন্ত দিতে পারবো না টাকা সেটা তো ঠিক হবে না। টাকার নিশ্চয়তা যদি পাওয়া যায়, আমরা অর্থবছর ভিত্তিক এ অর্থবছরে অর্ধেক দেওয়ার জন্য, পরবর্তী অর্থবছরে বাকি অর্ধেক দেওয়ার জন্য এ রকম একটা প্রস্তাব আমরা পাঠাচ্ছি। যদি অর্থ বিভাগ টাকা সংস্থান করে তাহলে আমরা ইভিএমের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে উপনীত হবো। অন্যথায় যদি টাকা না পাওয়া যায় তাতেও আমাদের সিদ্ধান্তে আসতে হবে কী করবো। ব্যালটে কতটা করবো বা ইভিএমে আদৌ করবো কি-না। কাজেই সবটাই নির্ভর করবে অর্থ প্রাপ্তির ওপর।

কবে নাগাদ এ সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন-এমন প্রশ্নে জবাবে এ কমিশনার বলেন, আমরা তো আর মানে একেবারে অনির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বসে থাকতে পারবো না। আমরা যদি টাকা হাতে পাই, তাতে ইভিএম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) বলেছে যে তাদের ছয় মাস সময় দিতে হবে মেরামত করার জন্য। কাজেই আমরা তো মনে করি এখনই হাই টাইম।

# বাংলাদেশে ১৮ সালের নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি : যুক্তরাষ্ট্র

**বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা :** বাংলাদেশে ইন্টারনেট স্বাধীনতায় রয়েছে গুরুতর বিধিনিষেধ। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ এবং জমায়েতের স্বাধীনতায় ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। সংগঠনের ওপর, তহবিল অথবা বেসরকারি সংগঠন ও নাগরিক সমাজের সংগঠনের বিরুদ্ধে রয়েছে কঠোর আইন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মারাত্মক ও অযৌক্তিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এছাড়া রয়েছে সরকারের ভয়াবহ দুর্নীতি। অভ্যন্তরীণ অথবা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠনের বিরুদ্ধে সরকার মারাত্মকভাবে বিধিনিষেধ দিয়েছে যা হয়রানিমূলক।

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কড়া সমালোচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ২০২২ সালে বৈশ্বিক মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এই সমালোচনা করা হয়। সোমবার প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের বিষয়ে শুরুতেই ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, ওই নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ টানা তৃতীয়বার ৫ বছর মেয়াদে ক্ষমতায় আসে। কিন্তু ওই নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু ছিল না বলে মত দিয়েছেন পর্যবেক্ষকরা। এর কারণ ব্যালট বাক্স ভরে ফেলা, বিরোধী দলীয় এজেন্ট ও ভোটারদের ভীতি প্রদর্শনসহ নানা অনিয়ম।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, রাজনৈতিক কারণে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয় নিরাপত্তার হুমকির কথা বলা হয়।

মার্কিন রিপোর্টে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের বিচারকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে পর্যবেক্ষকদের তরফ থেকে বলা হয়। এতে আরও বলা হয়, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড গত বছর অব্যাহত ছিল। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা বহু নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। তাদের অপরাধ এবং দুর্নীতি থেকে দায়মুক্তি দেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের মধ্যে আছে পুলিশ, সীমান্ত প্রহরী, সন্ত্রাস বিরোধী ইউনিট এবং র‌্যাব। তারা অভ্যন্তরীণ এবং সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করেন। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় সেনাবাহিনীর কিছু দায়িত্ব আছে। নিরাপত্তা রক্ষাকারীরা রিপোর্ট করেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। আর সেনাবাহিনী রিপোর্ট করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়, যেসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে রয়েছে জোরপূর্বক গুম, নির্যাতন ও নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা, সরকার দ্বারা অশোভন আচরণ ও শাস্তি দেয়াসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড। জেলখানায় রয়েছে কষ্টকর ও জীবনের প্রতি হুমকির মতো পরিস্থিতি। খেয়াল-খুশিমতো গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের জেলে আটকে রাখা হয়েছে অথবা আটক দেখানো হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় রয়েছে গুরুতর সমস্যা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় খেয়াল-খুশিমতো অথবা বেআইনিভাবে হস্তক্ষেপ করা হয়। কোনো আত্মীয় অপরাধ করেছেন এমন হলে তার পুরো পরিবারের সদস্যদের শাস্তি দেয়া হয়। মুক্ত মত প্রকাশ এবং মিডিয়ার স্বাধীনতায় আছে গুরুতর বিধিনিষেধ। রয়েছে সাংবাদিকদের প্রতি নানা হুমকি।

অন্যায়ভাবে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা হয় অথবা বিচারের মুখোমুখি করা হয়। আছে সেন্সরশিপ।

ঘাটতি দেখা গেছে লিঙ্গগত সহিংসতার জবাবদিহিতায়। এতে আরও বলা হয়, স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন এবং শ্রমিকদের অধিকারের জন্য মুক্তভাবে সমাবেশ করা এবং সম্মিলিতভাবে দর কষাকষি করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের নিয়ম লঙ্ঘন এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে দায়মুক্তি দেয়ার বহু বিষয় রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছেন বা দুর্নীতিতে যুক্ত হয়েছেন তাদেরকে শনাক্ত করা, তদন্ত করা, বিচারের আওতায় আনা এবং শাস্তি নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকার খুব কমই পদক্ষেপ নিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় রিপোর্টে।

# উখিয়া ক্যাম্পে এলোপাতাড়ি গুলি, দুই রোহিঙ্গা নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কক্সবাজারের উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সন্ত্রাসীদের গুলিতে দুই রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরো একজন। মঙ্গলবার (২১ মার্চ) দুপুর ২টার দিকে উখিয়া উপজেলার ১৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা ক্যাম্প-১৩, জি/৪ এ আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা।

উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মোহাম্মদ আলী জানান, মঙ্গলবার দুপুরে ১৫/১৬ জনের একদল মুখোশধারী সন্ত্রাসী ১৩ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এসে এলোপাতাড়ি গুলি ছোঁড়ে। এক পর্যায়ে সন্ত্রাসীরা প্রতিপক্ষ রোহিঙ্গাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। খবর পেয়ে এপিবিএন পুলিশ ও উখিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে সন্ত্রাসীরা সটকে পড়ে।

গুলিতে রফিক নামে এক রোহিঙ্গা ঘটনাস্থলে নিহত হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রফিককে পার্শ্ববর্তী এমএসএফ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। এ ছাড়া গুলিবিদ্ধ ইয়াসিন নামের একজনকে গুরুতর আহত অবস্থায় জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ওসি আরো জানান, আধিপত্য বিস্তারের ঘটনা নিয়ে একটি রোহিঙ্গা সন্ত্রাসী গ্রুপ গুলি চালিয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। ক্যাম্পের পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে থানা পুলিশ ও এপিবিএন পুলিশ কাজ করে যাচ্ছে।

# কুলাউড়ায় ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

**কুলাউড়া সংবাদদাতা :** কুলাউড়ায় ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে আকস্মিকভাবে কুলাউড়া উপজেলার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া অর্ধঘন্টাব্যাপী ঘূর্ণিঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে ঘরবাড়ীসহ গাছপালার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়ে কুলাউড়া সদর, পৃথিমপাশা, টিলাগাওসহ বিভিন্ন ইউনিয়নে লন্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে ঘরবাড়ি ও দোকানপাট।

জানা যায়, দুপুর ১টার দিকে কুলাউড়ায় আকস্মিক ঝড় শুরু হয়। ঝড়ে উপজেলার টিলাগাঁও ইউনিয়ন এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঝড়ে টিলাগাঁও রেল স্টেশনের ঘরের টিন ও ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বাড়িঘর ও দোকানপাট লন্ড-ভণ্ড হয়ে যায়।

টিলাগাঁও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আবদুল মালিক জানান, ঝড়ে লালবাগ, আশ্রয়গ্রাম, ইছবপুর, বালিয়া, লহরাজপুর, সালামতপুর, কামালপুর, শাহপুর, বিজলী, আমানিপুর, পাল্লাকান্দি ও নইমপুর এলাকার প্রায় শতাধিক ঘরবাড়ি ও দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া ঝড়ের সময় টিলাগাঁও স্টেশনে আশ্রয় নেওয়া ৩ জন ও লালবাগ এলাকায় গাছ পড়ে ২ জন আহত হন বলে জানান তিনি।

উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. শিমুল আলী জানান, টিলাগাও এবং সদর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ক্ষয়ক্ষতির বিষয়টি তাকে প্রাথমিকভাবে অবহিত করেছেন।

# সিলেটে হত্যা মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

**সিলেট অফিস :** সিলেটে বাইসসাইকেল মেকানিক আবুল কালাম হত্যা মামলায় ৩ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে প্রত্যেকজনকে ২০ হাজার টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে আরো ৩ মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মো. শাহাদাৎ হোসেন প্রামাণিক এ রায় ঘোষণা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন, চাঁদপুরের মতলব থানার বইয়েরা গ্রামের মৃত সিরাজ মিয়ার ছেলে ও বর্তমানে সিলেট নগরের কানিসাইল এলাকার বাবুল মিয়ার কলোনির বাসিন্দা ঝাড়ু মিয়া, সিলেটের দক্ষিণ সুরমার বরইকান্দি এলাকার সবুজ মিয়ার ছেলে জাকির ও মৌলভীবাজারে কুলাউড়া উপজেলার পাঁচপীর গ্রামের আতর মিয়ার ছেলে লাল মিয়া ওরফে লালু।

বিষয়টি নিশ্চিত করেন সিলেটের দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) সরওয়ার আহমদ চৌধুরী। তিনি বলেন, মামলায় ১২ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ ও দীর্ঘ শুনানি শেষে রায় ঘোষণা করা হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় আদালতে কোনো আসামি উপস্থিত ছিলেন না। আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন রাষ্ট্রপক্ষের নিয়োজিত আইনজীবী ঝর্ণা বেগম।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণে জানা গেছে, ২০০৭ সালের ২৮ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে সিলেট নগরের বন্দরবাজারের সন্ধ্যাবাজার এলাকায় বাইসাইকেল মেরামতকারী আবুল কালাম দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তিনি সিলেট নগরের কাজীটুলা এলাকার দুলু মিয়ার কলোনির বাসিন্দা। এ ঘটনায় নিহত ব্যক্তির স্ত্রী সুমনা খাতুন বাদী হয়ে ২৯ নভেম্বর সিলেট মহানগর পুলিশের কোতোয়ালি থানায় হত্যা মামলা করেন।

২০০৮ সালের ৯ মে কোতোয়ালি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ সাইদ উদ্দিন আদালতে অভিযোগপত্র দেন। পরবর্তী সময় ২০১১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি এই মামলায় ৩ জনকে অভিযুক্ত করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দাখিল করেন কোতোয়ালি থানার এসআই রোকনুজ্জামান। পরবর্তীকালে ২০১৩ সালে মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হলে বিচারকার্য শুরু হয়।

# সিলেট জেলা বিএনপির পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে স্থান পেলেন যারা

**সিলেট অফিস :** আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীকে সভাপতি, এডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক করে সিলেট বিএনপির ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও ৯১ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা কমিটি অনুমোদন দিয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

রোববার সন্ধ্যায় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও ভারপ্রাপ্ত দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এতথ্য জানানো হয়েছে।

কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা হলেন, সহ-সভাপতি এডভোকেট আশিক উদ্দিন আশুক, মামুনুর রশিদ মামুন (চাকশু), শাহাব উদ্দিন আহমদ, আছকির আলী, শাহ জামাল নুরুল হুদা, ফখরুল ইসলাম ফারুক, একেএম তারেক কালাম, ইকবাল বাহার চৌধুরী, আজির উদ্দিন চেয়ারম্যান, শহিদ আহমদ চেয়ারম্যান, মাহবুবুর রব চৌধুরী ফয়সল, নজমুল হোসেন পুতুল, নাজিম উদ্দিন লস্কর, শাহাব উদ্দিন আহমদ, গোলাম রব্বানী, আব্দুন নুর চেয়ারম্যান, ইকবাল আহমদ, মাজহারুল ইসলাম ডালিম, সামিয়া বেগম চৌধুরী, লিলু মিয়া (সাবেক চেয়ারম্যান)।

যুগ্ম সম্পাদক-ইশতিয়াক আহমদ সিদ্দিকী, এডভোকেট হাসান আহমদ পাটোয়ারী রিপন, সিদ্দিকুর রহমান পাপলু, তাজরুল ইসলাম তাজুল, মামুনুর রশিদ মামুন, আনোয়ার হোসেন মানিক, এডভোকেট আবু তাহের, ওয়াহিদুজ্জামান চৌধুরী সুফি, কোহিনুর আহমদ, আবুল কাশেম, রফিকুল ইসলাম শাহপরান, ব্যারিষ্টার রিয়াসাদ আজিম হক আদনান।

কোষাধ্যক্ষ শাহ আলম স্বপন, সাংগঠনিক সম্পাদক-শামীম আহমদ, শফিকুর রহমান, মুশিকুর রহমান মুহি, সালেহা কবির শেপী, এডভোকেট আল আসলাম মুমিন। দপ্তর সম্পাদক এডভোকেট সাঈদ আহমদ, প্রচার সম্পাদক লোকমান আহমদ, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক শামীম হেলালী, প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক তাজ মোহাম্মদ ফখর উদ্দিন, আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট বদরুল ইসলাম চৌধুরী, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক তাসনিম শারমিন তামান্না, যুব বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মুমিনুল ইসলাম, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক রাহাত চৌধুরী মুন্না, শ্রম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রহমান, কৃষি বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হাফিজ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক শাকিল মোর্শেদ, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মকসুদ আহমদ, প্রবাসীকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক এম. মুজিবুর রহমান, শিশু বিষয়ক সম্পাদক সিদ্দিক আহমদ, স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক আবু নাসের পিন্টু, অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মোস্তাক আহমদ, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আল মামুন খান, মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট মুজিবুর রহমান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক নুমান উদ্দিন মুরাদ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক জয়নাল আহমদ রানু, প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক শরিফুল হক, পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক আলী আকবর, ক্ষুদ্র ঋণ ও সময়বায় বিষয়ক সম্পাদক আলাউদ্দিন রিপন, ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক স্টালিন, সাংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক আজিজুর রহমান ও সায়েদুল হক সুহেল, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান ও নজরুল ইসলাম, মৎস বিষয়ক সম্পাদক জালাল খান, তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মালেক।

সহ কোষাধ্যক্ষ এডভোকেট আহমেদ, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক- বাদশা আহমদ, অর্জুন ঘোষ, মনিরুল ইসলাম তোরন, আহাদ চৌধুরী শামীম। সহ দপ্তর সম্পাদক মাহবুব আলম, সহ প্রচার সম্পাদক শাহীন আলম জয়, সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডা. নাজিম উদ্দিন, সহ প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক আসাদ উদ্দিন, সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট ওবায়দুর রহমান ফাহমী, সহ মহিলা বিষয়ক সম্পাদক ফাহিমা কুমকুম ও সুলতানা রহমান দিনা, সহ যুব বিষয়ক সম্পাদক আলাউদ্দিন আলাই, সহ স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক নাজিম উদ্দিন পান্না, সহ ছাত্র বিষয় সম্পাদক ফজলে আহসান রাব্বী ও দেলোয়ার হোসেন দিনার, সহ শ্রম বিষয়ক সম্পাদক রুহেল আহমদ চেয়ারম্যান, সহ কৃষি বিষয়ক সম্পাদক শামসুর রহমান সুজা, সহ ক্ষুদ্র ঋণ বিষয়ক সম্পাদক বখতিয়ার আহমদ ইমরান, সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আহমদ সোলায়মান চেয়ারম্যান, সহ পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ইসমাইল হোসেন সেলিম, সহ তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক আকবর হোসেন ও মনিরুজ্জামান উজ্জল, সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক সুমেল আহমদ চৌধুরী, সহ সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক রায়হান এইচ খান, সহ স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক মামুনুর রশিদ মামুন ও এনাম আহমদ, সহ প্রবাসী কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল্লাহ মিছবাহ, সহ অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক বশির আহমদ, সহ ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিষয়ক সম্পাদক আক্তার হোসেন রাজু, সহ মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন চৌধুরী, সহ প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক জাহেদ আহমদ ও এনায়েত হোসেন রুহেল, সহ পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সারোয়ার হোসেন ও ইন্তাজ আলী চেয়ারম্যান, সহ সমবায় বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুনিম চেয়ারম্যান, সহ অর্থনীতি বিষয়ক সম্পাদক সাহেদ আহমদ রাসেল, সহ গণশিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হাসান মঈন উদ্দিন আহমদ, সহ শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক অলি চেয়ারম্যান ও তামিম ইয়াহিয়া, সহ তাঁতী বিষয়ক সম্পাদক শামসুর রহমান শামীম, সহ মৎস বিষয়ক সম্পাদক ইসলাম উদ্দিন।

সদস্যবৃন্দ- এম. ইলিয়াস আলী, তাহসিনা রুশদীর লুনা, আরিফুল হক চৌধুরী, আবুল কাহের চৌধুরী শামীম, এডভোকেট হাদিয়া চৌধুরী মুন্নী, এডভোকেট নুরুল হক, কামরুল হুদা জায়গীরদার, আলী আহমদ, আব্দুল মান্নান, ফয়সল আহমদ চৌধুরী, ব্যারিষ্টার আবরার ইলিয়াস, আব্দুল আহাদ খান জামাল, মাহবুবুল হক চৌধুরী, বাহরুল ইসলাম বাহার চেয়ারম্যান, জসিম উদ্দিন, রেজাউল করিম রায়হান, সাদিকুর রহমান টিপু, আলতাফ হোসেন সুমন, এডভোকেট নজরুল ইসলাম, আব্দুল করিম জোনাক, নজরুল ইসলাম, শিব্বির আহমদ রনি, তোফায়েল আহমদ সুহেল, একে আব্দুল্লাহ তাহের (সাবেক চেয়ারম্যান), এডভোকেট মামুন আহমদ রিপন চেয়ারম্যান, সৈয়দ এনায়েত হোসেন, নাজমুল আলম চেয়ারম্যান, জিয়াউল হক জিয়া, আফতাব আলী, আশরাফুল আলম বাহার, বজলুর রহমান ফয়েজ, সুহেল ইবনে রাজা, জহিরুল ইসলাম তানিম, রুহুল আমিন ও গোলাম কুদ্দুস কামরুল।

উপদেষ্টা কমিটি : এডভোকেট আব্দুল গফ্‌ফার, আবুল কাহির চৌধুরী, ময়নুল হক চৌধুরী, শেখ মখন মিয়া, আশিক উদ্দিন চৌধুরী, জিল্লুর রহমান জিলু, এডভোকেট এটিএম ফয়েজ, মহিউসসুন্নাহ চৌধুরী নার্জিস, মামুনুর রশিদ মামুন চেয়ারম্যান, আব্দুল হাকিম চৌধুরী, আহমেদুর রহমান চৌধুরী মিলু মিয়া, মুজাহিদ আলী, ফালাকুজ্জামান চৌধুরী জগলু, তৈমুর রহমান বিপুল, সুরমান আলী, আব্দুল লতিফ, ওসমান গনি, ডা. আব্দুল গফুর, এম.এ মছব্বির, খছির উদ্দিন চেয়ারম্যান, রেজাউর রহমান চৌধুরী, এডভোকেট কায়সার রশিদ বাহার, অধ্যাপক ডা. শাহনেওয়াজ চৌধুরী, আব্দুল হাই, মাসুক উদ্দিন, শওকত আলী, অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সুয়েব, অধ্যক্ষ নিজাম উদ্দিন তরফদার, আব্দুস শহিদ পংকী, মাসুক এলাহী, মোস্তফা কামাল, বশির আহমদ, আহমদ আলী, সিরাজ মিয়া, গৌছ উদ্দিন পাখি, কাজী মুহিবুর রহমান, আব্দুর রহিম, মকবুল আলী, কামরুল হাসান শহিন, আব্দুর রশিদ গৌছ খান, এনাই চেয়ারম্যান, এডভোকেট জুবায়ের আহমদ খান, মাহবুবুর রহমান ফয়সল, এডভোকেট কামাল হোসেন, আব্দুল মতিন, ইলিয়াস মেম্বার, আব্দুস শুকুর, মিনহাজুল ইসলাম চৌধুরী, লুৎফুর রহমান খোকন, জাহাঙ্গির শাহ হেলাল, ইসলাম উদ্দিন, গোলাম কিবরিয়া, আব্দুল বাতেন, আব্দুল বাসিত, ময়নুল হক, আব্দুল মতিন, কামাল শাহ, হাসান ইমাদ, গোলাম কিবরিয়া শাহিন, আখতার হোসেন জাহেদ, নজরুল খান, আব্দুল মান্নান, বদরুল ইসলাম জয়দু, ওয়ারিশ আলী, মুজাহিদ আহমদ, এবিএম জাকারিয়া, আব্দুল মান্নান, ফজলুর রহমান মাসুক, সামসুল হক, সালেহ আহমদ গেদা, শওকত আলী বাবুল, আব্দুস শুকুর, আশফাক আহমদ, হেলাল উদ্দিন, লুৎফুর রহমান, ফরিদ উদ্দিন, নিজাম জায়গীরদার, রফিক আহমদ, জসিম উদ্দিন, তসলিম আহমদ নিহার, মিজানুর রহমান রুমেল, আবিদুর রহমান, আম্বিয়া চৌধুরী, ডা. এনামুল হক, নুরুল আমিন দুলু, মিয়া আলমগীর হোসেন মজনু, টিপু সুলতান, বদরুল ইসলাম ও সালেক চৌধুরী।

# সিলেটে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর পেলেন আরও ৩ হাজার পরিবার

**সিলেট অফিস :** সিলেট বিভাগে প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘর ও ভূমি পেলেন আরো ৩ হাজার ৩৯টি পরিবার। বুধবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘর হস্তান্তর কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এর আগে সোমবার সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে এ তথ্য জানিয়েছেন সিলেট জেলা প্রশাসক মো. মজিবর রহমান। বিকেল ৩টায় জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান- এই ধাপে সিলেট বিভাগে মোট ৩ হাজার ৩৯টি পরিবারকে ভূমি ও ঘর প্রদান করা হবে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় ৬০৬, মৌলভীবাজারে ১ হাজার ৬, হবিগঞ্জে ৮১৫ ও সুনামগঞ্জে ৬১২টি ঘর প্রদান করা হবে।

জানা গেছে, সরকারের 'আশ্রয়ণের অধিকার, শেখ হাসিনার উপহার' স্লোগানে দেশব্যাপী ভূমি ও গৃহহীন পরিবারকে সরকারি জায়গায় ঘর তৈরি দেওয়ার ঐতিহাসিক প্রল্পের আলোকে ইতোমধ্যে তিন ধাপে ভূমি ও গৃহহীন পরিবারের কাছে আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপহারের ঘর সমঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এবার তৃতীয় ধাপের অবশিষ্ট ও চতুর্থ ধাপের ঘর বুঝিয়ে দেয়া হলো।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সিলেট জেলার বালাগঞ্জে ১০২, বিয়ানীবাজারে ৪৫, বিশ্বনাথে ৪৩, কোম্পানীগঞ্জে ৩৫, ফেঞ্চুগঞ্জে ১২, গোলাপগঞ্জে ৩২, গোয়াইনঘাটে ১৭০, জৈন্তাপুরে ৩২, কানাইঘাটে ১৮, সিলেট সদরে ৪৪, জকিগঞ্জে ৫৬ ও দক্ষিণ সুরমায় ১৭টি ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে।

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে ১৪৮, মৌলভীবাজার সদরে ১৬৭, রাজনগরে ১৫৬, কমলগঞ্জে ২০০, কুলাউড়ায় ৬৪, বড়লেখায় ১০৯ ও জুড়ীতে ১৬২টি ঘর দেয়া হয়েছে।

হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জে ৭২, নবীগঞ্জে ৩০০, বাহুবলে ১৩৭, বানিয়াচঙ্গে ১৭৭, চুনারুঘাটে ৯৭, হবিগঞ্জ সদরে ২৯ ও মাধবপুরে ৩টি ঘর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

সুনামগঞ্জের বিশ্বম্ভরপুরে ২২১, দিরাইয়ে ৯৫, দোয়ারাবাজারে ৮৮, তাহিরপুরে ২৫, সুনামগঞ্জ সদরে ১২৩ ও শান্তিগঞ্জে ৬০টি ঘর সমঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

# বড়লেখায় বড়বোনের প্রতি ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত দেখালেন ছোটভাই

**বড়লেখা প্রতিনিধি :** বড়বোনের প্রতি ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত করলেন ছোটভাই কোরআনে হাফেজ আব্দুর রাহিম (২৪)। তিনি নিজের জীবনের কথা না ভেবে তার একটি কিডনি দিয়ে বড় বোনের জীবন বাঁচিয়েছেন। ভাগ্যবতী বোনের নাম ফাহমিদা বুশরা ঝুমু (২৬)। তারা মৌলভীবাজারের বড়লেখার দক্ষিণভাগ দক্ষিণ ইউনিয়নের গাংকুল গ্রামের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী মজনুর রহমানের সন্তান।

সম্প্রতি ঢাকার সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালের চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. কামরুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসকরা রাহিমের দেওয়া কিডনি ঝুমুর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেছেন। বর্তমানে ভাই-বোন দু'জনেই সুস্থ রয়েছেন।

এদিকে, ফাহমিদার চিকিৎসার ব্যয়ভার সংগ্রহের পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছেন এলাকার লোকজন। তারা কয়েক মাসে ফাহমিদার চিকিৎসার তহবিল গঠন করে প্রায় ১৭ লাখ টাকা সংগ্রহ করেন। এর মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ টাকা ফাহমিদার চিকিৎসায় ব্যয় হয়েছে।

স্থানীয় ও ফাহমিদার পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গত বছরে ফাহমিদা বুশরা ঝুমুর সঙ্গে উপজেলার বর্ণি গ্রামের দুবাই প্রবাসী জাহেদ আহমদের বিয়ে হয়। একমাস পর ফাহমিদার স্বামী পাড়ি দেন বিদেশে। এরমধ্যে হঠাৎ ফাহমিদার কিডনির সমস্যা ধরা পড়ে। ফাহমিদাও চলে আসেন বাবার বাড়ি। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তার ফাহিমদাকে জানান, তার দুটি কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে। এরপর থেকে স্বামী জাহেদ ফাহমিদার কোনো খোঁজ-খবর নেননি। ডায়ালাইসিস করেও তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয়নি। এই অবস্থায় যেন অন্ধকার নামে ফাহিমদা ও তার পরিবারে। কারণ পরিবারের পক্ষে ফাহমিদার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা মোটেও সম্ভব ছিল না। আর কে দেবে ফাহমিদাকে একটি কিডনি? এই অবস্থায় পাশে দাঁড়ান ফাহিমদার ছোটভাই কোরআনে হাফেজ আব্দুর রাহিম। তিনি নিজের একটি কিডনি বোনকে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ফাহমিদার কিডনির সঙ্গে রাহিমের কিডনি মিলে যায়। কিন্তু কিডনি পাওয়া গেলেও বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রতিস্থাপনের ব্যয়ভার। কারণ চিকিৎসার খরচের জন্য এত টাকা ফাহমিদার পরিবার কোথায় পাবে। ফাহমিদার পরিবার বিষয়টি আত্মীয়-স্বজন ও স্থানীয় লোকজনকে জানান। এলাকার লোকজন ফাহমিদার পাশে দাঁড়ান। তারা ফাহমিদার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহনে 'ফাহিমদা চিকিৎসা সহায়তা তহবিল' গঠন করেন। এরপর অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন মানুষ হাত বাড়ান। প্রায় চারমাসে তহবিলে ১৭ লাখ টাকা সংগ্রহ হয়। সেই টাকা দিয়ে চলতি মাসের ৩ মার্চ ঢাকার সেন্টার ফর কিডনি ডিজিজেস অ্যান্ড ইউরোলজি (সিকেডি) হাসপাতালে রাহিমের দেওয়া কিডনি ঝুমুর দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করেন চিকিৎসকরা।

বোনকে কিডনি দেওয়ার বিষয়ে হাফিজ আব্দুর রাহিম বলেন, আমার বোন আমাকে খুব স্নেহ-আদর করেন। তাই তাকে বাঁচাতে আমার কিডনি দিয়েছি। আমার দেওয়া কিডনি তার দেহে সফলভাবে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এখন আমরা আল্লাহর রহমতে সুস্থ আছি।

ফাহিমদা চিকিৎসা সহায়তা তহবিলের আহ্বায়ক ও স্থানীয় ইউপি সদস্য সাহেদুল ইসলাম সুমন এবং ক্রীড়া ভাষ্যকার ফয়ছল রানা জানান, ফাহমিদা বুশরা ঝুমুর চিকিৎসার জন্য তহবিল গঠন করে দেশ-বিদেশের সবার সহযোগিতায় ১৭ লাখ টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। এই টাকা থেকে ফাহমিদার চিকিৎসার পেছনে ১৫ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। তারা বলেন, ফাহমিদাকে বাঁচাতে তারভাই হাফিজ আব্দুর রাহিম নিজের একটি কিডনি দিয়ে ভাইয়ের প্রতি বোনের ভালোবাসার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

# সিলেটে পর্দা নামলো ৬ দিনব্যাপি বরাক-সুরমা নাট্যোৎসবের

**সিলেট অফিস :** কথাকলি সিলেটের চার দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে ছয় দিনব্যাপি বরাক-সুরমা নাট্যোৎসব-২০২৩ সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে।

মঙ্গলবার উৎসবের শেষ দিনে মঞ্চস্থ হয়েছে শিলচরের নাট্যদল গণসুরের নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ'। শাঁওলী মিত্রের রচনায় নাটকটির নির্দেশনা দিয়েছেন সুব্রত রায়।

মঙ্গলবার সন্ধ্যা সোয়া ৭টা থেকে রিকাবীবাজার কবি নজরুল অডিটোরিয়ামের মঞ্চে নাটকটির মঞ্চায়ণ হয়।

'নাথবতী অনাথবৎ' নাটকটির সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা জানান, মহাকাব্য মহাভারতের অন্যতম চরিত্র, দ্রৌপদী। তাঁকে নিয়ে আবর্তিত হয়েছে এই মহাকাব্যের সবচেয়ে ঘটনাবহুল ও নির্ণায়ক অংশ। মূল ঘটনাপ্রবাহের সমান্তরালে এই অসামান্যা নারীর জীবনের নিজস্বতা নিয়ে শাঁওলি মিত্র রচনা করেছেন নাটক 'নাথবতী অনাথবৎ'। স্বচ্ছন্দ সাবলীলতায় এগিয়ে চলে, দর্শক-শ্রোতাকে তার কথকতার ভাষ্যের জালে জড়িয়ে নিয়ে

ধীরে ধীরে উন্মোচিত করে নারীজীবনের চিরন্তন জটিলতাকে। নারীর প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি , সুখ-দুঃখের যে জগৎ তা সামনে তুলে ধরেন শাঁওলি মিত্র, এ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ্যান যা আজও প্রাসঙ্গিক। পরিচালক সেই ধারা বেয়েই এগিয়ে চলেন, কোন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ তাঁকে নিতে হয় না। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্রই বর্ণময় এবং বহুলাংশে জটিল। এ জটিলতা শুধু রাজপুরুষের নয়, সাধারণ জীবনও এতে আন্দোলিত।

পরিচালক এই অসাধারণ নাটকে মূল রচয়িতার বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রেখে দর্শকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

নাটক শেষে উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সহকারী হাইকমিশনার নীরাজ কুমার জায়সওয়াল।

সমাপনী অনুষ্ঠানে কথাকলি সিলেটের দুজন সদস্য অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী ও অরিন্দম দত্ত চন্দন শিল্পকলা একাডেমি কর্তৃক আবৃত্তি ও নাটকে সম্মাননা লাভ করায় তাদেরকে সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ভারতের বরাক নদী অববাহিকা, আসামের শিলচর ও সুরমা নদী অববাহিকা সিলেটের নাট্যদলের অংশগ্রহণে এই উৎসবের সহযোগিতায় ছিল ভারতীয় হাইকমিশন, ঢাকা ও সিলেট সিটি করপোরেশন।

# কাতার থেকে লাশ হয়ে ফিরলেন এখলাছ

**বড়লেখা প্রতিনিধি :** স্বজনদের মুখে হাসি ফুটাতেই কয়েক বছর আগে প্রবাসে পাড়ি দিয়েছিলেন এখলাছ আহমদ (৪৩)। কথা ছিলো চলতি বছরের রোজার ঈদের পর তিনি দেশে ফিরবেন। তবে এর আগেই তিনি দেশে ফিরেছেন, জীবিত নয়, লাশ হয়ে।

কাতারে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার দুদিন পর দেশে পৌঁছেছে মৌলভীবাজারের বড়লেখার এখলাছ উদ্দিনের মরদেহ। মঙ্গলবার (২১ মার্চ) রাত আটটার দিকে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার লাশ এসে পৌঁছায়। সেখান থেকে স্বজনরা তার লাশ গ্রহণ করে অ্যাম্বুলেন্সযোগে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেছেন। এখলাছ বড়লেখা উপজেলার সুজানগর ইউপির উত্তর সুজানগর (তেরাকুড়ি) গ্রামের মৃত আরজান আলীর ছেলে। বুধবার (২২ মার্চ) সকাল ১১টায় সুজানগর ইউপির উত্তর সুজানগর (তেরাকুড়ি) গ্রামের কবরস্থানের পাশের মাঠে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, এখলাছ আহমদ প্রায় ১৩-১৪ বছর আগে কাতারে পাড়ি দেন। সেখানে তিনি কফিলের অধীনে গাড়ি চালাতেন। গত ১৯ মার্চ সকাল সাড়ে ১১টায় এখলাছ আহমদ ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তাকে কাতারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ওইদিনই হাসপাতালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এখলাছ পারিবারিক জীবনে এক কন্যা সন্তানের জনক।

গত ১৯ মার্চ তিনি কাতারে ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। পরে সেখানকার একটি হাসপাতালে নেওয়ার পর তিনি মারা যান। সেখানে আইনি প্রক্রিয়া শেষে সোমবার লাশ দেশের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

# সিলটি নাগরী ভাষাকে রাষ্ট্রের ২য় ভাষার স্বীকৃতি দাবীতে স্মারকলিপি

সিলেট অফিস : বর্ণমালা সমৃদ্ধ প্রাচীন সিলটি নাগরী ভাষাকে বাংলাদেশের ২য় রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতির দাবীতে সিলটি পাঞ্চায়িত কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার দুপুর সিলেটের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বরাবরে স্মারকলিপি প্রদান করেছেন নেতৃবৃন্দ।

সিলেটের জেলা প্রশাসকের পক্ষে স্মারকলিপি গ্রহণ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) এ.এস.এম কাসেম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুর্নীতি মুক্তকরণ বাংলাদেশ ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মকসুদ হোসেন, সিলেট বিভাগ গণদাবী ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি চৌধুরী আতাউর রহমান আজাদ এডভোকেট, সিলটি পাঞ্চায়িত কমিটির সাধারণ সম্পাদক মোঃ তাজ রীহান জামান এডভোকেট, বদরুল আহমদ চৌধুরী এডভোকেট, সাংবাদিক চৌধুরী দেলওয়ার হোসেন জিলন, নেপাল চন্দ্র চন্দ এডভোকেট, সিলটি পাঞ্চায়িত নেতা কবি কামাল আহমদ, চৌধুরী সামিউর রহমান সায়েম এডভোকেট, বাউল ফকির আলাউদ্দিন জালালী, শিক্ষানবীশ আইনজীবী আনিকা তাইসিন, আবু তাহের লিটন, নাঈম আহমদ, দ্বিজেন্দ্র লাল শর্মা প্রমুখ।

# সুনামগঞ্জে শিলাসহ বৃষ্টি, ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা

সুনামগঞ্জ সংবাদদাতা : সুনামগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার শিলাবৃষ্টি হয়েছে। এতে বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছে কৃষকরা।

মঙ্গলবার (১৪মার্চ) সুনামগঞ্জ জেলা সদর, র্ধমপাশা, তাহিরপুরসহ বিভিন্ন উপজেলার শিলাবৃষ্টি হয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেলে জেলা র্ধমপাশা উপজেলার উত্তর রাজাপুর ইউনিয়নসহ বিভিন্ন স্থানে শিলাবৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে, সন্ধ্যার আগে জেলার তাহিরপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন শিলা বৃষ্টি হয়েছে। তবে শিলা বৃষ্টিতে কোথাও কোনো ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ধর্মপাশা উপজেলার উত্তর রাজাপুর ইউনিয়নের কৃষক শাকিল মিয়া বলেন, আমাদের এলাকায় প্রচুর পরিমাণে শিলাবৃষ্টি হয়েছে। বছরের শুরুতেই এমন শিলাবৃষ্টি হওয়ায় বোরো ফসল নিয়ে আতংকে আছি।

তাহিরপুর উপজেলার মাটিয়ান হাওর পাড়ের কৃষক রমিজ উদ্দিন জানান, সন্ধ্যার আগে ঝড়ো হাওয়াসহ থেমে থেমে বৃষ্টি হয়, সঙ্গে শিলা বৃষ্টি হয়েছে। তবে শিলার পরিমাণ কম ছিল।

জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক বিমল চন্দ্র সোম জানান, শিলাবৃষ্টিতে বোরো ফসলের কোনো ক্ষতি হয়নি।

# পাকিস্তানে হামলায় ব্রিগেডিয়ারসহ ৪ সেনা নিহত

পোস্ট ডেস্ক : পাকিস্তানে পৃথক দুটি হামলায় সেনাবাহিনীর এক ব্রিগেডিয়ারসহ অন্তত তিন সেনা নিহত হয়েছেন। মঙ্গলবার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান এবং ডেরা ইসমাইল খান এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া হামলায় ওই সেনা কর্মকর্তার গাড়ির চালকও মারা গেছেন।

পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীর জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআরের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে বুধবার এ খবর দিয়েছে ডন ও এক্সপ্রেস ট্রিবিউন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এদিন দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে ব্রিগেডিয়ার মোস্তফা কামাল বারকি সামনে থেকে একটি এনকাউন্টারের নেতৃত্ব দেওয়ার সময় নিহত হন। এ সময় সাত সেনা আহত হন। তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

পুলিশ সূত্রের বরাত দিয়ে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, ব্রিগেডিয়ার বারকি আঙুর আদা থেকে ওয়ানার দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় আফগান সীমান্তের কাছে খামরাং এলাকায় হামলার শিকার হন। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে সংঘটিত হামলায় তার চালকও মারা গেছেন।

গভীর রাত পর্যন্ত কোনো গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেনি। ব্রিগেডিয়ার বারকির পরিবারও তার নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে।

আইএসপিআর বলেছে, ব্রিগেডিয়ার বারকি এবং তার দল একটি এনকাউন্টারের সময় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং মাতৃভূমির শান্তির জন্য এই সেনা অফিসার তার জীবন উৎসর্গ করেন। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দেশের প্রতিটি ইঞ্চি থেকে সন্ত্রাসবাদের হুমকি নির্মূল করার জন্য দৃঢ় সংকল্প ও অঙ্গীকার করেছে।

এর আগে আরেকটি এনকাউন্টারে ডেরা ইসমাইল খানে তিনি সেনা নিহত হয়েছেন। এ সময় তিন সন্ত্রাসীকে হত্যা করতে সক্ষম হন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা। সেই সঙ্গ সন্ত্রাসীদের হেফাজত থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জব্দ করা হয়।

আইএসপিআরের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার অভিযান অব্যাহত থাকায় নিরাপত্তা বাহিনী গত তিন মাসে অন্তত ১৪২ জঙ্গিকে হত্যা করেছে। এই সময়ে সারা দেশে নিরাপত্তা বাহিনী ৬ হাজার ৯২১টি অভিযান পরিচালানা করে এক হাজারের বেশি জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছে।

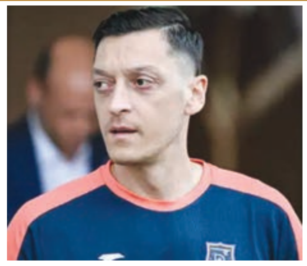

# ফুটবলকে বিদায় জানালেন ওজিল

**পোস্ট ডেস্ক :** রিয়াল মাদ্রিদ ও আর্সেনালের সাবেক তারকা মিডফিল্ডার ও জার্মানির হয়ে বিশ্বকাপজয়ী ফুটবলার মেসুত ওজিল পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। বুধবার এক টুইটবার্তা বিষয়টি নিজেই নিশ্চিত করেন তুর্কি বংশোদ্ভূত জার্মানির এই তারকা ফুটবলার। টুইটারে ওজিল লেখেন, 'প্রায় ১৭ বছর ধরে একজন পেশাদার ফুটবলার হিসেবে খেলার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। দারুণ সুযোগের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাম্প্রতিক সপ্তাহ এবং মাসগুলোতে কিছু ইনজুরিতে ভুগছিলাম। এটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ফুটবলের বড় মঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার সময় এসেছে।' তিনি আরও লেখেন, 'আমি শালকে, ব্রেমেন, রিয়াল মাদ্রিদ, আর্সেনাল, ফেনারবাচ ও বাসাকসেহিরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই যারা আমার কোচ ছিলেন, ধন্যবাদ আমার সতীর্থ ও বন্ধুদের প্রতিও।' এর আগে ২০১৮ রাশিয়া বিশ্বকাপের পরই হুট করে ওজিলের অবসর নেওয়ায় আলোচনা-সমালোচনা কম হয়নি। সেই সময় জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএফবি) বিরুদ্ধে বর্ণবাদ ও জাতিগত বিদ্বেষের অভিযোগ তুলেছিলেন এই ফুটবলার।

ওজিল জার্মানির হয়ে ৯২ ম্যাচে ৯৩ গোল করেন। ২০১৪ বিশ্বকাপ জয়ে রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ক্লাব ক্যারিয়ারে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫৯৮ ম্যাচ খেলে ৯৮ গোল করেছেন ওজিল। এর মধ্যে রিয়াল মাদ্রিদে ২৮টি এবং আর্সেনালের জার্সিতে ৪৪ গোল করেছেন তিনি।

# যুক্তরাষ্ট্রে পতনের ঝুঁকিতে আরও ২০০ ব্যাংক

**পোস্ট ডেস্ক :** যুক্তরাষ্ট্রে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের মতো আরও অন্তত ২০০টি ব্যাংক পতনের ঝুঁকির মুখে রয়েছে। বাইডেন প্রশাসন সম্প্রতি অস্থিতিশীল বাজার শান্ত করতে একাধিক পদক্ষেপ নিলেও পতনের শঙ্কা কাটিতে উঠতে পারেনি এসব ব্যাংক। নতুন এক গবেষণায় উঠে এসছে এমন তথ্য।

যুক্তরাষ্ট্রের চারজন বিশেষজ্ঞের গবেষণা রিপোর্টের (এসআইভিবি) বরাত দিয়ে দ্য নিউইয়র্ক পোস্ট ও আরটি শনিবার জানিয়েছে, প্রায় ২০০টি মার্কিন ব্যাংক সিলিকন ভ্যালি ব্যাংকের ভাগ্যবরণ

করতে পারে। ১৮৬টি ব্যাংক তাদের তহবিল তুলে নিলে ব্যর্থ হতে পারে। শেয়ার বাজারে ধস ও সুদের হার দ্রুত বৃদ্ধির কারণে মার্কিন ব্যাংকগুলো অবাস্তব লোকসানের মুখে পড়েছে।

মার্কিন অর্থনীতিবিদের এই গবেষণা প্রতিবেদনটি সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ নেটওয়ার্কে গত সপ্তাহে প্রকাশ হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০২২ সালের ৭ মার্চ থেকে ২০২৩ সালের ৬ মার্চ পর্যন্ত মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক শতকরা ৪ দশমিক ৫৭ ভাগ সুদের হার বাড়িয়েছে যার কারণে এই সময়ে ব্যাংকগুলোর গচ্ছিত সম্পদের মূল্য উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমে গেছে।

ব্যাংকগুলো সুদের হার বাড়িয়ে উচ্চহার সুদে ঋণ দিয়ে নিজেরা লাভবান হয়েছে, অন্যদিকে অনেক ব্যাংক তাদের অতিরিক্ত নগদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মার্কিন ট্রেজারিতে রেখে দিয়েছে। কিন্তু সুদের হার বাড়ানোর কারণে এইসব গচ্ছিত বন্ডের মূল্য এখন মারাত্মকভাবে কমে গেছে। এর আগে গত সপ্তাহে তিন দিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রের দুই ব্যাংকের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় কর্তৃপক্ষ।

গত ১০ মার্চ সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক বন্ধ ঘোষণা করে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ফাইন্যান্সিয়াল প্রটেকশন অ্যান্ড ইনোভেশন। এরপর ব্যাংকের সম্পদের নিয়ন্ত্রণ নেয় ফেডারেল ডিপোজিট ইনস্যুরেন্স করপোরেশন (এফডিআইসি)।

অন্যদিকে সিলিকন ভ্যালি ব্যাংক বন্ধের তিনদিনের মাথায় ১২ মার্চ নিউইয়র্কের সিগনেচার ব্যাংক বন্ধের ঘোষণা দেয় নিয়ন্ত্রক সংস্থা।

বলা হচ্ছে, এটি ২০০৮ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাংকিং খাতের সবথেকে বড় পতন। সংশ্লিষ্ট গবেষকরা বলছেন, আগামীতে দেশটির শতাধিক ব্যাংক একই ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

# দেশে কমছে হজের খরচ, বাড়লো নিবন্ধনের সময়

**পোস্ট ডেস্ক :** হজের খরচ ১১ হাজার ৭২৫ টাকা কমে নিবন্ধনের সময় বাড়ল ২৭ মার্চ পর্যন্ত। পরিবর্তিত প্যাকেজে বুধবার থেকে নিবন্ধন চলবে। বুধবার (২২ মার্চ) দুপুরে ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ-১ শাখার উপ-সচিব আবুল কাশেম মোহাম্মদ শাহীন এ তথ্য জানান।তিনি

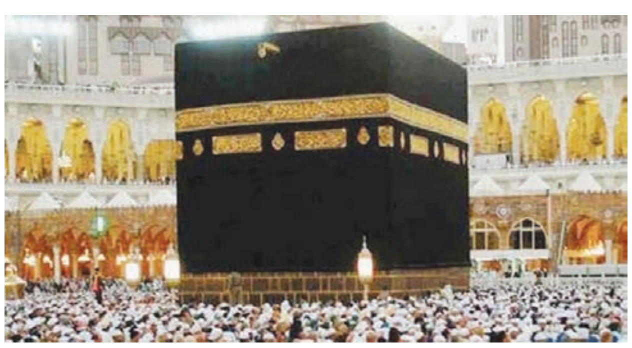

বলেন, বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশের জন্য সউদি আরব মিনার 'এ', 'বি', 'সি' ও 'ডি' ক্যাটাগরির তাবুর খরচ বাবদ ৪১৩ সউদি রিয়াল কমিয়েছে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১১ হাজার ৭২৫ টাকা।

যারা ইতোমধ্যে আগের ফি অনুযায়ী নিবন্ধন করেছেন, তাদের খাবারের টাকার সঙ্গে এই পরিমাণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্যাকেজ মূল্য হ্রাস পাওয়া ও হজযাত্রীদের বয়সসীমা না থাকায় অনেকে নতুন করে হজে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ফলে পরিবর্তিত প্যাকেজে নিবন্ধনের সময়সীমা আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত বাড়ানো হলো।উল্লেখ্য, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে হজযাত্রীদের নিবন্ধন প্রক্রিয়া শুরু হয়। নির্ধারিত কোটা পূরণ না হওয়ায় চতুর্থ দফায় নিবন্ধনের সময় বাড়ানো হয়। মঙ্গলবার (২১ মার্চ) হজ নিবন্ধনের চতুর্থ দফার শেষ দিন থাকলেও কাঙ্ক্ষিত সাড়া পায়নি ধর্ম মন্ত্রণালয়।

হজ নিবন্ধন পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, এখনো নিবন্ধনের বাকি ১১ হাজার ৬০৪ জন। এর মধ্যে সরকারিভাবে ৫ হাজার ১৭৩ আর বেসরকারিভাবে হজে যেতে নিবন্ধনের বাকি রয়েছে ৬ হাজার ৪৩১ জন।ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজযাত্রী প্রাক-নিবন্ধন সিস্টেমের হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩ সালে হজে যেতে ইচ্ছুক ২ লাখ ৪৯ হাজার ২২৪ জন প্রাক-নিবন্ধন করেছিলেন। এদের মধ্যে সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধন করেছিলেন ৮ হাজার ৩৯১ জন। আর বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রাক-নিবন্ধন করেছিলেন ২ লাখ ৪০ হাজার ৮৩৩ জন।

আগামী ২১ মে থেকে হজযাত্রীদের নিয়ে প্রথম ফ্লাইট সউদি আরবের জেদ্দার উদ্দেশে রওনা হবে। আগামী ২১ মে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বিজি ৩০০১ নামে একটি ফ্লাইট ঢাকা ত্যাগ করবে হজযাত্রীদের নিয়ে। ফ্লাইটটি জেদ্দা বিমানবন্দরে স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ৭টায় অবতরণ করবে। এছাড়া এ বছর প্রি-হজ ফ্লাইটে মোট ১৬০টি ডেডিকেটেড ফ্লাইট পরিচালনা করবে বাংলাদেশ বিমান। আগামী ২২ জুন বিমানের প্রি-হজ ফ্লাইট শেষ হবে।

ড. ফজলে এলাহী
মোহাম্মদ ফয়সাল

# “বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রবাসীগণের ও রেমিটেন্সের ভূমিকা”

বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করছে। দেশের জি.ডিপি বৃদ্ধির ফলে মাথা পিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জীবযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় উন্নত হচ্ছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করছে গার্মেন্টস শিল্পের বিকাশ এবং রেমিটেন্সের বৃদ্ধি। ২০২১ সালের বাংলাদেশের রেডিমেইড গার্মেন্টস রপ্তানীর পরিমান ছিলো প্রায় ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৫শত কোটি টাকা যা সেই সময়ের জি.ডি পি এর ৭.৫৬ শতাংশ। ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্ত মোট রেমিটেন্সের পরিমান ছিলো প্রায় ২ লাখ ৩৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা যা জি.ডি.পি এর ৫.২৮%। ২০২২ সালে দেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিলো ২ লাখ ২২ হাজার ৬ শত কোটি টাকা যা জি.ডি.পি এর ৪.৫৫%। ২০২১ সালে বাংলাদেশ বিশ্বের সপ্তম রেমিটেন্স অর্জনকারী দেশ ছিলো। বাংলাদেশ সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং আমেরিকা, কুয়েত, যুক্তরাজ্য প্রভৃতি দেশ থেকে সর্বাধিক রেমিটেন্স পেয়ে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং আমেরিকার কাছ থেকে রেমিটেন্স পেয়েছে যথাক্রমে ৪২ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা, ২৬ হাজার ২শত কোটি টাকা এবং ২৫ হাজার ৪ শত ৭৬ কোটি টাকা। একটি জরীপে দেখা যায়, বাংলাদেশে প্রাপ্ত মোট রেমিটেন্সের ১৭.৩৯% ব্যয় হয় জমি ক্রয়ে, ৩৩.৪৫% ব্যবহৃত হয় বিনিয়োগে এবং সঞ্চয়ে হয় ১৩.৭৪%।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের প্রবাসীর সংখ্যা প্রায় ১কোটি ৩০ লাখ। ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবে বসবাস করেন প্রায় ২৫ হাজার প্রবাসী, সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১২ লাখ এবং যুক্তরাজ্যে এর সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। ২০২২ সালের অক্টোবর, নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসে দেশে সর্বোচ্চ ১০,২৫০ কোটি টাকা রেমিটেন্স এসেছে আমেরিকা থেকে এবং সৌদি আরব থেকে এসেছে প্রায় ৯,৬৫০ কোটি টাকা। আমেরিকায় অবস্থারত বাংলাদেশী প্রবাসীগনের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক থাকার ফলে আমেরিকা থেকে প্রচুর পরিমাণ রেমিটেন্স এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক যাচ্ছেন। বাংলাদেশের প্রায় ৫ কোটি জনগন প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রেমিটেন্সের মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। ২০১৯ সালে দেশ থেকে প্রায় ৭ লাখ শ্রমিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গেছেন। ২০২১ সালে এর সংখ্যা ছিলো প্রায় ৫ লাখ ৪০ হাজার। বিভিন্ন দেশে গমনকারী শ্রমিকের মাঝে প্রায় ৭৫% শ্রমিক অদক্ষ শ্রেণীর। এ দুই বছরের বিদেশ গমনকারী শ্রমিকগণের ৯০% এর চেয়ে বেশি গমন করেছেন সৌদি আর এবং ওমানে। বিদেশে গমনকারী অদক্ষ শ্রমিকের মাঝে বেশির ভাগই কুমিল্লা এবং বি.বাড়িয়া জেলার অধিবাসী।

বিভিন্ন তথ্য এবং উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সৌদিআরব, ওমান, সংযুক্ত আরব-আমিরাত সহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং মালোয়েশিয়ায় অবস্থানরত বাংলাদেশের প্রবাসীগণের অধিকাংশই অদক্ষ শ্রমিক শ্রেণীর। তাদের কষ্টার্জিত অর্থ প্রধানত খরচ হচ্ছে পারিবারিক ব্যয় নির্বাহে। তাদের প্রেরিত অর্থে আমাদের গ্রামীন অর্থনীতি বিকাশ লাভ করছে । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্বে সুযোগ হয়েছিল সিলেট জেলার কানাইঘাটের গাছবাড়ী বাজারে যাবার। আশ্চর্য হলাম এবং দেখলাম, যে বাজারে ১৫/২০ বছর পূর্বে উল্ল্যেখ করার মত খুব একটা কিছু ছিল না কিন্তু বর্তমানে সে বাজারে এসি, ফ্রিজ, মোবাইল সেট ইত্যাদি সামগ্রী বিক্রি হচ্ছে। বড় ধরনের মিষ্টির দোকান, কনফেকশনারী ইত্যাদিতে বিদেশী প্রসাধনী সামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরনের বিলাসী পন্য বিক্রি হচ্ছে। প্রবাসীগনের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থে গ্রামীন অর্থনীতির চিত্র পাল্টে যাচ্ছে। বিলাসী পন্য ব্যবহারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বাড়ছে জীবনযাত্রার মান। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী প্রবাসী রয়েছেন। দেশে বৃহৎ বিনিয়োগ করতে আর্থিক ভাবে সক্ষম এমন প্রবাসীগণ এ দেশ সমূহে বাসবাস করেন। ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি দেশে বসবাসরত বাংলাদেশীগণ যারা দর্ঘদিন ধরে সেসব দেশে অবস্থান করছেন তাঁদের অনেকেই বাংলাদেশে থাকা তাদের সম্পত্তিসমূহ ইতিমধ্যেই বিক্রি করে ফেলেছেন অথবা বিক্রয়ের আগ্রহ প্রকাশ করছেন। এর ফলে তাদের পরবর্তী প্রজন্মের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্রামান্বয়ে হ্রাস পাবে এবং এতে দেশে প্রাপ্ত রেমিটেন্স হ্রাস পেতে পারে। কথা হলো, স্কুল জীবনের সহপাঠী এবং ইংল্যান্ডের স্টাফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটির শিক্ষক ড. শহীদুল হাসান বাপ্পীর সাথে যিনি ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষক ছিলেন। তিনি জানালেন চাকুরীজীবী এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশী প্রাবাসীগনের দেশে সম্পত্তি ক্রয়ের চেয়ে ইংল্যান্ডে সম্পত্তি ক্রয়ে আগ্রহ বেশী। বাংলাদেশে বিশ্বস্ত ব্যক্তির অভাব, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, সাম্প্রতিক বিভিন্ন ঘটনা ইত্যাদির কারনে দেশে অর্থবিনিয়োগে চাকুরীজীবীগণ আগ্রহ হারাচ্ছেন। প্রক্ষান্তরে, ব্যবসায়ীক মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বিনিয়োগে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, সিলেট শহরের রোজ ভিউ হোটেল, গ্রান্ড সিলেট হোটেল, হবিগঞ্জের বাহুবলে অবস্থিত দি প্যালেস রিসোর্ট, সিলেটের বারাকা পাওয়ার লিমিটেড কোম্পানী, বিভিন্ন রিসোর্ট, শপিং মল, বিভিন্ন হাসপাতাল ইত্যাদিতে ইংল্যান্ডে অবস্থানরত প্রবাসীগণের প্রচুর বিনিয়োগ রয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার লক্ষ্যে আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডে অবস্থানরত ধর্নাট্য শ্রেণীর ব্যক্তিগণকে দেশে বিনোয়োগে আগ্রহী করে তোলার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধিকারী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিৎ।

দেশে অবস্থানরত সম্ভাব্য সক্ষম উদ্যেক্তাগণ বিভিন্ন ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহন করে প্রবাসীগণকে বিনোয়োগে আগ্রহী করা একান্ত প্রয়োজন। এতে দেশের সাথে প্রবাসীগণের এবং প্রবাসীগণের পরবর্তী প্রজন্মের সম্পর্ক বৃদ্ধি পাবে। প্রবাসীগণের মাধ্যমে প্রেরিত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চন্তে করা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় সংকোচন করা দরকার। প্রবাসীগণের সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণ ও তদারকি সংক্রান্ত সমস্যা, বিশ্বস্ত ব্যক্তির অভাব এবং ব্যবসায়ীক ঝুঁকি গ্রহনের অনীহা একটি বড় সমস্যা। প্রবাসীগণের বিনোয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগের খাতসমূহ সনাক্ত করা প্রয়োজন। বর্তমান প্রজন্মের অনেক প্রবাসী দেশে আসতে চাইলে অনেকক্ষেত্রে অত্মীয়-স্বজন ও পরিচিতগণের কাছ থেকে তেমন আগ্রহ দেখতে সক্ষম হন না। বিভিন্ন জনকল্যানমূলক এবং ধর্মীয় কর্মকান্ডে প্রবাসীগণের বিরাট অবদান রয়েছে। প্রবাসীগণ আমাদের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। প্রবাসীগণের সমস্যাগুলো চিহ্ন করে সেগুলো দূরীকরণের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা এবং এর সঠিক বাস্তবকরণ প্রয়োজন। প্রবাসীগণকে ধন্যবাদ। আপনাদের প্রেরিত কষ্টার্জিত অর্থে সমাজ, শহর কেন্দ্রীয় অর্থনীতি, গ্রামকেন্দ্রীক অর্থনীতি শক্তিশালী হচ্ছে। শুধু অর্থপ্রেরণই নয় বরং আপনাদের সুচিন্তিত মতামত এবং দিকনির্দেশনা আমাদের আত্মিক-অর্থনীতিক-সামাজিক উন্নয়নে একান্ত প্রয়োজন।

***ড. ফজলে এলাহী মোহাম্মদ ফয়সাল***
***অধ্যাপক***
***ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ,***
***শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।***

মোহাম্মদ মকিস মনসুর

# বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ সমগ্র জাতিকে মুক্তির মোহনায় দাঁড় করিয়েছিলো

- গত সংখ্যার পর

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দিন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেড়িয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্র“র আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু- আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলি করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন, আমি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি কিসের এসেম্বলি বসবে, কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনার আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা।

২৫ তারিখ এসেম্বলি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে এসেম্বলি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল’ উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার করে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি আছে সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুরগাড়ি, রেল চলবে- শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জর্জকোর্ট, সেমি গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোন কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয় - তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্র“র মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবে। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলি করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্র“ পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারে। পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে- বাঙালীরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাআল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।

আজকের এই দিনে সেই বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করছি যার চিন্তায় চেতনায় বাঙ্গালী জাতির সম্পৃক্তি ও অক্ষয় ভালোবাসা মিশ্রিত বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আজকের এই বাংলা ও বাঙ্গালী। যার জন্য জাতি পেয়েছে লাল বৃত্ত সবুজ পতাকা। দোয়া করি মহান আল্লাহ্ যেনো উনাকে জান্নাতবাসী করেন. আমিন.।

আর আজকের এই লিখনীর মাধ্যমে জাতির পিতার সপ্নের সোনার বাংলা বিনিমানে বাংলাদেশ সরকারের সফল প্রধানমন্ত্রী, আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার গনতন্ত্রের মানস কন্যা বঙ্গবন্ধুর তনয়া মাদার অব হিউম্যানিটি’ দেশরত্ন শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলার আলোর মিছিল তথা স্মার্ট বাংলাদেশকে এগিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ অচিরেই একটি উন্নত-সমৃদ্ধ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে যে কাজ চলছে তাহা এগিয়ে নিতে দেশে বিদেশে বসবাসকারী সকল নাগরিকের সহযোগীতা কামনা করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় হোক গনতন্ত্র কন্যার। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

**************************************

***লেখক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর,***
***(৯০ এর গনআন্দোলনের বাংলাদেশের সাবেক ছাত্রনেতা বৃটেনের কমিউনিটি লিডার ও সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর যুক্তরাজ্য আওয়ামীলীগের সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতির দায়িত্বে রয়েছেন,***
***ওয়েলস যুবলীগ ও ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ছিলেন, জাস্টিস ফর বাংলাদেশ জেনোসাইড ১৯৭১ ইউকের সভাপতি এবং হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ইন ইউকের সভাপতি, ছাড়া ও ইউকে বিডি টিভির চেয়ারম্যান ও ডেইলি সিলেট এন্ড দৈনিক মৌলভীবাজার মৌমাছি কণ্ঠের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং বৃটেনের কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল ম্যাদার ল্যাংগুয়েজ মনুমেন্ট শহীদ মিনার ফাউন্ডার্স ট্রাষ্ট কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করছেন।)***

# পুতিনের নতুন ঘোষণা

**পোস্ট ডেস্ক :** রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, মস্কোর কাছে এখন হাইপারসনিক অস্ত্র রয়েছে। তবে সেগুলো বাস্তবে ব্যবহার করা হচ্ছে না। অস্ত্রগুলো অন্যান্য অত্যাধুনিক সিস্টেমের মতোই তারা মজুত রেখেছে।

রোববার সাংবাদিক পাভেল জারুবিনের টেলিগ্রাম চ্যানেলে প্রকাশিত রসিয়া-১ টিভি চ্যানেলে 'মস্কো, ক্রেমলিন, পুতিন' অনুষ্ঠানে তিনি এমন কথা বলেন। এক প্রতিবেদনে এমনটি জানিয়েছে বার্তা সংস্থা তাস।

পুতিন বলেন, 'আসলে স্থলবাহিনীর উন্নয়নের জন্য আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। কিন্তু তখন হাইপারসনিক অস্ত্র না থাকলেও এখন সেগুলো বিদ্যমান! হ্যাঁ, আমরা আসলে সেগুলো ব্যবহার করি না। কিন্তু আমাদের হাতে সেগুলো রয়েছে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন? হাইপারসনিক অস্ত্রের পাশাপাশি অন্যান্য অত্যাধুনিক ব্যবস্থাও আমাদের হাতে রয়েছে। যদিও ২০১৪ সালে এমন কিছুই ছিল না।'

২০১৪ সালে বিশেষ অপারেশন শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল কি-না জানতে চাইলে পুতিন জোরদিয়ে বলেন, তখন থেকে বাস্তবতা পরিবর্তিত হয়েছে। তিনি বলেন, 'এখানে সংযোজক ভাব ব্যবহার করা যাবে না।'

# যৌন কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত হতে পারেন ট্রাম্প

**পোস্ট ডেস্ক :** আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ড্যানিয়েলসের যৌন সম্পর্ক ছিল। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ওই বিষয়ে মুখ না খুলতে তাকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার দিয়েছিলেন ট্রাম্পের এক আইনজীবী। এমনটাই দাবি করছে প্রাক্তন এই পর্ন তারকা। এই ঘটনা সত্য হলে অভিযুক্ত হতে পারেন ট্রাম্প। যদি তাই হয় তাহলে এটি হবে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সাবেক কোনো প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রথম ফৌজদারি মামলা।

পরবর্তীকালে বেশ কিছু অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাম্পের সেই আইনজীবী মাইকেল কোহেনের জেল হয়েছিল; তবে শুরু থেকেই সেই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছেন ট্রাম্প।

শনিবার তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমর্থকদের এর প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন ট্রাম্প। তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে, এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

তার এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার সমর্থকরা ৬ জানুয়ারি, ২০২১ এ ওয়াশিংটনে মার্কিন ক্যাপিটলে চালানো হামলার মতো সহিংসতায় জড়িয়ে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা যুক্তরাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর।

পরিস্থিতি মোকাবিলায় সোমবার নিউ ইয়র্ক নগর কর্তৃপক্ষ ম্যানহ্যাটন আদালত ভবনের চারপাশে ব্যারিকেড বসিয়েছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। এই আদালতেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগের শুনানি চলছে। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিষয়ে একজন গ্র্যান্ড জুরি সোমবারও কয়েকজনের সাক্ষ্য শুনেছেন। তিনি চলতি সপ্তাহেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন।

২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফের রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পাওয়ার চেষ্টায় আছেন ট্রাম্প। রয়টার্স ও জরিপ সংস্থা ইপসোস-এর চালানো এক জরিপে দেখা যায়, প্রায় ৪৪ শতাংশ রিপাবলিকান বলেছেন অভিযুক্ত হলে ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রতিযোগিতা থেকে বাদ দেওয়া উচিত।

কয়েকটি সূত্র রয়টার্সকে জানিয়েছে, ২০১৬-র প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারণার শেষ দিকে ড্যানিয়েলকে ১ লাখ ৩০ হাজার ডলার দেওয়া বিষয়ে একজন গ্রান্ড জুরির কাছে প্রমাণ জমা দিয়েছে ব্রাগের দপ্তর।

# কুয়েতে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা

**পোস্ট ডেস্ক :** কুয়েতে পাইপলাইন ফুটো হয়ে তেল ছড়িয়ে পড়ায় 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেছে একটি রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি।

দেশটির পশ্চিমাঞ্চলে তেল ছড়িয়ে পড়ার পর সোমবার এ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়। খবর আল আরাবিয়ার।

কুয়েত অয়েল কোম্পানি তাদের টুইটার অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ আহত হয়নি বা তেল উৎপাদনে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি বলেও জানানো হয়েছে বিবৃতিতে।

তেল কোম্পানির মুখপাত্র কুসাই আল আমের বলেন, ঘটনাস্থলে কোনও বিষাক্ত ধোঁয়া শনাক্ত হয়নি। মাটিতে পাইপলাইন ছিদ্র হয়েছে। তবে তা কোনও আবাসিক এলাকায় নয়।

ছিদ্র কোথায় হয়েছে তা খুঁজে বের করা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে টিম পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি।

কুয়েতের আল রাই পত্রিকার টুইটারে প্রকাশিত এক ভিডিওতে একটি বিরান ভূমিতে তেলের পাইপ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল বেরোতে দেখা গেছে।

বিশ্বের অন্যতম তেল উৎপাদনকারী দেশ কুয়েত। দেশটির ৯০ শতাংশ রাজস্বই আসে তেল থেকে। কুয়েত অয়েল কোম্পানি এর আগেও ২০১৬ ও ২০২০ সালে পাইপলাইন ছিদ্র হয়ে তেল ছড়িয়ে পড়ার কথা জানিয়েছিল।

# হত্যার হুমকির মধ্যেও রোমান্সে সালমান!

**পোস্ট ডেস্ক :** প্রতিবছর ঈদেই ভক্তদের জন্য চমক নিয়ে হাজির হন সালমান খান। এবারও তেমন উপহার দিতে চলেছেন বলিউডের ভাইজান। চলতি বছরের ঈদে মুক্তি পেতে চলেছে তার ছবি 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান'। ছবিটি দেখার জন্য অধীর অপেক্ষায় রয়েছেন ভক্তরা।

সম্প্রতি নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবির তৃতীয় গানের একটি শর্ট ভিডিও শেয়ার করেছেন দাবাং হিরো সালমান খান। জিন্স, সাদা টি-শার্ট, মাথায় নীল রঙের ফেট্টি বাঁধা , বড় চুলে ধামাকা এন্ট্রি নিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গানটির প্রমোতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ছবিটির রোমান্টিক গান হতে চলেছে এটি। ছবির নায়িকা পূজার সঙ্গে রসায়নও বেশ জমে উঠেছে গানটিতে। ভালোবাসার লাল রঙে পূজাকে প্রেম উজাড় করে সালমান বলেছেন, আমি তোমায় ভালোবেসে ফেলেছি। গানের প্রথম ঝলকেই ভক্তদের মন জয় করে নিয়েছেন এ রোমান্টিক জুটি। ঝড়ের গতিতে ভিডিওটি ছড়িয়ে নেট দুনিয়ায়। সবকিছু ঠিক থাকলে চলতি বছরের ঈদে ২১ এপ্রিল ছবিটি মুক্তি পাওয়ার কথা আছে।

প্রতিবেদন অনুসারে জানা গেছে, ফারহাদ সামজি পরিচালিত ছবি নিয়ে সবার প্রত্যাশা তুঙ্গে। বলিপাড়ার অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বয়সে ২৪ বছরের ছোট নায়িকার সঙ্গে প্রেম করছেন সালমান খান। 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' -কো স্টার পূজা হেগড়ে নাকি এখন সালমানের নয়নের মণি। এর আগেও বলিউডের অন্দরের এক ব্যক্তি টুইটারে দাবি করেছিলেন, সালমান খান নাকি পূজার সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছে।

# ইইউ ও ব্রিটেনের নিষেধাজ্ঞার তীব্র প্রতিক্রিয়া ইরানের

**পোস্ট ডেস্ক :** ইরানের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ব্রিটেন নিষেধাজ্ঞা আরোপে পুনরাবৃত্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার সমুচিত জবাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসেইন আমির আব্দুল্লাহিয়ান।

সোমবার বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাদজা লাহবিবের সঙ্গে ফোনালাপে তিনি বলেছেন, ইরানের বিরুদ্ধে সাংঘর্ষিক এবং নিষেধাজ্ঞামূলক নীতির বিরুদ্ধে তেহরান সমানুপাতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

গত সোমবার ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা করেছিল যে তারা বিচার বিভাগের কিছু সদস্য, ইরানি সংসদের একজন এমপি, কিছু ধর্মীয় নেতা এবং ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং-এর একজন সিনিয়র কর্মকর্তাসহ আরো আট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে যাচ্ছে।

এছাড়া সোমবার ব্রিটেন ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ডবাহিনী বা আইআরজিসি'র আরও কিছু সিনিয়র কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এদের মধ্যে কিছু কর্মকর্তা এই বাহিনীর আর্থিক বিনিয়োগ পরিচালনার জন্য দায়ী বলে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।

## আহলান সাহলান মাহে রমজান

এ মাস কুরআন নাযিলের মাস, জান্নাত লাভের মাস, জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস, তাকওয়া অর্জনের মাস। সালফে সালেহীনদের মতে, রজব মাস হলো বাতাসের ন্যায়, শাবান মাস হলো মেঘের ন্যায় এবং রামাযান হলো বৃষ্টির ন্যায় অর্থাৎ অবারিত রহমতের বারিধারা বয়ে চলার মাস রামাযান, অফুরন্ত কল্যাণের মাস রামাযান।

এ মাসের সওম প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিমের ওপর ফরজ। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যারা এ মাসে সমুপস্থিত থাকবে তারা যেন সাওম পালন করে। ইসলাম ধর্ম যে পাঁচটি স্তম্ভের ওপর দণ্ডায়মান তার একটি হল সাওম। এর শাব্দিক অর্থ হলো কোন কিছু থেকে বিরত থাকা। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদিক হতে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান, আহার, স্ত্রী সঙ্গমসহ সকল প্রকার সিয়াম ভঙ্গকারী কার্যাবলী হতে সিয়ামের নিয়্যাতে বিরত থাকাকেই সিয়াম বলা হয়।

কেউ যদি সিয়াম পালন করাকে ফরয মনে না করে তাহলে উম্মাতে মুসলিমার ইজমা অনুযায়ী সে কাফের। সে ইসলাম হতে বিচ্যুত। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার'। (সূরা বাকারা আয়াত : ১৮৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন : 'রামাযান এমন এক মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে মানব জাতীর হিদায়াতের জন্য। এতে রয়েছে হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলীল। আর তা হলো সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। অতএব যে ব্যক্তি রামাযান মাসে উপনীত হবে সে যেন ঐ মাসের সিয়াম পালন করে। (সূরা বাকারা আয়াত: ১৮৫)

আবু হুরায়রাহ (রা) সূত্রে নাবী (সা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেছেন: ঈমান সহকারে সাওয়াবের আশায় যে কিয়াম করে (নফল সালাত আদায় করে) তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হয়। ঈমান সহাকারে সাওয়াবের আশায় যে ব্যক্তি রামাযান মাসের সিয়াম পালন করে তার পূর্বের সকল (সগীরা) গুনাহ ক্ষমা করা হয়। (সহীহ বুখারী হাঃ ১৯০১, সহীহ মসলিম হাঃ ৭৬০)

আবু হুরায়রাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী (সা) বলেছেন : পাঁচ ওয়াক্ত সালাত এক জুমুআহ হতে আরেক জুমুআহ এবং এক রামাযান থেকে আরেক রামাযান এর মধ্যবর্তী সগীরা গুনাহের কাফ্ফারা যদি কবিরা গুনাহ বর্জন করা হয়। (সহীহ মুসলিম হা: ২৩৩)

## মেট্রোপলিটান পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক

করতে হয়েছে। যে অফিসার এই তথ্য দিয়েছেন ধরা যাক তার নাম 'অফিসার জি'- তিনি আরও বলেছেন ধর্ষণের মামলার জন্য সংগৃহীত নমুনা এই ফ্রিজগুলোতে "এমনভাবে ঠেসে রাখা হয়েছে, যাতে সেগুলো যথাযথভাবে না রাখায় এবং গাদাগাদি করে রাখায় সাক্ষ্যপ্রমাণ নষ্ট হয়ে গেছে"।

এ প্রতিবেদনে পুলিশ বাহিনীতে ব্যাপক মাত্রায় হয়রানির অনেক নজির তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্ট বলেছে লন্ডন মেট্রোপলিটান পুলিশ প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বর্ণবাদী, নারীবিদ্বেষী ও সমকামীতা বিদ্বেষী। সারা এভারার্ড নামে এক নারীকে অপহরণ, ধর্ষণ ও খুনের দায়ে মেট্রোপলিটান পুলিশে কর্মরত এক অফিসার ওয়েন কুজেন্স দোষী সাব্যস্ত হবার পর এই পর্যালোচনার দায়িত্ব দেয়া হয় ব্যারোনেস কেসিকে।

প্রতিবেদনে যেসব বহু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে একটি হল একজন শিখ পুলিশ অফিসারকে তার দাড়ি ছাঁটতে বাধ্য করা- কারণ অন্য আরেকজন অফিসারের চোখে তার লম্বা দাড়ি ছিল 'হাস্যকর'। আরেকজন শিখ অফিসারকে তার পাগড়ি খুলে জুতোর বাক্সে ঢুকিয়ে রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। আরেকটি ঘটনায় একজন মুসলিম পুলিশ অফিসার দেখেন লকারের ভেতর রাখা তার বুট জুতোর মধ্যে শূকরের মাংস ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। তিনি এটা আবিষ্কার করে "স্তম্ভিত" হয়ে যান, কিন্তু প্রতিহংসার ভয়ে এই ঘটনার কথা কাউকে জানাননি।

আরও যারা এধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন তাদের মধ্যে আছেন একজন কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অফিসার যিনি খোলাখুলিভাবে জানিয়েছিলেন যে তিনি সমকামী। তাকে সকলের সামনে প্রকাশ্যে হেনস্তা করা হতো, তার ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং ইউনিফর্ম লুকিয়ে রাখা হতো এবং তার লকার তছনছ করা হতো। মেট্রোপলিটান পুলিশ লোকমুখে যা পরিচিত 'মেট পুলিশ' নামে, সেখানে কর্মরত সমকামী নারী, পুরুষ এবং উভকামী অফিসারদের প্রতি পাঁচজনের মধ্যে প্রায় একজন ব্যক্তিগতভাবে সমকামীবিদ্বেষী আচরণের মুখে পড়েছেন বলে পর্যালোচনায় বলেছেন।

নাম পরিচয় গোপন রেখে 'অফিসার ই' নামে আরেকজন সমকামী পুলিশ কর্মী অন্যান্য সহকর্মীদের অভিজ্ঞতার কথা জানার পর বলেন: "আমি পুলিশ বাহিনীকে ভয় পাই। আমার নিজের প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার কোন আস্থা নেই।"

**নারীদের জোর করে খাইয়ে হেনস্তার সংস্কৃতি :**

পুলিশ বাহিনীতে যোগদানের পর বিভিন্ন দলে যোগ দেবার যোগ্যতা পরীক্ষায় অধস্তন কর্মচারীদের হেনস্তা করার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখে পড়তে হয়েছে অনেক অফিসারকে। বিশেষ বাহিনীতে কর্মরত একজন নারী অফিসার তার অভিজ্ঞতার আলোকে বলেছেন, পদমর্যাদার দাপট দেখানো, অধস্তন অফিসারদের হেনস্তা ও অপদস্থ করার সংস্কৃতি এই বাহিনীতে ব্যাপক মাত্রায় বর্তমান।

এই যোগ্যতা পরীক্ষার মধ্যে ছিল খাবার খাওয়ার চ্যালেঞ্জ, যেখানে নারী অফিসারদের জোর করে বিশাল মিষ্টি চিজকেক পুরোটা খেতে বাধ্য করা হতো, যতক্ষণ না খেতে খেতে তারা বমি করছে, জানান নাম প্রকাশ না করা ওই নারী অফিসার। তিনি আরও বলেন পুরুষ অফিসারদের একই ধরনের যোগ্যতা পরীক্ষায় একজন পুরুষ অফিসারকে গোসলখানায় শাওয়ার করার সময় যৌন হয়রানি করা হয়েছে বলে তাকে জানানো হয়। এ নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা ও সহকর্মীদের মধ্যে ঠাট্টা-মস্করা পুলিশ বাহিনীতে খুবই চালু সংস্কৃতি।

এই ঠাট্টা-মস্করায় যোগ দিতে কেউ অস্বীকার করলে তাকে একঘরে করা হয় এবং "সে দলের উপযুক্ত নয়" বলে মনে করা হয়, জানান ওই নারী অফিসার। গোসল করার সময় অফিসারদের গায়ের ওপর প্রস্রাব করার ঘটনাও এই পর্যালোচনায় জানা গেছে।

**অফিসারদের হোয়াটসঅ্যাপ মুছে ফেলতে উৎসাহদান :**

গত বছর ফেব্রুয়ারি মাসে লন্ডনের একটি পুলিশ স্টেশনে কর্মরত অফিসারদের পাঠানো কিছু হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ ছড়িয়ে পড়ে যেগুলো ছিল বৈষম্যমূলক। ওই মাসেই পরের দিকে বাহিনীর ভেতর একটি প্রচারণা অভিযান চালানো হয় যার নাম ছিল 'নট ইন মাই মেট' অর্থাৎ 'আমাদের মেট পুলিশে এমনটা ঘটে না'। এর লক্ষ্য ছিল পুলিশ কর্মীদের বৈষম্য নিয়ে খোলাখুলি কথা বলতে উৎসাহিত করা।

অফিসার জি জানান, এই প্রচার অভিযান সম্পর্কে যে বৈঠকে স্টাফদের অবহিত করা হয়, সেখানে তার সহকর্মীদের হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজ মুছে ফেলতে উৎসাহিত করা হয়। তিনি বলেন অফিসারদের বলা হয়- আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপ আর ফেসবুকে পাঠানো মেসেজগুলো "ভাল করে চেক করে দেখে নেবেন" কারণ "ওরা এখন মেসেজ দেখে দেখে সবাইকে ধরবে- কাজেই নিজেকে বাঁচান।"

তিনি বলেন, তিনি জেনেছেন তার সহকর্মী যারা অন্য ব্রিফিং বৈঠকে যোগ দিয়েছিল তাদেরও একই বার্তা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে "নিজেকে বাঁচাতে প্রমাণ লোপাট করে দিন"। রিপোর্টে বলা হয়েছে, "বাহিনীতে অফিসারদের অগ্রহণযোগ্য আচরণ যাতে কেউ জানতে না পারে তার জন্য "উদ্বেগজনক কিছু ব্যবস্থা চালু করা হয়" যার মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্য সোশাল মিডিয়া থেকে তথ্য জানাজানি হলে কীভাবে তা মোকাবেলা করতে হবে সেসব বিষয়ে পরামর্শ দেয়া হয়।

যেমন একটি বিশেষ বাহিনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, সেখানে কর্মরত কোন অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত শুরু হলে গ্রুপে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক সঙ্কেত দেয়ার রেওয়াজ চালু আছে, যাতে গ্রুপের সদস্যরা ওই গ্রুপ থেকে অবিলম্বে বেরিয়ে যায়, তাদের কন্টেন্ট সাথে সাথে মুছে ফেলে এবং তদন্তের আওতায় যাতে পড়তে না হয় তার জন্য নতুন গ্রুপ তৈরি করে।

**কৃষ্ণাঙ্গদের প্রতি আচরণে অবহেলা আর বৈষম্য :**

'শিশু কিউ' নামে একজন কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরী ছাত্রীর একটি ঘটনা গত বছর সামনে আসার পর শিশুদের প্রতি পুলিশের আচরণ নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়। ওই ছাত্রীর তখন মাসিক চলছিল। সেসময় স্কুলের ভেতর দুজন পুলিশ কর্মকর্তা তাকে নগ্ন করে তার শরীর তল্লাশি করে।

প্রতিবেদনে বলা হয় এই ঘটনা বর্ণবৈষম্যের প্রকট একটি দৃষ্টান্ত। শরীর তল্লাশির সময় কৃষ্ণাঙ্গ অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের 'প্রাপ্তবয়স্ক' হিসাবে গণ্য করার বহু নজির পুলিশ বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে পাওয়া গেছে। একটি ঘটনায় একজন কৃষ্ণাঙ্গ কিশোর একজন বিশেষজ্ঞের কাছে সাহায্যের জন্য যায়, যিনি পুলিশ বাহিনীর সাথে জড়িত নন। কিশোরটি তাকে বলে যে নিজের সুরক্ষার জন্য সে সাথে ছুরি রাখছে, কারণ সে একটি গ্যাংএর সাথে জড়িত। কিন্তু ওই গ্যাংএর সংশ্রব সে ছাড়তে চায়।

এরপর একজন প্রাপ্তবয়স্ক ওই কিশোরের ওপর হামলা করে। ওই বিশেষজ্ঞ পুলিশকে হামলার ঘটনা জানান এবং ছুরিটি পুলিশের কাছে জমা দেন। কিন্তু অন্য একটি পুলিশ ইউনিটের অফিসাররা কিশোরটিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। "কিশোরটিকে সাহায্য করা আর সম্ভব হয়নি। সে সবকিছু খুলে বলতে আর কোনভাবে রাজি হয়নি, সে আর সহযোগিতাও করতে চায়নি।"

কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের তরুণ কিশোরদের প্রতি পুলিশ বাহিনীর আচরণ খুবই বৈষম্যমূলক বলে রিপোর্টে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গদের সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করা বা তাদের সাহায্য করার মানসিকতার অভাব লন্ডন পুলিশ বাহিনীর অফিসারদের মধ্যে প্রকট। সেখানে বর্ণবাদ আর পক্ষতিগত পক্ষপাতের যে ব্যাপকতা রয়েছে তা মোকাবেলা করার কোন উদ্যোগ বাহিনীর মধ্যে অনুপস্থিত।

## দেশে দেশে ভারতীয় দূতাবাসে হামলা

পাঞ্জাবে এখন অমৃতপালকে ধরতে ক্র্যাকডাউন চলছে। তবে এর প্রতিবাদ জানাচ্ছেন বিদেশে থাকা শিখরা। যেসব দেশেই শিখদের সংখ্যা বেশি, সেসব দেশেই ভারতীয় দূতাবাসগুলো হামলার মুখে পড়ছে। এ খবর দিয়েছে বিবিসি।

খবরে বলা হয়, সবার আগে বৃটেনে এই হামলা হলেও এরপর কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রেও হামলার ঘটনা ঘটেছে। পাঞ্জাব পুলিশের আছে ৮০ হাজার সদস্যের বিশাল বাহিনী। এ নিয়ে তারা অমৃতপালকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এখনও কীভাবে অমৃতপাল ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে তা নিয়েও ভারতে অস্বস্তি দেখা যাচ্ছে। তবে পুলিশের এই অভিযানের বিরুদ্ধে রোববার লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনের সামনে খালিস্তানপন্থী সংগঠনগুলো বিক্ষোভ শুরু করে।

একজন বিক্ষোভকারী দূতাবাসের প্রবেশপথে টাঙানো ভারতের তেরঙা জাতীয় পতাকাও টেনে নামিয়ে ফেলেন।

এই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতেও ভারতের কনস্যুলেটের সামনে কয়েকটি শিখ সংগঠন বিক্ষোভ দেখাতে আসে। যা পরে রীতিমতো সহিংস হামলার চেহারা নেয়। সিটি পুলিশের বসানো অস্থায়ী নিরাপত্তা ব্যারিয়ার সরিয়ে বিক্ষোভকারীরা কনস্যুলেট ভবনের দিকে ধেয়ে যায়। সেখানেও ভারতের জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলে টাঙিয়ে দেওয়া হয় দুটি হলুদ খালিস্তানি পতাকা। গন্ডগোলের একটা পর্যায়ে খালিস্তানের পক্ষে স্লোগান দিতে দিতে তারা দূতাবাসের কর্মীদের ওপরও হামলা চালানোর চেষ্টা করে। হাতে লাঠি ও লোহার রড নিয়ে দূতাবাস ভবনের দরজা ও জানালাতেও জোরে জোরে বাড়ি মারতে দেখা যায় কয়েকজনকে। কনস্যুলেট ভবনের দেয়ালে স্প্রে পেইন্ট দিয়ে খালিস্তানের পক্ষে গ্রাফিতি এঁকে শেষ পর্যন্ত তারা বিদায় নেয়।

এদিকে কানাডা প্রবাসী ভারতীয়দের একটি সংগঠন সে দেশে নিযুক্ত নতুন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সঞ্জয় কুমার ভার্মাকে সংবর্ধনা জানাতে সোমবার একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানের বেশ কয়েকঘন্টা আগে থেকেই শ'দুয়েক খালিস্তান সমর্থক সেখানে জড়ো হয়ে ভারত-বিরোধী স্লোগান দিতে থাকেন। তাদের বেশ কয়েকজনের হাতে কৃপাণ বা তরবারিও ছিল। যা দুলিয়ে তারা খালিস্তানের পক্ষে আওয়াজ তুলছিলেন। তাদের বিক্ষোভের মুখে রাষ্ট্রদূত ভার্মা শেষ পর্যন্ত সারে-তে গিয়েও ওই অনুষ্ঠানে যোগই দিতে পারেননি। খালিস্তানিদের বিক্ষোভ কভার করছিলেন, এমন একজন ভারতীয় সাংবাদিককেও স্থানীয় পুলিশ সেখান থেকে জোর করে সরিয়ে দেয়। এদিকে অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরাতেও সে দেশের পার্লামেন্টের সামনে জড়ো হয়ে বেশ কয়েকটি খালিস্তানপন্থী সংগঠন বিক্ষোভ দেখিয়েছে।

## সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ

গত সোমবার (২০ মার্চ) ছিলো আন্তর্জাতিক সুখ দিবস। দিবসটির প্রতিষ্ঠাতা জাতিসংঘের উপদেষ্টা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থনীতিবিদদের প্রতিনিধি জেম এলিয়েন। জেম ২০১১ সালে এই দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে ২০১২ সালের ২৮ জুন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের এক অধিবেশনে এই সিদ্ধান্তটি নেওয়া হয়। এরপর থেকে প্রতিবছর ২০ মার্চ সারাবিশ্বে পালিত হয় সুখ দিবস।

প্রতি বছর এই দিনটিতে সুখী দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করে জাতিসংঘ। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। প্রকাশ করা হয়েছে 'ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট ২০২৩।' তালিকায় ১৩৭টি দেশের মধ্যে টানা ষষ্ঠবারের মতো শীর্ষে রয়েছে ফিনল্যান্ড। অপরদিকে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮তম। ২০২২ সালের প্রতিবেদনে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৯৪। সব মিলিয়ে সুখী দেশের তালিকায় ২৪ ধাপ পিছিয়েছে বাংলাদেশ।

২০২৩ সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টে দেখা গেছে, সুখী দেশের তালিকায় ফিনল্যান্ডের পর দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে ডেনমার্ক ও আইসল্যান্ড। চতুর্থ ইসরায়েল ও পঞ্চম নেদারল্যান্ডস। সেরা ১০টি সুখী দেশের মধ্যে এরপর রয়েছে সুইডেন (ষষ্ঠ), নরওয়ে (সপ্তম), সুইজারল্যান্ড (অষ্টম), লুক্সেমবার্গ (নবম) ও নিউজিল্যান্ড (দশম)।

এবারের সুখী দেশের তালিকায় কানাডা ১৩, যুক্তরাষ্ট্র ১৫ ও যুক্তরাজ্য ১৯তম অবস্থানে রয়েছে। যুদ্ধকবলিত ইউক্রেন রয়েছে ৯২তম অবস্থানে। আর রাশিয়া রয়েছে ৭০তম অবস্থানে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নেপালের অবস্থান ৭৮। পাকিস্তান ১০৮, শ্রীলঙ্কা ১১২, ভারত ১২৬তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের অবস্থান ১১৮তম।

অন্যদিকে সুখী দেশের তালিকায় এবার সবচেয়ে নিচে রয়েছে আফগানিস্তানের নাম। আগের বছরও এই তালিকায় সবার নিচে ছিল আফগানিস্তান।

## দেশে হঠাৎ আলোচনায় আরাভ দুবাইয়ে

ছড়ায় তিনি গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে তিনি গ্রেপ্তার হননি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী।

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, প্রতারক আরাভ এখন দুবাই পুলিশের নজরদারিতে। এ তথ্য জানিয়েছেন সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মো. আবু জাফর। তিনি বলেন, ভারতের পাসপোর্ট বাতিলের বিষয়ে আমাদের কাছে নিশ্চিত কোনো তথ্য নেই। তবে তিনি দুবাই পুলিশের নজরদারিতে রয়েছেন।

একাধিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, বিতর্কিত এই ব্যবসায়ীকে দেশে ফেরাতে কোনো সমস্যা নেই। কারণ, আন্তর্জাতিক পুলিশ সংস্থা হিসেবে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ কারও বিরুদ্ধে থাকলে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তির প্রয়োজন হয় না। তবে আরাভকে ফেরানোর আগে তিনি বাংলাদেশি এটা পুলিশকে প্রমাণ করতে হবে।

এরই মধ্যে তিনি যে বাংলাদেশি নাগরিক এর সপক্ষে নানা তথ্য-উপাত্ত ইন্টারপোল ও ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে দিয়েছে সরকার। কারণ, আরাভ বাংলাদেশি নাগরিক হলেও অবৈধভাবে তৈরি করা ভারতীয় পাসপোর্ট নিয়ে দুবাইয়ে অবস্থান করছেন। এমনকি তাঁর কাছে এখনও কোনো বাংলাদেশি পাসপোর্ট পাওয়া যায়নি বলছেন দেশের গোয়েন্দারা। গ্রেপ্তার হলে ভারতীয় পাসপোর্টধারী আরাভকে দেশে ফেরাতে যাতে কোনো ধরনের জটিলতা তৈরি না হয়, সে ব্যাপারে বেশ কিছু উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ। গত কয়েক দিন ধরে আরাভ নিজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলে আসছেন, দেশের কোথায় তাঁর বাড়ি। বনানীতে বাংলাদেশের এক পুলিশ সদস্যকে হত্যার পর তাঁর ভূমিকা কী ছিল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর বক্তব্যের ভিডিও ক্লিপ বিদেশি গোয়েন্দাদের হস্তান্তর করেছে বাংলাদেশ। গত মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেন, দুবাইয়ে পালিয়ে থাকা আরাভ খান এখনও সেখানে আটক হননি। দেশের আসামি কোনো বন্ধু রাষ্ট্রে গিয়ে যদি রাজনৈতিক আশ্রয়ে না থাকে, যদি কোনো কারণে তাঁর বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার কারণে নিজেকে নিজেই চিহ্নিত করেন, তাহলে মুক্ত থাকার কোনো পরিস্থিতি আর থাকে না। তিনি পালাতে পারবেন না।

পুলিশ সদরদপ্তরের মুখপাত্র এআইজি মনজুর রহমান বলেন, আরাভ গ্রেপ্তার হয়েছে এ ধরনের তথ্য আমাদের কাছে নেই। ইন্টারপোল রেড নোটিশ জারি করেছে, এটি নিশ্চিত।

দুবাইয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির একাধিক বাসিন্দা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় আরাভকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। নিজের গতিবিধি সীমিত করেছেন। আরাভ এখন গা ঢাকা দিয়ে আছেন। তবে পাসপোর্টে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ভিসা থাকায় যে কোনো সময় দুবাই ছাড়তে পারেন এমন আশঙ্কা করছেন অনেকে। বিশ্বস্ত একটি সূত্র জানায়, ভিসা থাকলেও আরাভ যাতে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে না পারেন, এর ওপর নজর রাখা হচ্ছে। কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় তিনি ভারতের ভিসা নিয়েছেন, সেটি তদন্ত করছেন দেশটির গোয়েন্দারা।

পুলিশের ডিআইজি (অপারেশন্স) হায়দার আলী খান বলেন, ইন্টারপোলের রেড নোটিশ থাকলে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি না থাকলেও যে কোনো দেশ থেকে আসামিকে নিজ দেশে ফেরত আনা যায়। আরাভকে গ্রেপ্তার করা গেলে ফেরানো নিয়ে আশা করি তেমন জটিলতা হবে না। এর আগে আওয়ামী লীগ নেতা টিপু হত্যা মামলার আসামিকেও বিদেশ থেকে ফেরত আনা হয়েছে।

সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু : পুলিশ পরিদর্শক মামুন হত্যা মামলার আসামি রবিউল ইসলাম ওরফে আরাভ খানসহ আটজনের বিরুদ্ধে মামলার বাদী জাহাঙ্গীর আলম খানের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকা প্রথম অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ আদালতে জেরার মধ্য দিয়ে তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হয়। এ নিয়ে মামলাটিতে ৩৮ জন সাক্ষীর মধ্য দিয়ে একজনের সাক্ষ্য নেওয়া হলো। জেরা শেষে আদালত পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য আগামী ৪ জুন ধার্য করেন।

কেয়া মালয়েশিয়ায় : আরাভ খানের প্রথম স্ত্রী সুরাইয়া আক্তার কেয়া। তিনি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার গাড়াডোব গ্রামের আবুল কালাম আজাদ ও মনোয়ারা খাতুন দম্পতির মেয়ে। কেয়াও পুলিশ কর্মকর্তা হত্যা মামলার আসামি। তবে তিনি আদালত থেকে জামিনের পর এখন পলাতক। মামলার আসামি হওয়ার পর কেয়াকে ডিভোর্স দেন আরাভ।

কেয়ার বাবা জানান, কয়েক বছর কারাগারে থাকার পর গত বছর জামিনে বের হয় কেয়া। এর পর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের শাহিন নামের এক যুবককে বিয়ে করে। এরপরই সে স্বামীর সঙ্গে মালয়েশিয়ায় চলে গেছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেন, মামলাটি ব্যাপক আলোচনায় আসার পর কয়েকদিন আগে ডিএমপি পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) থেকে কেয়ার খোঁজখবর নিতে একটি চিঠি দিয়েছে। এখন তা অব্যাহত রয়েছে।

## দেশের পাঁচ সিটিতে ইভিএমে ভোট, থাকবে সিসি ক্যামেরা

এখনো রয়েছে। তবে সামনে কী হবে তা এখনই বলতে পারব না। তবে আমাদের ইচ্ছা আছে।

দাতা সংস্থাগুলোর কোনো সহায়তা জাতীয় নির্বাচনে নেবেন কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সে রকম যদি হয়, আমাদের তো নিতে অসুবিধা নেই। তবে কে কী দেবে বা কিভাবে হবে সেটা আগে দেখতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১২ অক্টোবর অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা-৫ উপনির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম সিসি ক্যামেরায় পর্যবেক্ষণের পর প্রথমে ৫০টি কেন্দ্রে বন্ধ ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। এরপর রিটার্নিং কর্মকর্তাও একটি কেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা করেন। পরে ভোটগ্রহণের যৌক্তিকতা না থাকায় পুরো নির্বাচন বন্ধ করে দেয় ইসি।

## দেশে কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে

ঘোষণা করেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'ভূমিহীনদের ঘর দেওয়ার সবচেয়ে বড় অর্জন হলো দু:স্থ মানুষের মুখে হাসি ফোটানো।'

তিনি বলেন, জাতির পিতা দেশকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত করে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে একটি উন্নত ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন দিতে চেয়েছিলেন। যার জন্য তাঁর সরকার অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে।

সরকার প্রধান কোনো জেলায় কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন রয়েছে কিনা তা জানতে তালিকা তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রত্যেক ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা তাঁর সরকারের লক্ষ্য হওয়ায় তিনি প্রত্যেককে বাড়ি দেবেন।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমরা চাই প্রতিটি মানুষ বাড়ি, আশ্রয় এবং জীবিকার সুযোগ পাবে। তারা আর সমাজের বোঝা হয়ে থাকবে না। আমরা চাই প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়াবে এবং যথাযথ সম্মানের সাথে বসবাস করবে।'

প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশে কেউ গৃহহীন ও ভূমিহীন থাকবে না বলে তাঁর অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে গৃহহীনদের জন্য পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেন।

বঙ্গবন্ধুর পদচিহ্ন অনুসরণ করে তিনি বলেন, তাঁর সরকার ১৯৯৭ সালে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীন ও ভূমিহীনদের বাড়িঘর ও জমির মালিকানা দেওয়ার উদ্যোগ নেয়।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ৫৩ হাজার ৩৩০টি এবং তৃতীয় ধাপে ৫৯ হাজার ১৩৩টি বাড়ি হস্তান্তর করেন।

আজকে আরও ৩৯,৩৬৫টি ঘর বিতরণের সাথে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের অধীনে মোট গৃহ বিতরণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,১৫,৮২৭ টি।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে ১৯৯৭ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭,৭১,৩০১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। পুনর্বাসিত মানুষের সংখ্যা ৩৮,৫৬,৫০৫ (আনুমানিক একটি পরিবারে পাঁচজন হিসাবে)।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন মিয়া।

অনুষ্ঠানে বাড়ি প্রাপ্তদের পরিবর্তিত জীবনযাত্রার উপর একটি ভিডিও-প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার নয়াপাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প, সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার নোয়াগাঁও আশ্রয়ণ প্রকল্প এবং বরিশালের বানারীপাড়ার উত্তরপাড় আশ্রয়ণ প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী।

আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীনরা দুই দশমিক ৫ শতাংশ জমিতে ভালো মানের টিনশেড আধা-পাকা ঘর পাবেন।

জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রী উভয়কে দেওয়া হয় এবং তাদের নামে জমির রেজিস্ট্রি ও মিউটেশনও করা হয়।

সরকার শুধু খাস জমিতে প্রকল্পের বাড়ি নির্মাণই করছে না, বাড়ি নির্মাণের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কাছ থেকে জমি কেনা হচ্ছে।

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে, তারা সর্বদা জনগণের কল্যাণে কাজ করে এবং জনগণ এর সুফল পায়।

তৎকালীন বিএনপি সরকারের আমলে ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ বিরোধী দলে থাকলেও এসময় সবার আগে তারাই জনগণের পাশে ছিল।

তিনি বলেন, 'আমরা (আ'লীগ) প্রথমে ঘূর্ণিঝড় কবলিত মানুষের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু তৎকালীন সরকার প্রধান ঘুমিয়ে ছিলেন এবং তিনি কিছুই জানতেন না।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার জলবায়ু উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দিতে কক্সবাজার শহরের উপকণ্ঠে 'খুরুশকুল আশ্রয়ণ পরিকল্পনা' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

তিনি বলেন, 'খুরুশকুল আশ্রয়ণ' প্রকল্পে যাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল,তারা বেশিরভাগই ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের শিকার।

তিনি আরো বলেন, ঐ সময় প্রায় ৪,০০০ জলবায়ু উদ্বাস্তু অনেকগুলো পাঁচ তলা বাড়ির ফ্ল্যাটে আশ্রয় নিয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু ও পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসহ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তাদেরকেও সরকার বাড়ি দিয়েছে।

সরকার প্রধান বলেন, 'কেউ ঠিকানা ছাড়া থাকবে না। আমরা তাদের শুধু ঘরই দিইনি, বিশুদ্ধ খাবার পানি ও বিদ্যুতের ব্যবস্থাও করে দিয়েছি। তাদের জীবিকার জন্য ঋণও দিয়েছি। তারা এখন দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে।'

তিনি আরও বলেন, জাতির পিতা ঘোষণা করেছিলেন যে, একজন ব্যক্তি ১০০ বিঘা জমির অধিকারী হতে পারবে এবং এর অতিরিক্ত পরিমাণ জমি কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে।

# যুক্তরাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপেছেন পুতিন

পোস্ট ডেস্ক : রাশিয়ার চলমান সামরিক আগ্রাসন মোকাবেলায় এ মাসের শুরুতে ইউক্রেনকে ১৪টি চ্যালেঞ্জার-২ ট্যাংক দেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্য। খবর বের হয়েছে, এ ট্যাংকে ব্যবহারের জন্য যে গোলা পাঠানো হবে সেটিতে, বিষাক্ত ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম রয়েছে। আর ইউরেনিয়ামযুক্ত গোলা পাঠানোর সিদ্ধান্তে বেজায় ক্ষীপ্ত হয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

তিনি হুমকি দিয়েছেন, যদি যুক্তরাজ্য এ ধরনের কোনো অস্ত্র ইউক্রেনে পাঠায় তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন। রুশ প্রেসিডেন্ট অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমারা 'পারমাণবিক অস্ত্রের উপাদান' সমৃদ্ধ অস্ত্র পাঠাচ্ছে। তবে যুক্তরাজ্য জানিয়েছে, তারা চ্যালেঞ্জার-২ ট্যাংকের সঙ্গে এ গোলা পাঠাবেই। উল্টো দেশটি এর পক্ষে সাফাই গেয়েছে। যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এই গোলায় ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম রয়েছে, কিন্তু এটির তেজস্ক্রিয়তা কম এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকিও নেই। এছাড়া তারা দাবি করেছে, প্রেসিডেন্ট পুতিন ভুল তথ্য ছড়াচ্ছেন। ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম হলো একটি আদর্শ উপাদান। পারমাণবিক অস্ত্রের সঙ্গে এটির কোনো সম্পর্ক নেই।'

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ট্যাংকের গোলায় কয়েক যুগ ধরে ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম ব্যবহার করেছে। রাশিয়া এটি জানে, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য ছড়ানোর চেষ্টা করছে। রয়্যাল সোসাইটির মতো স্বাধীন গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরাও জানিয়েছেন, ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামযুক্ত অস্ত্রের প্রভাব জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের ওপর খুবই কম।' ব্রিটিশ সাবেক আর্মি কমান্ডার ও রাসায়নিক বিশেষজ্ঞ কর্নেল হামিস দে ব্রেটন-গর্ডন বলেছেন, পুতিনের এ ধরনের মন্তব্য ভুয়া তথ্য। তিনি বলেছেন, এটি 'হাস্যকর' যে পুতিন ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের সঙ্গে পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পর্কের কথা বলেছেন। প্রাকৃতিকভাবে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় সেটিকে সমৃদ্ধ করার পর যে ইউরেনিয়াম থেকে যায় সেটিই ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম। এটি মূলত গোলাসহ অন্যান্য অস্ত্রের শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহার করা হয়।

তবে যুক্তরাজ্য এরপক্ষে সাফাই গাইলেও রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এ নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইউক্রেনে যুক্তরাজ্যের ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের অস্ত্র পাঠানোর মানে হলো তারা ১৯৯৯ সালের যুগোস্লাভিয়া আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করতে প্রস্তুতি নিচ্ছে।' তিনি হুমকি দিয়ে বলেছেন, 'এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এ বিষয়টি লন্ডনের জন্য খারাপভাবেই শেষ হবে।' ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল ইরাক ও বালকান অঞ্চলে। এরপর সেসব অঞ্চলে শিশু জন্মের ওপর প্রভাব পড়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০২২ সালে জাতিসংঘ এক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম ইউক্রেনের পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল, 'ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম ও বিষাক্ত উপাদান সাধারণ বিস্ফোরকে ব্যবহার করা হলে এটি ত্বকের সমস্যা, কিডনি বিকল এবং ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।' প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, 'ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের রাসায়নিক বিষক্রিয়া এর সম্ভাব্য তেজস্ক্রিয়তা থেকে আরও গুরুতর বিষয়।' এদিকে যুক্তরাজ্য ইউরেনিয়ামযুক্ত অস্ত্র পাঠালেও যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে তাদের এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা নেই।

# চীনে স্বর্ণের নতুন খনি আবিষ্কার

**পোস্ট ডেস্ক :** চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সোনা উৎপন্ন হয় অস্ট্রেলিয়ায়। তার পর তালিকায় রয়েছে যথাক্রমে রাশিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ইন্দোনেশিয়া, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা, মেক্সিকো এবং ঘানার মতো দেশ।

চীনে স্বর্ণের নতুন একটি খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে বলে জানা গেছে। এর ফলে চীনে সোনার ভাণ্ডার আরো সমৃদ্ধ হলো। নতুন খনিতে ৫০ টন স্বর্ণ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পূর্ব চীনের শ্যানডং প্রদেশ দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

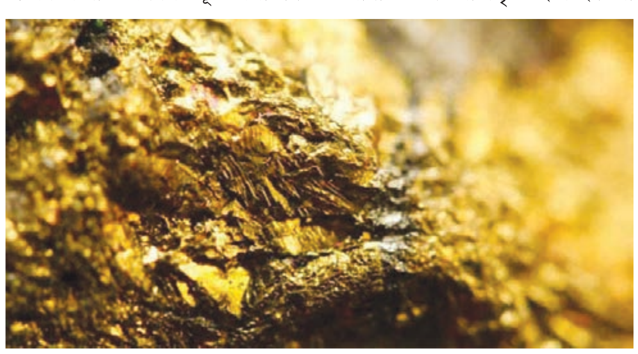

২০২০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রদেশে ১০ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করেন। শ্যানডঙের মাটিতেই লুকিয়ে চীনের এই গুপ্তধন।

শ্যানডঙের ওই এলাকায় যে নতুন খনির সন্ধান মিলতে পারে, তা আগেই অনুমান করা গিয়েছিল। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে পর্যবেক্ষণের পর অবশেষে খনির খোঁজ পেলেন ভূ-তত্ত্ববিদেরা।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শিলাওকোউ খনিতে অপরিশোধিত অবস্থায় যে সোনা রয়েছে, তা অত্যন্ত উচ্চ মানের। সহজেই তা পরিশোধন করে কাজে লাগানো যাবে।

চীনে সোনার অভাব নেই। এই দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অজস্র সোনার খনি। প্রকৃতি যেন দু'হাত খুলে সোনাদানায় ভরিয়ে দিয়েছে চীনকে। দেশের অর্থনীতির উন্নয়নেও এই হলুদ ধাতুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

খনিজ পদার্থে বরাবর সমৃদ্ধ শ্যানডং। এই প্রদেশে সোনার একাধিক খনি রয়েছে। সেখানেই নতুন আরো একটি সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে। যা শ্যানডঙের এখন পর্যন্ত বৃহত্তম।

শ্যানডঙের রুশান এলাকায় এই সোনার খনির নাম শিলাওকোউ খনি। চিনা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এই নতুন খনিতে আনুমানিক ৫০ টন সোনা থাকতে পারে, মনে করছেন গবেষকেরা।

অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনের অগ্রগতিকে আরো ত্বরান্বিত করবে এই শিলাওকোউ খনি। চলতি বছরে আবিষ্কৃত সোনার খনিগুলোর মধ্যে এখন পর্যন্ত এটিই বৃহত্তম।

# লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে কড়া নিরাপত্তা

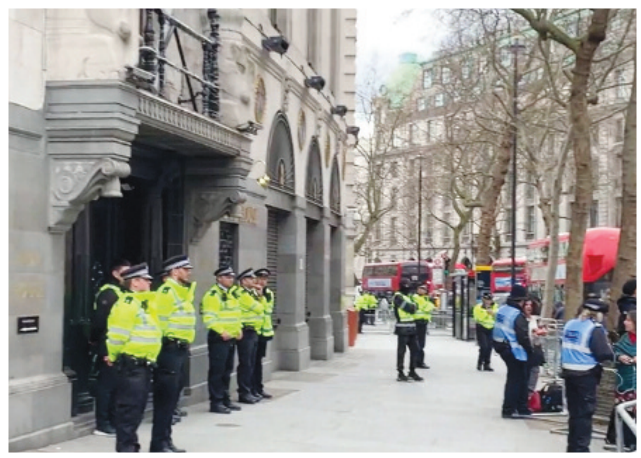

**পোস্ট ডেস্ক :** লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরো জোরদার করা হয়েছে। বুধবার বিকেলের দিকে মধ্য লন্ডনে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনকে ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা এবং টহল পুলিশ মোতায়েন করা হয় হাইকমিশনের সামনে। বুধবারই খালিস্তানি নেতা অমৃতপাল সিংহের সহযোগীদের মুক্তির দাবিতে হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কথা একটি সংগঠনের। আগের অভিজ্ঞতা থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি মোকাবেলা করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঘটনাচক্রে বুধবার দুপুরের দিকেই যাতায়াতে সমস্যার কথা জানিয়ে দিল্লিতে ব্রিটিশ হাইকমিশনের সামনে থেকে ব্যারিকেড সরিয়ে নেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে যাতায়াতের সমস্যাকে এই সিদ্ধান্তের কারণ হিসেবে তুলে ধরা হলেও এর নেপথ্যে ব্রিটিশ সরকারকে 'বার্তা' দেওয়ার ইঙ্গিত খুঁজে পান কেউ কেউ। সংশ্লিষ্ট মহলের ধারণা, কিছু দিন আগেই যেভাবে বিনা বাধায় খালিস্তানপন্থীরা লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনে চড়াও হয়ে তাণ্ডব চালিয়েছে, তা মোটেই ভালোভাবে নেয়নি নয়াদিল্লি।

ওই দিন তাণ্ডব চলাকালীন অমৃতপালের সমর্থকরা দূতাবাসে টাঙানো ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে নেন। সেই দৃশ্য দেখে চমকে উঠেছে ভারত। দিল্লির ব্রিটিশ হাইকমিশনের সামনে থেকে ব্যারিকেড তুলে নেওয়া তারই প্রতিক্রিয়া বলে মনে করছে অনেকে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে ভারতের এই পদক্ষেপের কিছু সময় পরই ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে নিরাপত্তা বাড়াতে দেখা যায় ব্রিটিশ প্রশাসনকে।

বাংলা পোস্ট পড়ুন, বিজ্ঞাপন দিন

# ইবাদতের ভরা বসন্ত মাহে রমজান

### এম সাইফুল ইসলাম নেজামী

শাবান মাসের শেষ দিন। দিনের আলো ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। মুমিন দৃষ্টি পশ্চিম আকাশে। প্রাণে খুশির দোলা। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলে হন্যে হয়ে কী যেন খুঁজছে। ঐ দূর মিনারে অনুরণিত হলো মাগরিবের আযান। আল্লাহু আকবর.. আল্লাহু আকবর। একদিকে ঘরে ঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে উঠেছে। অন্যদিকে পশ্চিম দিগন্তে আঁধারের বুক ছিঁড়ে হেসে উঠেছে চিকন সুতার মতো বাঁকা চাঁদ। আলহামদুলিল্লাহ কণ্ঠে মালিকের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন মুমিন আত্মা। কারো মুখে এক জলক হাসি! আবার কারো নয়নে আনন্দাশ্রু। বছর ঘুরে আবার এলো মাহে রমজান। অফুরন্ত রহমত, বরকত, কল্যাণ ও ইবাদতসমৃদ্ধ এ মাস। জাগতিক লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে দূরে রেখে আত্মসংশোধনের মাধ্যমে ইনসানে কামেল হওয়ার অবারিত সুযোগ এনে দেয়- মাহে রমজান। মহান আল্লাহ ইসলামি বিধি-বিধানকে চাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন। রাসূলে পাক (দ.) ইরশাদ করেন, “তোমরা চাঁদ দেখে রোজা রাখো এবং চাঁদ দেখে ঈদ করো। কিন্তু যদি আকাশে মেঘ থাকে তাহলে ৩০ দিন পূর্ণ করো।” সহিহুল বোখারি। রমজানের চাঁদ দেখা সুন্নাত। পুণ্যময় আমল। মাহে রমজানের চাঁদ দেখার পুণ্য হাসিলের মাধ্যমে শুরু হয় ধৈর্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ রোজার তোড়জোড়। ইবাদতের ভরা বসন্ত মাহে রমজানের দিন শুরু হয় প্রভুভক্তির সিয়ামে; আর রাতে আছে কিয়াম (তারাবিহ)। মুমিন প্রাণের সাহস মরুর দুলাল (দ.) ফরমান, “যে ব্যক্তি এ মাসে একটি কল্যাণময় কাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করবে, সে অন্য সময়ের ফরজ ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে এবং যে ব্যক্তি এ মাসে একটি ফরজ ইবাদত করবে সে অন্য সময়ের ৭০টি ফরজ আমলের সওয়াব পাবে।” ইবাদতের মৌসুম মাহে রমজান। মুসলিম মাত্রই পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মুনিব প্রদত্ত আবশ্যকীয় ডিউটি। ঈমানদারের নিদর্শনও বটে। রমজান মাসে নামাজে আসে ভিন্ন মাত্রা। মসজিদের মিনার থেকে যখন ভেসে আসে এশারের আজান তখন মা-বোনরা ঘরে আর পুরুষদের লক্ষ্য মসজিদ। এশারের ফরজ ও সুন্নাত শেষে ইমাম সাহেব নিয়ত করেন বিশেষ এক সালাতের। নাম তার সালাতুত তারাবিহ! রমজান মাসে তারাবির নামাজ সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। সন্দেহাতীতভাবে এ নামাজের রাকাত সংখ্যা বিশ। যেটা গুরুত্বের দিক থেকে ওয়াজিবের কাছাকাছি। তারাবি সম্পর্কে রাসুল (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকীর আশায় কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আমরা পাপীতাপীদের জন্য পাপ মার্জনার সুবর্ণ সুযোগ বিশ রাকাত তারাবিহ। এ অফার রমজান মাসেই সীমাবদ্ধ। তারাবির জামাত শেষে বিতিরও জামাতে। এটাও রমজানেই খাস। তারাবি শেষে সাহারি পর্যন্ত এ সময়টাও ইবাদত হিসেবে ধরা হবে। রাতের শেষাংশ। মুয়াজ্জিন মাইকে ঘোষিল। ওঠে যান, ওঠে যান, সাহারির সময় হয়েছে ওঠে যান। ঘড়িতে তখন ভোররাত আড়াইটা থেকে তিনটা। আমরা অনেক সময় প্রয়োজনে ভোররাতে ওঠি। ঐটা কিন্তু ইবাদতের খাতায় গণ্য হয় না। এ ওঠা ইবাদত। এ ভোররাতের রান্নাও ইবাদত। হ্যাঁ, আমি ঠিক বরকতময় সাহারির কথাই বলছি। রোজা রাখার উদ্দেশ্যে শেষ রাতে উষা উদয়ের আগে যে খাবার গ্রহণ করা হয়, তা সাহরি। সাহরি খাওয়া সুন্নাত। তাবরানি শরীফে এসেছে- নবী করিম (দ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি সাহরি খায়, তার ওপর আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা রহমত বর্ষণ করেন।” সাহরি খাওয়ার মধ্যে অফুরন্ত রহমত, বরকত, নিয়ামত ও কল্যাণ আছে। সাহারির মাধ্যমে শেষ রাতে ওঠার অভ্যাস হয়। শেষ রাতে আল্লাহর রহমত অবিরাম ধারায় বর্ষিত হতে থাকে। এ সময় রয়েছে এক বিশেষ আমল। আর তা হলো তাহাজ্জুদের নামাজ। রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ হলো আম্বিয়া আলাইহিস সালামদের সুন্নাত, আল্লাহর মাহবুব বান্দাদের অভ্যাস আর আল্লাহর সঙ্গে বান্দার গভীর সম্পর্ক স্থাপনের অন্যতম পন্থা। তাহাজ্জুদের ফজিলত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুরা বনি ইসলাইলের ৭৯ নং আয়াতে বলেন, “রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ নামাজ কায়েম করুন; এটা আপনার জন্য এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, আপনার প্রতিপালক আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন মাকামে মাহমুদে।” প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.)’র হাদিসেও তাহাজ্জুদ নামাজের গুরুত্বের কথা উল্লেখ রয়েছে। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো তাহাজ্জুদের নামাজ।” নিয়মিত তাহাজ্জুদ অনুশীলনের সুযোগও রমজানের ভরা বসন্তের অংশ। সাহারির সময় শেষ। এ আওয়াজ কর্ণকুহরে আসলেই পানাহার বন্ধ। এটাই প্রভুভক্তি। এটাই নবীপ্রেম। এখানেই ধৈর্যের পরীক্ষা। সাহারি গ্রহণের মাধ্যমে শুরু হয় রমজানের অন্যতম প্রধান আমল সিয়াম। সিয়াম বা রোজা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, দাম্পত্য মিলন ও রোজা ভঙ্গ হওয়ার সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা। সুরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- “হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হয়েছিলো। নিঃসন্দেহে তোমরা মুত্তাকি (খোদাভীরু) হতে পারবে।” আল্লাহর জন্য সিয়াম পালনকারীদের সম্মানে আল্লাহ জান্নাতকে বিশেষভাবে সজ্জিত করেন। মায়ার নবী (দ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি পূর্ণ ইমানের সঙ্গে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশায় রমজানে রোজা পালন করবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।” রোজা আমার জন্য, আমি নিজেই রোজার প্রতিদান প্রদান করবো। মহান আল্লাহর এ ফরমান, রোজাদারকে তোলে দেয় অনন্য উচ্চতায়। সত্যিকার অর্থে রোজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অন্য সময় মুয়াজ্জিনের কণ্ঠে যখন ধ্বনিত হয় আসসালাতু খায়রুম মিনান নওম অর্থাৎ ঘুম থেকে নামাজ উত্তম আর তখন অধিকাংশ আল্লাহর বন্দা থাকে ঘুমের রাজ্যে। কিন্তু রমজানের চিত্র ভিন্ন। সাহারি গ্রহণপূর্বক রোজাদাররা ফজরের নামাজের কল্যাণ হাসিল করে ধন্য হন। এ ফজিলতপূর্ণ চর্চা মাহে রমজানের দান।মাহে রমজান কুরআন নাজিলের মাস হওয়ায় এ সময় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের সওয়াব অপরিসীম। প্রিয় নবীর বাণী- “অন্তরের কলুষতা পরিষ্কার করার উপায় হলো বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত করা।” দিনে রোজামুখে কুরআন তিলোয়াত করা। রাতে তারাবির জামাতে হাফেজে কুরআনদের মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে তিলাওয়াত শুনে বরকত হাসিলের সুযোগটা শুধুমাত্র রমজানেই পাওয়া যায়। জুমার দিন ছাড়া মসজিদে যাওয়ার অবসর হয়ে ওঠে না অনেকের। জামাতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে দয়াল নবী বারংবার তাগাদা দিয়েছেন। অন্য সময় কম হলেও কিন্তু ইবাদতের ভরা মৌসুম মাহে রমজানের প্রতি ওয়াক্ত নামাজের জামাত যেন জুমার জামাত (উপস্থিতি বেশি)। কেননা মাহে রমজানে মুমিনের ধ্যান-জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সিয়াম সাধনা বান্দাকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে দূরে রেখে নিরেট মুত্তাকী হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। মাহে রমজানের শেষ দশকে রয়েছে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পরীক্ষিত আমল ‘ইতেকাফ’। মাহে রমজানের শেষ দশ দিন মহল্লাবাসী থেকে যে কোন একজন মুসল্লী ইবাদতের নিয়তে শবে কৃদর তালাশের লক্ষ্যে রমজানের রোজাসহ মসজিদে অবস্থান করা সুন্নাতের মুয়াক্কাদাহ্ আলাল কেফায়া। রমনীদের জন্যও রমজানের শেষ দশদিন নিজ ঘরে ইতিকাফ পালন করা সুন্নাত। রাসূলে খোদা (দ.) এরশাদ করেন, “যে ব্যক্তি মাহে রমজানের দশদিন ইতিকাফ করবে সে দু’টি হজ্জ ও দু’টি ওমরাহ পালনকারীর সমপরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।” ইবাদতের ভরা বসন্ত রমজান আমাদের দু’হাত পুণ্যে ভরিয়ে দেয়। মাহে রমজানে রয়েছে লাইলাতুল কদর নামক মহিমান্বিত একটি রজনী। লাইলাতুল কদরের অন্য নাম শবে কদর। কদরের রাতে অজস্র ধারায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়।কুরআনুল কারীমে এরশাদ হয়েছে, “আমি একে নাযিল করেছি শবে কদরে। শবে কদর সম্পর্কে আপনি কি জানেন? শবে কদর হলো এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।” বুখারী শরীফের হাদিসঃ একদা হজরত উবায়দা (রা.) নবী করীম (দ.)-কে লাইলাতুল কদরের রাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন নবীজী সেই সাহাবিকে বললেন রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতগুলোতে তালাশ করো। লাইলাতুল কদরের ফজিলত অপরিসীম। তাই সারা রাত জেগে সঠিকভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে মনোনিবেশ করা আমাদের কর্তব্য। মাহবুব নবী শবে কদরে দোয়া পাঠের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, যে লোক শবে কদর থেকে বঞ্চিত হয় সে যেন সমগ্র কল্যাণ থেকে পরিপূর্ণ বঞ্চিত হল। রোজামুখে ফরজ, সুন্নাত, নফল আদায়, আল্লাহর জিকির, দরুদ-সালাম, মিলাদ-কিয়াম, দান-খয়রাত, উত্তম আচরণের মাধ্যমে রোজাদারের দিন কাটে। আস্তে আস্তে সূর্যটাও ফিরে যায় আপনালে। ক্রমেই বাড়তে থাকে আনন্দের মাত্রা। চলে মহাপুণ্যের ইফতার আয়োজন। ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার। রোজা ছাড়াও আমরা সন্ধ্যাকালীন নাস্তা করি। কিন্তু তাতে এতো আনন্দ থাকে না। হয় না ইবাদতের খাতায় গণ্য। ইফতারের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়াত: স্বয়ং রাসুল (দ) বলেছেন, “রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দের সময় রয়েছে : ১. ইফতারের সময় ২. মহান আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময়।” ইসলামী পরিভাষায় সূর্যাস্তের পর খেজুর, পানি বা কোনো খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের মাধ্যমে রোজা ছেড়ে দেয়াকে ইফতার বলে। অদৃশ্য শক্তির আদেশ পালনার্থে ভীষণ ক্ষুধা-তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও বনি আদম প্রহর গুনতে থাকে সূর্যাস্তের। এ সময় মহান আল্লাহ মানব জাতির ওপর সন্তুষ্ট হয়ে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। রাসূল (দ.) বলেছেন, “ইফতার করার সময় রোজাদারের দোয়া কবুল হয়ে থাকে।” ইফতার করানোও মহাপুণ্যের কাজ। মাহে রমজান ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহানুভূতির শিক্ষার এক অন্যান্য পাঠশালা। এ মাসের কারণে মানুষ ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালা বুঝতে পারে। এ জন্য এক মুমিনের হৃদয় ধাবিত হয় অন্য মুমিনের সুখ-দুঃখের খবর সন্ধানে। যার বাস্তব রূপ প্রকাশ পায় ইফতারের মাধ্যমে। প্রিয় নবী ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে পরিতৃপ্তি সহকারে খাওয়াবে আল্লাহ তাকে আমার ‘হাউজে কাওছার’ থেকে এমন ভাবে পানি পান করাবেন যার ফলে, সে জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আর তৃষ্ণার্ত হবে না। সুবহানাল্লাহ। উল্লেখিত ইবাদতমালা ছাড়াও একজন পরহেজগার আল্লাহর প্রিয় বান্দা সালাতুত তাসবিহ, সালাতুল ইশারাক, সালাতুল আওয়াবিল, সালাতুল হাজাতের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে দয়া ভিক্ষা চায়। এ মাসে আত্মীয় স্বজনের খবরা-খবর নেওয়াও ইবাদত। একে অন্যের সাথে ইফতার শেয়ার করা সম্পর্কে আনে দৃঢ়তা। সামর্থ্যবানরা সহমর্মিতায় অসহায়ের পাশে দাঁড়ায়। কেউ কেউ লাইব্বাঈক আল্লাহুম্মা লাব্বাঈক সুর তোলে পাড়ি জমায় আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ শরীফে; ওমরাহ ও ইতেকাফের নিয়তে। এ মাসে ওমরাহ পালনে রয়েছে বিশেষ ফজিলত। নবীপ্রেমেসিক্ত হৃদয় ছুটে যায় ঈমানের বাড়ি সোনার মদিনায়। প্রকৃতপক্ষে ইলাহ, আবদ ও ইবাদত এ তিনি শব্দের পূর্ণ সমন্বয় ঘটে মাহে রমজানে। মহান আল্লাহর ঘোষণা: “আমি জিন ও মানবজাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।” মহান আল্লাহর এ আশার পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে মাহে রমজানে। পবিত্র রমজান মাস বান্দাকে পাপরাশি থেকে মুক্ত করে প্রভুধ্যানে মগ্ন করে দেন। মুক্তির গ্যারান্টি মাহে রমজান। রোজাদারের নিষ্পাপ আত্মা আল্লাহর কাছে যা-ই চাই আল্লাহ তা পূরণ করেন। এ মাসের মতো ইবাদতের সুযোগ অন্য আর কোন মাসে থাকে না। এ মাস যেমন শ্রেষ্ঠ, এ মাসে যারা ইবাদত করে তাঁরাও শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন হন। পরম ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় মহা ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ঈমানদাররা। আত্মশুদ্ধি আর আত্মসংযমের রমজানকে বিদায় জানানোর সময় এসে যায়। হারানোর বেদনায় অশ্রুসিক্ত মুমিন আত্মা। উঠে শাওয়ালের চাঁদ। মুমিন প্রাণে বেজে উঠে কাজীদার সেই প্রেমের সুর- ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশীর ঈদ। এসে যায় মহা খুশির ঈদ। আর এটাই মালিক কর্তৃক রোজাদারদের জন্য দুনিয়ায় শ্রেষ্ঠ প্রতিদান। অবশ্য আখেরাতে এর চেয়ে অধিক থেকে অধিকতর পুরস্কার জমা আছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে মাহে রমজান ইবাদতে কাটানোর তৌফিক দান করুন। আমিন।

**তারাবি সম্পর্কে রাসুল (দ.) বলেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে নেকীর আশায় কিয়ামুল লাইল তথা তারাবি আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করা হবে। আমরা পাপীতাপীদের জন্য পাপ মার্জনার সুবর্ণ সুযোগ বিশ রাকাত তারাবিহ। এ অফার রমজান মাসেই সীমাবদ্ধ। তারাবির জামাত শেষে বিতিরও জামাতে। এটাও রমজানেই খাস। তারাবি শেষে সাহারি পর্যন্ত এ সময়টাও ইবাদত হিসেবে ধরা হবে**

## সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

| তারিখ | ফজর | সূর্যদ্বয় | যোহর | আছর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৪.০৩.২৩ শুক্রবার | 4:37 | 5:52 | 01:00 | 4:21 | 6:23 | 8:08 |
| ২৫.০৩.২৩ শনিবার | 4:35 | 5:50 | 12:45 | 4:22 | 6:25 | 8:10 |
| ২৬.০৩.২৩ রবিবার | 5:33 | 6:47 | 12:45 | 5:24 | 7:26 | 9:11 |
| ২৭.০৩.২৩ সোমবার | 5:31 | 6:45 | 12:45 | 5:25 | 7:28 | 9:13 |
| ২৮.০৩.২৩ মঙ্গলবার | 5:30 | 6:43 | 12:45 | 5:26 | 7:30 | 9:15 |
| ২৯.০৩.২৩ বুধবার | 5:28 | 6:41 | 12:45 | 5:27 | 7:31 | 9:16 |
| ৩০.০৩.২৩ বৃহস্পতিবার | 5:25 | 6:38 | 12:45 | 5:29 | 7:33 | 9:18 |

*নামায শুম্পর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।*

# ১৯ বছরেই মারা গেলেন চ্যাম্পিয়ন বক্সার

**পোস্ট ডেস্ক :** ইংল্যান্ডের জুড মুরে নামের ১৯ বছর বয়সী এক বক্সার মারা গেছেন। তিনি দুটি জুনিয়র বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন।

গত ১৭ মার্চ মুরে মারা গেছেন বলে তার পরিবার নিশ্চিত করেছে। চলতি সপ্তাহে তার মিলানে বক্সিং প্রতিযোগিতায় নামার কথা ছিল।

মারা যাওয়ার আগে জুড মুরে পোল্যান্ডের জাতীয় বক্সিং চ্যাম্পিয়নের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম সিনিয়র বক্সিংয়ে জয় পেয়েছিলেন।

তার মৃত্যুতে হেড কোচ ক্রেগ টার্নার বিবিসি'কে বলেছেন, 'অসাধারণ এক তারকা ছিল। একবার তার সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে তাকে ভুলতে পারবেন না। তার মৃত্যুতে আমরা বিধ্বস্ত। সে খুব বেশিদিন বাঁচলো না। কিন্তু যে ক'দিন বেঁচেছে আলো ছড়িয়েছে।'

তার মৃত্যুর কারণ কী কিংবা তার কী হয়েছিল এ বিষয়ে জুড মুরের বাবা মার্ক, মা ক্লারা কিংবা ভাই ইথান ও বিউ পরিষ্কার করে কিছু বলতে পারেননি।

# আরেক ধাপ এগোল আর্সেনাল

**পোস্ট ডেস্ক :** দীর্ঘ ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ঘুচিয়ে ফেলবে আর্সেনাল? শেষে কোন নাটক অপেক্ষা করছে কে জানে! তবে এই মুহূর্তে ১৯ বছরের অপেক্ষা ঘোচানোর পথে দুর্বার গতিতেই ছুটে চলছে আর্সেনাল। সেই পথে পরশু গানাররা ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে।

নিজেদের ঘরের মাঠে এমিরেটসে গানারদের এই জয়ের বড় নায়ক বুকায়ো সাকা। ইংলিশ তারকা করেছেন জোড়া গোল। এছাড়া আর্সেনালের হয়ে একটি করে গোল করেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেল্লি ও সুইস তারকা গ্রানিত জাকা। ক্রিস্টালের হয়ে একমাত্র গোলটি করেছেন জেফ্রে স্ক্লাপ।

উড়ন্ত এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে গেল আর্সেনাল। অবশ্য ম্যান সিটি একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ২৮ ম্যাচে ৬৯ পয়েন্ট আর্সেনালের। ২৭ ম্যাচে ম্যান সিটির পয়েন্ট ৬১। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনাল সর্বশেষ শিরোপা জিতেছিল সেই ২০০৩-০৪ মৌসুমে। দুই ফরাসির হাত ধরে।

কোচ আর্সেন ওয়েঙ্গারের অধীনে আর্সেনালের শিরোপা জয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন ফরাসি ফরোয়ার্ড থিয়েরি অঁরি। সময়ের ব্যবধানে সেই ওয়েঙ্গার-অঁরিরা অনেক আগেই আর্সেনাল ছেড়েছেন। ওয়েঙ্গার কোচিং ছেড়েছেন। অঁরি ছেড়েছেন খেলা। কিন্তু আর্সেনাল আর লিগ জিততে পারেনি। অবশেষে দীর্ঘদিনের সেই আক্ষেপ মুছে ফেলার স্বপ্নে বিভোর আর্সেনাল-সমর্থকরা। তাদের স্বপ্নটা শেষ পর্যন্ত পূরণ হবে?

# কোপার শিরোপা জিতলো ব্রাজিল

**পোস্ট ডেস্ক :** আগের তিন আসরের মধ্যে দুই আসরেই চ্যাম্পিয়ন, এবারও ফাইনালে উঠেছিলো দোর্দণ্ড প্রতাপ দেখিয়ে। শিরোপার মঞ্চে পরিষ্কার ফেভারিট হিসেবেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে ১৩-৫ গোলে হারিয়ে কনমেবল বিচ সকার কোপা আমেরিকা ২০২৩ এর চ্যাম্পিয়ন হলো ব্রাজিল। এই নিয়ে চারবার হওয়া এই টুর্নামেন্টে তিনবারই শিরোপা জিতলো পেলে-নেইমারের দেশের বিচ ফুটবলাররা।

রোববার (১৯ মার্চ) রাতে আর্জেন্টিনার রোজারিওতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে স্বাগতিকদের মুখোমুখি হয় সেলেসাওরা। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের মাঠে তাদেরই বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে নামা। কিছুটা হলেও চাপ ছিল বৈকি ব্রাজিলের ওপর। তবে মাঠের খেলায় তার বিন্দুমাত্র ছাপ পড়তে দেয়নি সেলেসাও প্রতিনিধিরা। ফাইনালে প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়েছে ১৩-৫ গোলে।

ম্যাচের শুরু থেকেই আর্জেন্টিনার ওপর একের পর এক আক্রমণ করে গেছে ব্রাজিল। প্রতিপক্ষের আক্রমণ সামলাতেই যেন নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছিলো আলবিসেলেস্তাদের। সামলাতে আর পারেওনি তারা, ম্যাচের প্রথমার্ধেই ৫-০ গোলের লিড নিয়ে বিরতিতে যায় ব্রাজিল। ফিলিপের জোড়া গোলের পাশাপাশি জে লুকাস, এডসন হাল্ক ও জর্ডান করেন ১টি করে গোল।

বিরতির পর খেলার ধার আরও বাড়ায় ব্রাজিল। টানা আক্রমণে আলবিসেলেস্তাদের জালে আরও দুই হালি গোল দেয় ব্রাজিল। এর মাঝে আর্জেন্টিনা অবশ্য ৫ গোল শোধ করে, তবে তা যেন ছিলো শুধুই হারের ব্যবধান কমানো।

১৩-৫ গোলের জয় নিয়ে বিচ সকার কোপা আমেরিকার শিরোপা জিতেই বাড়ি ফেরে ব্রাজিল। আর প্রথমবারের মতো ফাইনালে ওঠা আর্জেন্টিনাকে নিজেদের মাঠেও সন্তুষ্ট থাকতে হয় রানার্স-আপ হয়েই।

# ভারত বন্ধুত্ব করতে না চাইলে পাকিস্তান কী করবে : আফ্রিদি

**পোস্ট ডেস্ক :** সীমান্ত নিয়ে সমস্যার কারণে প্রতিবেশী দুই দেশ ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। রাজনৈতিক সমস্যার কারণে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক সিরিজ বন্ধ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলে (আইসিসি) এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের টুর্নামেন্ট ছাড়া এক যুগ হলো দুই দেশের মধ্যে কোনো ম্যাচ হচ্ছে না। চলতি বছরের অক্টোবর-নভেম্বরে ভারতে অনুষ্ঠিত হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে ঘরের মাঠে এশিয়া কাপ আয়োজন করতে চায় পাকিস্তান; কিন্তু ভারত সাফ জানিয়ে দিয়েছে এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হলে তারা দল পাঠাবে না। ভারতের এমন ঘোষণার পর পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও হুমকি দিয়েছে তাহলে বিশ্বকাপে অংশ নিতে পাকিস্তান ভারত সফরে যাবে না।

এমন পরিস্থিতির মধ্যে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার ও সাবেক অধিনায়ক শহিদ আফ্রিদি বলেন, সম্প্রতি অনেক দল আমাদের দেশে সফর করেছে। আমাদের নিরাপত্তা পরিস্থিতি অনেক ভালো। আমরা ভারতেও নিরাপত্তার হুমকির পেয়েছিলাম। তবে দুই দেশের সরকারের কাছ থেকে অনুমতি পেলে সফর হয়।

'স্পোর্টস টকের সঙ্গে কথা বলার সময় পাকিস্তানের সাবেক এ অধিনায়ক আরও বলেন, আমরা যদি কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই আর সে যদি আমাদের সঙ্গে কথা না বলে, তাহলে আমরা কী করতে

পারি? ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড (বিসিসিআই) একটি শক্তিশালী বোর্ড, এতে কোনো সন্দেহ নেই। আপনি যখন শক্তিশালী তখন আপনার দায়িত্বি বেশি থাকে। শত্রু তৈরি করার চেষ্টা করবেন না, আপনাকে বন্ধু তৈরি করতে হবে। বন্ধু তৈরি করলে আপনি আরও শক্তিশালী হবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আফ্রিদি বলেন, আমি পিসিবিকে দুর্বল বলব না, তবে সামনে থেকেও সাড়া এসেছে। আমি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চাই, তুমি যদি আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে না চাও তাহলে আমি কী করব?

২০০৫ সালে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ভারত সিরিজের কথা স্মরণ করে শহীদ আফ্রিদি বলেন, সেই সময় বড় মিডিয়ার লোকজন এসেছিলেন। হরভজন সিং, যুবরাজ সিং এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা বাইরে গিয়ে কিছু কিনতেন। তারা যখন রেস্টুরেন্টে যেতেন তখন কেউ তাদের কাছ থেকে টাকা নিত না। এটাই দুই দেশের সৌন্দর্য।

CLASSIFIED

**সিলেট শহরে বাসার জায়গা বিক্রয়**

সিলেট শহরের ৮নং ওয়ার্ডের, মদিনা মার্কেট সংলগ্ন, কালিবাড়ি রোড, নোয়াপাড়ায় আবাসিক এলাকায় সাড়ে চৌদ্দ শতক নির্ভেজাল জমি বিক্রয় করা হবে।
চারপাশ সীমানা প্রাচীর বেষ্টিত, অনেক বড় মেটালের গেট সম্পন্ন, যেখানে ডিপকল ও বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে।
অত্যন্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
বাসার সামনে ১২ফিট প্রশস্তের একটি বড় রাস্তা রয়েছে।
শুধুমাত্র প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন।

**বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন**

মোবাইল- 07436796415
শেখ মোঃ মফিজুর রহমান

**INDIAN RESTAURANT FOR SALE**

Southports most established & popular indian restaurand for sale
- 56 seats with accommodation and car park
- Est. 1984.
- Weekly takings 8/9k

Please contac Mr Mahadie Hassan on 07897552592 for more details

**TIJARAH SWEETS LTD**
246A BOW ROAD, E3 3AP
Mob: 0774 249 1294

| OUR SERVICES: | আমাদের সেবা সমুহ |
|---|---|
| Money Transfer/Bikash | মানি ট্রান্সফার / বিকাশ |
| Cargo / DHL | কারগো / ডি এইচ এল |
| Air ticket | এয়ার টিকেট/ নো ভিসা |
| No visa required | |
| Sweets | মিষ্টি |

Open : Mon - Sun 9am - 8pm

# সউদী আরব-ইরান সম্পর্ক বিশ্বশান্তি ত্বরান্বিত করবে

## জালাল উদ্দিন ওমর

চীনের উদ্যোগে সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার খবর এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত খবর। মধ্যপ্রাচ্যে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং চীনের মধ্যস্থতায় সউদী আরব ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার খবর যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিব্রতকর একটি বিষয়। অপরদিকে ইসরাইলের চির শত্রু ইরানের সাথে সউদীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ইসরাইলের জন্য একটি বিপর্যয়। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল এ ঘটনাকে যেভাবে মূল্যায়ন করুক না কেন, সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যকার সুসম্পর্ক মধ্যপ্রাচ্য এবং মুসলিম বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একইভাবে তা বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও বিরাট ভূমিকা রাখবে।

সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব পুরানো। তবে ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি সউদী সরকার কর্তৃক আয়াতুল্লাহ শেখ নিমর আল নিমরের ফাঁসি কার্যকর করায় এ দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করে। শেখ নিমর ছিলেন সউদী সরকারের একজন সমালোচক এবং তার প্রতি ছিল ইরানের সমর্থন। সউদী সরকার শেখ নিমরের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ আনে এবং তাকে গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করে। সউদী সরকারের অভিযোগ, ২০১১ সালে সউদী আরবে যে সরকার বিরোধী আন্দোলন হয় তাতে শেখ নিমরের ইন্ধন ছিল। আদালত শেখ নিমরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে এবং সউদী সরকার শেখ নিমরের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করে। তার মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার সাথে সাথে ইরান তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ইরানের অভিযোগ, শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণেই শেখ নিমরকে সউদী সরকার ফাঁসি দিয়েছে। ইরান এজন্য সউদী আরবের তীব্র সমালোচনা করে এবং সউদী আরবকে চড়া মূল্য দিতে হবে বলে হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করে। শেখ নিমরের ফাঁসি কার্যকর করার প্রতিবাদে ইরানে বিক্ষোভ হয় এবং বিক্ষোভকারীরা তেহরানে অবস্থিত সউদী দূতাবাসে হামলা করে। এর প্রতিবাদে সউদী আরব ইরানের সাথে সকল ধরনের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। তখন থেকে সাত বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশ দুটির মধ্যে কোনো ধরনের সম্পর্ক ছিল না। এভাবে সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্ব আবারো মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং তারা দেশে দেশে বিভিন্ন পক্ষে পক্ষালম্বন করে। ফলে মুসলিম দেশগুলোর মাঝে বিদম্যান অনৈক্য আরো জোরালো হয় এবং মুসলিম বিশ্ব কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সউদী আরব এবং ইরান মুসলিম বিশ্বের দুটি প্রভাবশালী দেশ। অথচ, দেশ দু'টির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বৈরিতা চলছে, যার কারণে মুসলিম বিশ্ব বছরের পর বছর ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ দ্বন্দ্বের কারণে ওআইসি কখনো গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারেনি। যুগের পর যুগ ধরে ফিলিস্তিনিরা ইসরাইলের হাতে নির্যাতিত হয়ে আসছে। কয়েক লক্ষ ফিলিস্তিনি বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন দেশের শরণার্থী শিবিরে জীবনযাপন করছে। অনেক ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরেই জন্মগ্রহণ করেছেন, শরণার্থী শিবিরেই বড় হয়েছে এবং শরণার্থী শিবিরেই মৃত্যুবরণ করেছে। এখানকার রাজনীতি ও সউদী-ইরান দুই মেরুতে বিভক্ত। ইসলামিক জিহাদ ও হামাসকে সমর্থন দিচ্ছে ইরান আর পিএলওকে সমর্থন দিচ্ছে সউদী আরব। ফলে ফিলিস্তিনিরা কখনোই ইসরাইলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি এবং বিজয় অর্জন করেনি। ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানকার রাজনীতিও সউদী-ইরান দ্বন্দ্বে বিভক্ত। প্রেসিডেন্ট আসাদের পক্ষে আছে ইরান, আর আসাদবিরোধী পক্ষকে সমর্থন করেছে সউদী আরব। যুদ্ধে যুদ্ধে সিরিয়া আজ শেষ। ইতিমধ্যেই পাঁচ লক্ষ সিরিয়ান মারা গেছে, আর পঞ্চাশ লক্ষ সিরিয়ান শরণার্থী হয়েছে। ইয়েমেনেও আজ গৃহযুদ্ধ চলছে। সেখানেও একপক্ষে আছে সউদী আরব আর একপক্ষে আছে ইরান। গৃহযুদ্ধে ইতোমধ্যেই ইয়েমেনও ধ্বংস হয়েছে এবং ৬০ হাজার ইয়েমেনি মারা গেছে। মিসরের বর্তমান শাসক সিসিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিচ্ছে সউদী আরব। ব্রাদারহুডকে ক্ষমতাচ্যুত করতে সউদী আরব ব্যাপক তৎপরতা চালায়। অপরদিকে ব্রাদারহুডকে সমর্থন করে ইরান। সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্বে মুসলিম দেশসমূহ যখন বহুধাবিভক্ত, তখন সাম্রাজ্যবাদীরা কৌশলে মুসলিম দেশসমূহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। সিরিয়া, লিবিয়া ও ইয়েমেন তার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। মিয়ানমারের শাসকেরা আরাকানের মুসলমানদের ওপর বছরের পর বছর ধরে নির্যাতন চালাচ্ছে এবং প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম ঘরবাড়ি ছেড়ে বাংলাদেশে এসে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাদের সাহায্য করার সময় এবং শক্তি আজ মুসলিম দেশগুলোর নেই। কারণ, তারা নিজেরা নিজেরাই ঝগড়া বিবাদে ব্যস্ত।

**মুসলিম সমাজ আজ হাজারো গ্রুপে বিভক্ত। চলছে হিংসা, হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ এবং বিগ্রহ। অথচ ঐক্য, ভাতৃত্ব, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।**

মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য এবং সংহতি সবচেয়ে বেশি থাকার কথা থাকলেও তারা আজ বহুধাবিভক্ত। বৃহত্তর স্বার্থকে বাদ দিয়ে তারা আজ ক্ষুদ্র স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িত। এই দ্বন্দ্বে মুসলিম দেশসমূহ আজ বিপর্যস্ত। সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেন সবদেশেই যুদ্ধরত পক্ষগুলো মুসলিম। এই যুদ্ধে যারা মরছে তারা সবাই মুসলিম। যা কিছুই ধ্বংস হচ্ছে সবই মুসলমানদের সম্পদ। এই সুযোগে সাম্রাজ্যবাদীরা দেদারছে অস্ত্র বিক্রি করছে। একদিকে মুসলমানদের টাকায় অস্ত্র ব্যবসায়ীরা লাভবান, অপরদিকে সেই অস্ত্রের আঘাতে মারা যাচ্ছে মুসলমানরাই এবং মুসলমানদেরই ঘর বাড়ি সব ধ্বংস হচ্ছে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধরত দুই পক্ষকেই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম দেশসমূহ হয়ে উঠেছে পশ্চিমা বিশ্বের দাবার খেলার স্থান। মুসলিম দেশসমূহে পশ্চিমারা যুদ্ধের নতুন নতুন ফ্রন্ট লাইন খুলছে। ফলে আত্মঘাতী এই যুদ্ধ বন্ধ না হয়ে অবিরাম গতিতে এগিয়ে চলছে। এই আত্মঘাতী যুদ্ধই মুসলমানদের ধ্বংস করছে এবং এই যুদ্ধে কিন্তু কেউই জিতবে না। এ কারণেই মুসলমানরা শক্তিশালী না হয়ে দিন দিন দুর্বল হচ্ছে এবং বহিঃবিশ্বে মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমছে। অন্যের সমস্যা সমাধানের সুযোগ, ক্ষমতা এবং দক্ষতা মুসলিম দেশের শাসকদের নেই। তারা কীভাবে ক্ষমতায় টিকে থাকবে সে প্রচেষ্টাতেই সবসময় ব্যস্ত এবং নিজেদের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার কাজে ভিনদেশের সহযোগিতা চায়। এ কারণে ফিলিস্তিন এবং মিয়ামারের নিপীড়িত নির্যাতিত মুসলমানদের পক্ষে দাঁড়ানোর সময় এবং ক্ষমতা মুসলিম দেশের রাজা বাদশাহদের নাই। আর মুসলমানদের এই অনৈক্যই পশ্চিমাদের শক্তি। এই সুযোগে পশ্চিমারা নিজেদের শক্তিশালী করেছে এবং মুসলিম দেশসমূহের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং মুসলিম দেশসমূহের নিয়ন্ত্রক হয়ে বসে আছে।

মুসলিম দেশসমূহের মাঝে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব নিজেদেরকেই দূর করতে হবে। আজকের বিশ্বে যত গৃহযুদ্ধ সব মুসলিম দেশেই। যত উদ্বাস্তু এবং শরণার্থী সবাই মুসলিম। এমনকি আমাদের দেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিরাও মুসলিম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই এসব পাকিস্তানি বাংলাদেশের রিফিউজি ক্যাম্পে মানবতের জীবনযাপন করছে। এই সমস্যাটি এখনো সমাধান হয়নি এবং তারা পাকিস্তানে ফেরত যেতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম দেশসমূহের সমস্যার সমাধান মুসলিম দেশসমূহকেই করতে হবে। তার জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ক্ষুদ্র স্বার্থ বাদ দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আল্লাহ, রাসুল (সা.), কোরান, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত কোরবানি– সব এক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানরা আজ এক নয়। মুসলিম সমাজ আজ হাজারো গ্রুপে বিভক্ত। চলছে হিংসা, হানাহানি, মারামারি, যুদ্ধ এবং বিগ্রহ। অথচ ঐক্য, ভাতৃত্ব, সাম্য এবং শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা। মানবকল্যাণ ইসলামের প্রধান শিক্ষা হলেও মুসলমানদেরই কারণে মুসলমানরা আজ ঘরবাড়ি ছাড়া, দেশ ছাড়া এবং তারা আজ শরণার্থী। অনেকে বলে, সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যকার দ্বন্দ্বের জন্য পশ্চিমারা দায়ী। একইভাবে ফিলিস্তিন, সিরিয়া, লিবিয়া, ইয়েমেনসহ মুসলিম দেশগুলোর সমস্যার জন্য পশ্চিমারা দায়ী এবং পশ্চিমারাই এসব সংকট সৃষ্টি করেছে। এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। তবে মুসলিম দেশের শাসক এবং রাজনীতিবিদরা যদি ঐক্যবদ্ধ থাকত এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত না হতো, তাহলে পশ্চিমারা মুসলিম দেশে এসে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারত না। বিদ্যমান অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মুসলিম দেশসমূহের মাঝে ঐক্য এবং সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। নিজেদের মধ্যে যে সব সমস্যা আছে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে হবে। সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা মুসলিম দেশসমূহে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য। বৃহৎ শক্তিসমূহ বিভক্ত হলে, ছোট ছোট দেশ বৃহৎ শক্তির পক্ষে-বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলে সমস্যা বাড়ে, অশান্তি বাড়ে। অপরদিকে বৃহৎ শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ থাকলে ছোট ছোট দেশ ঐক্যবদ্ধ হয়। ফলে সমস্যা কমে, অশান্তিও কমে।

মুসলিম দেশসমূহের মাঝে যে দূরত্ব রয়েছে তা আলোচনায় বসলে অবশ্যই দূর হবে। কারণ, ধর্মীয় এবং ঐতিহ্যগতভাবে দেশগুলোর মধ্যে হাজারো মিল রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের পন্ডিত ব্যক্তিগণকে আজ মুসলিম দেশগুলোর ঐক্যের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। ওআইসিকেও উদ্যোগী হতে হবে। দেখা গেছে, আর সউদী আরব এবং ইরানের মাঝে দূরত্ব বাড়লে সেই দূরত্ব অন্যান্য মুসলিম দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। দেশ দুটির মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণে ইতোমধ্যেই বিশ্ব মুসলিমের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সুতরাং সউদী আরব এবং ইরানের মধ্যে সুসম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে হবে। মুসলিম দেশসমূহকে আজ একে অপরের প্রতিপক্ষ না হয়ে, পরস্পরের সহযোগী হতে হবে। একের কল্যাণে অপরকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, ঐক্যেই শক্তি এবং ঐক্যেই শান্তি ও সমৃদ্ধি।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

# Rishi Sunak paid over £1m in UK tax since 2019

**Post Desk :** Rishi Sunak paid more than £1m in UK tax over the last three years, details of the prime minister's financial affairs show.

The UK tax was paid on earnings of more than £4.7m from income and a US-based investment fund.

Mr Sunak first said he would publish a tax return during his unsuccessful campaign to be Tory leader last year.

He faced calls to be transparent about his finances after it emerged his wife, Akshata Murty, had non-dom status.

The tax details came as MPs questioned former Prime Minister Boris Johnson over whether he misled MPs over Partygate.

Mr Sunak is thought to be one of the richest MPs in Parliament and his personal wealth is something opposition parties have often used as a political attack line.

The PM worked in finance before entering politics and he and his family are thought to own several properties, including a Grade II-listed manor house in his North Yorkshire constituency.

In the last financial year alone, 2021-2022, the prime minister earned more than £1.9m in income and capital gains, according to the records

Earlier this month, during a trip to Paris for talks with French President Emmanuel Macron, Mr Sunak said he had been too "busy" to publish sooner.

But speaking in Parliament a few weeks ago, Labour backbench MP Richard Burgon questioned why the prime minister had taken so long to publish tax returns.

He said: "People want transparency in our politics, especially because the prime minister is the richest prime minister in history and because of the concerns there have been."

In his first speech as PM outside Downing Street, Mr Sunak promised to lead a government of "integrity, professionalism, and accountability at every level".

The Liberal Democrats said Mr Sunak "snuck" the records out "whilst the world is distracted with Boris Johnson's Partygate grilling".

"People will be much more concerned today about the staggering tax hikes Rishi Sunak has imposed on them," the party's Cabinet Office spokesperson Christine Jardine said.

The financial affairs of Mr Sunak and his family were thrust into the media spotlight when he was chancellor in 2022.

Mr Sunak's wife, Ms Murty, revealed she had non-dom status, which meant she did not pay UK tax on her overseas earnings.

While there is not a long tradition of prime ministers publishing their tax returns, some of Mr Sunak's predecessors have chosen to do so in recent years.

Former Conservative Prime Minister David Cameron published his tax return in 2016 after revelations about his late father's offshore fund were revealed in the Panama Papers.

Theresa May released her tax return during her campaign to be Tory leader in 2016, but did not do so when she was prime minister.

The two previous prime ministers, Boris Johnson and Liz Truss, did not publish their tax returns.

**Under scrutiny**

Ms Murthy is the daughter the billionaire founder of Indian IT giant Infosys and owns a share of the company, entitling her to dividend payments.

As Mr Sunak came under political pressure, Ms Murty released a statement saying she would pay UK tax on her overseas income but retain her non-dom status.

At about the same time, Mr Sunak admitted he had held a US green card - allowing permanent residence in that country - while he was chancellor.

He returned the green card in October 2021, ahead of his first trip to the US as a UK government minister.

Following these revelations, Mr Sunak referred himself to the prime minister's ethics adviser, who cleared him of breaching ministerial rules over the declaration of his financial arrangements.

**Blind trust**

The document released by the government includes an explanation of the prime minister's tax affairs from 2019.

The document says all of Mr Sunak's investment income and capital gains "relate to a single US-based investment fund", which is listed as a "blind management arrangement" on the register of ministers' interests.

Politicians with share portfolios and investments routinely set up blind trusts when they get government jobs. This allows them to continue earning income from their investments without knowing where the money is invested to avoid any conflicts of interest.

The document says "some of the income of the US-based investment fund is also subject to tax in other jurisdictions (including the USA)".

Mr Sunak - who has previously worked as an analyst for the investment bank, Goldman Sachs - has acknowledged that his investments are kept in a financial arrangement known as a blind trust.

In February, in an interview with TalkTV presenter Piers Morgan, he was asked whether it was right for prime ministers to have blind trusts.

Mr Sunak said: "I think that's better than them having control over them."

Mr Sunak's records also show that the prime minister paid tax in the US on dividends in the country. A dividend is a sum of money paid by a company to its shareholders out of its profits.

"These US dividends were also subject to tax in the UK," the document says.

The document says Mr Sunak's previously held green card status did not impact his tax liability in either the UK or the US during the three financial years reported.

# Partygate: MPs clash with Boris Johnson over denials

Post Desk : Boris Johnson has repeatedly insisted he did not intentionally mislead Parliament over Partygate in a three-hour grilling by a committee of MPs.

The former prime minister began the session with a Bible in his hands, as he swore: "Hand on heart, I did not lie to the House."

He admitted social distancing had not been "perfect" at gatherings in Downing Street during Covid lockdowns.

But he told MPs the guidelines - as he understood them - had been followed.

The Privileges Committee is investigating statements Mr Johnson made to Parliament, after details of booze-fuelled parties and other gatherings in Downing Street emerged in the media from the end of 2021 onwards.

If he is found by MPs to have deliberately or recklessly misled Parliament, he faces suspension from the Commons - a move that might trigger a by-election in his Uxbridge and South Ruislip constituency.

Mr Johnson, with a legal adviser at his side, and supporters including former cabinet minister Jacob Rees-Mogg sat behind him, was in a combative mood as he took MPs' questions.

The MPs themselves were robust in their questioning, with committee chair, Labour's Harriet Harman, at one point describing his assurances as "flimsy", saying they "did not amount to much at all".

'Electrified fence'

Mr Johnson insisted "essential" work gatherings, which he said included staff leaving dos in Downing Street, were allowed under his government's Covid guidelines.

At times, MPs on the committee - including senior Tory Sir Bernard Jenkin - expressed incredulity at his line of argument.

Shown a picture of himself surrounded by colleagues and drinks during a leaving do, Mr Johnson argued No 10 staff cannot have an "invisible electrified fence around them".

"They will occasionally drift into each other's orbit," he said, accepting that "perfect social distancing is not being observed" in the image but denying it was in breach of the guidance.

# Muslim Aid begins its distribution of 30,000 meals to combat Ramadan cost-of-living crisis

On Tuesday 21st March Muslim Aid distributed 10,000 meals as it launched its flagship Feed The Fasting campaign in the UK to combat the cost-of-living crisis.

Muslim Aid, which is one of the oldest British Muslim charities, carried out a launch event for the distribution at East London Mosque in partnership with Euro Foods.

Local high-profile figures such as Dilowar Khan, the Director of East London Mosque, Lutfur Rahman the Mayor of Tower Hamlets and Shelim Hussain MBE, Managing Director of Euro Foods, attended the distribution.

"The distribution was a massive success and we are proud that Muslim Aid has extended our Feed The Fasting campaign by launching it at one of Europe's largest Mosques, and we are looking to roll it out to the rest of the country as we find more partners to work with", said Abul Kalam, Head of Fundraising and Marketing Campaigns at Muslim Aid.

"East London Mosque is delighted to partner up with Muslim Aid to deliver Ramadan food packs to struggling families who are having to deal with the cost of living crisis", said Sufia Alam, Head of Programmes and Maryam centre, East London Mosque.

"You never know who needs a helping hand. This effort is Euro Foods Group giving back to the community as we wouldn't be where we are without them", says Ibal Hussain of Euro Foods.

"Muslim Aid is based in London's borough of Tower Hamlets, where 56 percent of children live in poverty, it felt natural for us to launch this campaign closest to home", said Khalid Javid, Interim CEO of Muslim Aid.

Feed The Fasting takes place every Ramadan by Muslim Aid - the second oldest Muslim charity in the UK - which feeds people in poverty across the world to cover their meals throughout the holy Muslim month.

Last year, Muslim Aid's Feed The Fasting campaign delivered over 2.2 million meals across the world in 12 countries.

## Ramadan Mubarak:

# Time For Deep Dive Into The Qur'an and Spiritual Growth

By Shofi Ahmed

Ramadan is a month of immense importance for Muslims all around the world. It is a time of fasting, prayer, and self-reflection. During this month, we abstain from food, drink, and other physical needs from dawn until sunset. This act of fasting may seem challenging at first, but it provides us with a unique opportunity to strengthen our willpower and discipline.

As Muslims, we are encouraged to use this time to reflect on our faith and seek a deeper connection with Allah SWT. It is important to note that Ramadan is not just about abstaining from food and drink, but it is also about self-discipline, self-control, and spiritual growth. This is a time to practice patience, humility, and gratitude.

The Qur'an was revealed in the blessed month of Ramadan, and it holds immense significance for believers. Muslims all around the world read and study the Qur'an more often during this month. However, it is important to go beyond just reading and allocate time for in-depth studying of the Qur'an. The meaning of the Qur'an is greater and deeper than the ocean, and Ramadan provides the perfect opportunity to dive deep into it.

This month is the ideal time to discover the Qur'an's teachings, seek guidance and inspiration from its verses, and gain a deeper understanding of its message. The Qur'an is a book of sheer magnitude of virtues and knowledge. Allah SWT said in the Qur'an: "Had We sent down this Qur'an upon a mountain, you would surely have seen it humbling itself and rending asunder by the fear of Allah" (Al-Hashr 59:21). This verse highlights the power and magnitude of the Qur'an and its message.

Despite its magnitude, Allah SWT made it simple for us to connect to the Qur'an in this holy month of Ramadan. It is a time of spiritual awakening and growth, and it is a time to connect with Allah SWT and the teachings of the Qur'an. This month provides a unique opportunity for Muslims to gain a deeper understanding of their faith and strengthen our relationship with

Allah SWT.

In conclusion, Ramadan is a month of great significance for us Muslims around the world. It is a time for fasting, prayer, and self-reflection. It is a time to strengthen our willpower and discipline, seek a deeper connection with Allah SWT, and dive deep into the teachings of the Qur'an. Let us take advantage of this blessed month and use it to improve ourselves, our relationship with Allah SWT, and our understanding of our faith.

# Bangladesh - India - Nepal - Bhutan can benefit massively with a seamless road - riverine - air borderless connectivity

Imran A. Chowdhury

The South Asian region is known for its diversity, unique culture, and geographical proximity. The area is also known for its underdeveloped infrastructure, which hampers economic growth and social development. The countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan share a common history, culture, and language and have long-standing ties. However, these countries need for more seamless connectivity has significantly hindered regional cooperation and development. This paper explores the potential benefits of a seamless road-riverine-air borderless connectivity for Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan.

South Asia is one of the fastest-growing regions in the world, with a population of over 1.7 billion people. However, the region's infrastructure must catch up with its economic growth. South Asian countries face many challenges in infrastructure development, including inadequate financing, lack of coordination, and poor governance. Infrastructure development has been identified as a critical priority area for regional cooperation among South Asian countries.

Seamless connectivity refers to integrating different modes of transport and communication to facilitate the movement of people, goods, and services across borders. A seamless connectivity network can enhance economic growth, promote trade and investment, and improve people-to-people connectivity. The countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan share a common history, culture, and language and have long-standing ties. However, these countries need for more seamless connectivity has been a significant impediment to regional cooperation and development.

Economic Growth: Seamless connectivity can help promote economic growth by facilitating the movement of people, goods, and services across borders. It can lead to the creation of new markets, employment opportunities, and increased productivity. A seamless connectivity network can also reduce transaction costs and enhance the competitiveness of businesses in the region.

Trade and Investment: Seamless connectivity can promote trade and investment among the countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan. It can lead to the creation of new trade routes and the development of new markets. A seamless connectivity network can also facilitate cross-border investments and enhance the ease of business in the region.

Tourism: Seamless connectivity can help promote tourism among the countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan. It can lead to the creation of new tourist circuits and the development of new tourist destinations. A seamless connectivity network can also enhance the ease of travel for tourists and promote cultural exchange and people-to-people connectivity.

Social Development: Seamless connectivity can help promote social development among the countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan. It can lead to the development of new educational and healthcare facilities and foster cultural exchange and people-to-people connectivity.

Financing: One of the significant challenges in developing a seamless connectivity network in South Asia is financing. Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan countries need more resources to invest in infrastructure development. Regional cooperation and support from international organisations

can play a crucial role in financing infrastructure development in the region.

Coordination: Another challenge in developing a seamless connectivity network in South Asia is coordination among the countries. The countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan have different administrative systems, laws, and regulations, which can hamper coordination. A regional framework for coordination can help address this challenge.

**Security:** Security is another challenge in developing a seamless connectivity network in South Asia. The region is prone to conflicts and terrorism, which can hamper the movement of people, goods, and services. A regional security framework can help address this challenge.

In conclusion, a seamless road-riverine-air borderless connectivity network can bring. The South Asian region has a diverse population with unique cultures and a shared history, language, and traditions. The region's geographical proximity makes it an ideal candidate for increased cooperation and collaboration, particularly in economic growth and social development. However, despite being one of the fastest-growing regions in the world, South Asia's infrastructure still needs to catch up with its economic growth. This lack of development has hindered economic growth and social development, making it a critical priority area for regional cooperation.

Seamless connectivity, which involves the integration of different modes of transport and communication to facilitate the movement of people, goods, and services across borders, has the potential to enhance economic growth, promote trade and investment, and improve people-to-people connectivity. The countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan share a common history, culture, and language, making it easier to establish such a network. However, these countries' lack of seamless connectivity has been a major impediment to regional cooperation and development.

A seamless connectivity network would benefit the region, promoting economic growth by facilitating the movement of people, goods, and services across borders. This would lead to the creation of new markets, employment opportunities, and increased productivity. A seamless connectivity network would also reduce transaction costs and enhance the competitiveness of businesses in the region.

Furthermore, seamless connectivity would help promote trade and investment among Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan countries by creating new trade routes and developing new markets. The network would also facilitate cross-border investments and enhance the ease of business in the region. Similarly, the network would promote tourism among the region's countries by creating new tourist circuits, developing new tourist destinations, and enhancing the ease of travel for tourists.

Additionally, seamless connectivity would help promote social development among the countries of Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan. It would develop new educational and healthcare facilities, promote cultural exchange, and enhance people-to-people connectivity. Overall, the benefits of a seamless connectivity network would be immense and far-reaching.

Despite the potential benefits of a seamless connectivity network, several challenges must be addressed to make it a reality. Financing is one of the significant challenges in developing such a network. Bangladesh, India, Nepal, and Bhutan countries need more resources to invest in infrastructure development. Regional cooperation and support from international organisations can play a crucial role in financing infrastructure development in the region.

Coordination is another challenge in developing a seamless connectivity network in South Asia. The region's countries have different administrative systems, laws, and regulations, which can hamper coordination. A regional framework for coordination can help address this challenge.

Security is also challenging in developing a seamless connectivity network in South Asia. The region is prone to conflicts and terrorism, which can hamper the movement of people, goods, and services. A regional security framework can help address this challenge.inally, a seamless road-riverine-air borderless connectivity network has immense potential for economic growth and social development in South Asia. The benefits of such a network would be numerous, including promoting economic growth, trade and investment, tourism, and social development. However, several challenges must be addressed to make this a reality, including financing, coordination, and security. With the right policies and frameworks, a seamless connectivity network could transform the region and create new opportunities for its people.

**The region is prone to conflicts and terrorism, which can hamper the movement of people, goods, and services. A regional security framework can help address this challenge**

Year: 20 ◆ Issue: 960 ◆ Friday 24 March - Thursday 30 March 2023

# BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

Ramadan MUBARAK
FOR THE DAILY BREAKING NEWS HEADLINES
Visit: www.banglapost.co.uk

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
**Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk**